দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

তত্ত্বগুরু গ্রন্থমালা ২

রোলাঁ বার্ত

তাঁর পাঠকৃতি

তপোধীর ভট্টাচার্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

রোলাঁ বার্ত, তাঁর পাঠকৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

তত্ত্বগুরু গ্রন্থমালা ২

রোলাঁ বার্ত, তাঁর পাঠকৃতি

তপোধীর ভট্টাচার্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

হাসান আজিজুল হক

সুবিমল মিশ্র

নবারুণ ভট্টাচার্য

উত্তরব্যক্তিসত্তার পাঠকৃতি যাঁরা নির্মাণ করেছেন...

‘মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে পড়ে অমায়িক
সংকেতের মতো, তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই।
আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার প্রয়োজন রয়ে গেছে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

লেখকের অন্যান্য বই

জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব (স্বপ্না ভট্টাচার্য সহ)
ধর্মাধর্ম
আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর
বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ
প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব
জাক দেরিদা, তাঁর বিনির্মাণ
মিশেল ফুকো, তাঁর তত্ত্ববিশ্ব
ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ
টেরি ঈগলটন, তাঁর তত্ত্বজিজ্ঞাসা
অদ্বৈত মল্লবর্মণ
কবিতার বহুস্বর
জাঁ বদ্রিলার
পশ্চিমের জানালা
পড়ুয়ার ছোটগল্প
বাখতিন
উপন্যাসের বিনির্মাণ
উপন্যাসের সময়
ছোটগল্পের প্রতিবেদন
জীবনানন্দ কবিতার নন্দন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

সূ চি

তত্ত্বগুরু গ্রন্থমালা সাধারণ প্রাক্‌কথন	০৯
পূর্বলেখ স্থায়ী	১৩
পূর্বলেখ অন্তরা	১৮
জীবনের পাঠকৃতি প্রাক্‌-ইতিহাস	২২
পাঠকৃতির পাথেয় সন্ধান সূচনা-পর্ব	৫২
আকরণের খোঁজে পথ থেকে পথান্তরে	৭৮
পাঠকৃতির আকরণোত্তর বিন্যাস	৯৭
পাঠকৃতির আপাত-সমাপ্তি : পাঠ-পরম্পরার সূচনা	১২৪
মোহনা থেকে উৎস পাঠের পুনর্নবায়ন	১৩৪
রোলাঁ বার্ত, সূর্যাস্তের উত্তর-প্রহরে	১৪৪
উত্তরলেখ সঞ্চারী	১৬৬
উত্তরলেখ আভোগ	১৭১
গ্রন্থপঞ্জি	১৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

তত্ত্বগুরু গ্রন্থমালা সাধারণ প্রাক্‌কথন

সংকট-ই নতুন নতুন তত্ত্বের জন্ম দেয় এবং পুরোনো তত্ত্বকে নবাগত ধারণার নিরিখে পর্যালোচনাও অব্যাহত রাখে। প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তত্ত্বের ব্যবহার-উপযোগিতা যাচাই করে নেয় বৌদ্ধিক সমাজ। এই প্রক্রিয়া অনবরত চলতে থাকে ঠিক সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন ঢেউয়ের মতো। যতক্ষণ তত্ত্বকে প্রয়োগে আর প্রয়োগকে তত্ত্বে যাচাই করে নিতে পারে মানুষ ততক্ষণ তার জীবনে তাৎপর্য উপলব্ধির গুরুত্ব ফুরিয়ে যায় না কখনও। ইচ্ছেমতো অর্থ তৈরি করতে, ভাঙতে, বদলাতে ও আবার ফিরিয়ে আনতে পারে মানুষ, এভাবেই সে তার নিজস্ব জগৎ তৈরি করে যা একই সঙ্গে যথাপ্রাপ্ত এবং স্বনির্মিত। এইসবই ঘটে অনন্য ভাষা-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যার সাহায্যে সে নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে এবং গড়ে তোলে জগতের ভেতরে আরেক জগৎ আর তার পক্ষে প্রয়োজনীয় নিরন্তর পরিবর্তনশীল প্রতিবেদন।

একসময় বাঙালির তত্ত্বভুবন সচেতন ও অবচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত হত ভারতীয় নান্দনিক পরম্পরা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দৃশ্য ও অদৃশ্য অনুষঙ্গ দিয়ে। ঔপনিবেশিক পর্বে ইংরেজির মাধ্যমে যখন পশ্চিমের জানালা দিয়ে অভাবনীয় আলোর বিচ্ছুরণ পৌঁছাল বাঙালির জীবনে, অল্প অল্প করে তা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সহ চিন্তাজগৎকে প্রভাবিত করলেও প্রণালীবদ্ধভাবে বিভিন্ন ভাবনা-প্রস্থানের অনুশীলন কিন্তু শুরু হয়েছে অনেক দেরিতে। সাহিত্যের বয়ানে তত্ত্বের উদ্ভাসন কী আশ্চর্য মাত্রান্তর এনে দিতে পারে, তার উপলব্ধি যখন শুরু হল, অতি দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে গেল চিন্তার পরিসর। এর আগে পাঠক খুব সহজে তৃপ্ত বা অতৃপ্ত হয়ে যেতেন; পাঠকসত্তা ছিল সরল, একমাত্রিক ও পুরোপুরি লেখক- নির্ভর। তাই যথাপ্রাপ্ত পাঠকৃতি সম্পর্কে কূট প্রশ্ন তুলে ধরার কোনও রেওয়াজই ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

কিন্তু অন্ধ হলে তো প্রলয় বন্ধ থাকে না। তাই বিশ শতকের সত্তর দশক থেকেই চিন্তার পুরোনো ইমারতগুলি ভেঙে যেতে শুরু করল। ক্রমশ দেখা দিতে লাগল চিন্তার নতুন নতুন স্থাপত্য। গত তিন দশকে ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষভাবে বাঙালির ভাববিশ্বে, এইসব তত্ত্বচিন্তার অভিঘাত ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠেছে। সংখ্যায় কম হলেও কিছু কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় ও বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ছোট পত্রিকা এসব বিষয়ে চমৎকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। যখন এইসব তত্ত্বচিন্তার অভিঘাত ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠেছে, সংখ্যায় কম হলেও কিছু কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় ও বাংলা দেশে বেশ কয়েকটি ছোট পত্রিকা এসব বিষয়ে চমৎকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। যখন এইসব তত্ত্বচিন্তা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করল, প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার ধারক ও বাহকেরা প্রাণপণে চোখ বন্ধ করে নতুন আলোর উদ্ভাসনকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। এরা কোনও ধরনের নতুন যুক্তি শুনতে বা বুঝতে নারাজ। বরং নিজেদের কূপমণ্ডূক অবস্থানের অচলায়তনকে আরও পোক্ত করে তোলার জন্যে এদের উদ্যমের শেষ ছিল না। কিন্তু আশার কথা এই যে ধীরে ধীরে কেটে গেছে চিরাগত অভ্যাস ও সংস্কারকে আঁকড়ে রাখার প্রবণতা। তাই একটু একটু করে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন কেন্দ্রে শুরু হয়েছে নবাগত তত্ত্বচিন্তার প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়নের উদ্যম।

এরকমই অবশ্য হওয়ার কথা। সময়ের ঝড় যখন বয়ে চলেছে, স্তূপীকৃত বালির মধ্যে উটের মতো মুখ গুঁজে বেশিদিন থাকা যায় না। বিশশতকের শেষে তাই দেখা গেল আগ্রহ ক্রমশ উদ্দীপক হয়ে উঠছে আরও। প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে পাঠ ও পুনঃপাঠ তাই লক্ষ্যগোচর হয়ে উঠল বাঙালির বিস্তীর্ণ ভূগোল জুড়ে। এই আগ্রহকে আরও গতি দেওয়ার জন্যেই পরিকল্পিত হয়েছে প্রতীচ্যের তত্ত্বগুরু গ্রন্থমালা। এই গ্রন্থমালার প্রতিটি বইতে যুগন্ধর চিন্তাবিদদের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের প্রাথমিক পরিচয় ঘটবে। আশা করা যায় এইসব বই পরবর্তী কোনো বিস্তৃততর পাঠের বীজতলি হিসেবে গণ্য হবে। চলমান সামাজিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিচার করে দেখা হবে চিন্তাগুরুদের অবদান মুখ্যত সাহিত্য এবং গৌনত সমাজবীক্ষাকে কতদূর ঋদ্ধ করেছে! অনবরত যেসব আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে চলেছে মননের ক্ষেত্রে, তাদের কতটা আত্মস্থ করতে পেরেছেন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রম-উদ্ভাসিত এইসব চিন্তাগুরু! আমাদের বাংলা সাহিত্যের পুনঃপাঠে কতখানি তাঁদের তত্ত্বচিন্তাকে প্রয়োগ করতে পারি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

তত্ত্বগুরুদের হয়ে ওঠার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে এবং তাঁদের প্রধান রচনাগুলির নির্যাসের প্রতি লক্ষ রেখে রচিত হচ্ছে বয়ানগুলি। তত্ত্বচিন্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ঠিক কোথায়, সেদিকে তর্জনি সংকেত করে এইসব প্রতিবেদন প্রমাণ করতে চাইছে যে সার্থক তত্ত্বে রয়েছে অতি সহজিয়া পথের অভ্যস্ততাকে বর্জন করার সামর্থ্য। আর, গ্রন্থিমোচনের দুরূহ দায়িত্ব পালন করে বলেই তার এত প্রয়োজন। সমস্ত পথ যখন রুদ্ধ, তত্ত্বভাবনাই দিতে পারে নতুন সম্ভাবনাময় পথের ইশারা। তত্ত্বগুরুদের অবদান আমাদের অভ্যাসের জাড্য কাটিয়ে দেয়, পুনঃপরীক্ষার মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য ক্ষয় ও অবসাদ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তাই এই গ্রন্থমালার প্রকাশনা নিঃসন্দেহে গভীরতা ও ব্যাপকতা সন্ধানী বাঙালি পড়ুয়ার কাছে নিয়ে আসবে শতজলঝর্নার বার্তা। একুশ শতকের শূন্য দশক পেরিয়ে এসে যখন দেখছি, অতিসুচতুর আধিপত্যবাদের উন্মত্ত আগ্রাসনে সমস্ত প্রত্যয় টলোমলো—বিশ্বব্যাপ্ত নির্মাণবায়ন প্রবণতার 'Sadistic delight in human misery and destruction'- কে (ঈগলটন ১৯৯০ ৪১২) প্রত্যাখ্যান করে তত্ত্বভাবনা কি আমাদেরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারছে মানুষের আস্তিত্বিক প্রত্যয়ে? এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখন। আশা করা যায়, তত্ত্বগুরু গ্রন্থমালার প্রকৃত অন্বিষ্ট কী, তা সংবেদনশীল পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে অচিরেই প্রতিভাবাদর্শের দম্ভ নয়, মানববিশ্বে সমর্পিত ভাবাদর্শের নীলাঞ্জন ছায়াই কাম্য। উদ্ধত অভ্যাসের স্থূলতা নয়, মানবিক সম্ভাবনার আশ্চর্য উদভাসনই কাঙ্ক্ষিত। মানুষের মেধা ও সংবেদনার ঐশ্বর্যকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাবীজ ও বিপুল বৌদ্ধিক নিষ্কর্ষ-ঋদ্ধ পরিভাষার মধ্যে নতুন নতুন ভাবে ব্যক্ত করেছেন যাঁরা, তাঁদেরই তো বলা যায় প্রকৃত বিদ্যাপথিক। তাঁদেরই যৌথ ও একক অবদানে সৃষ্টি ও নির্মাণের যুগলবন্দি এখন সবধরনের প্রচলিত সীমান্তকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আন্তঃবিদ্যা অধ্যয়নের অপার সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে তাঁদেরই মহাবনস্পতি-তুল্য অবস্থানে। সাহিত্য-সমালোচনা, সংস্কৃতিবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস তাই পরিণত হয়েছে নবায়মান প্রায়োগিক কর্মশালায়।

তত্ত্বগুরু গ্রন্থমালার পরিকল্পনা বাস্তব হয়ে উঠতে পেরেছে যাঁর সদিচ্ছায় ও উৎসাহে, প্রকাশনাজগতের বনস্পতি দে'জ্ পাবলিশিং এর সেই সুযোগ্য কর্ণধার শ্রী সুধাংশু শেখর দে-র কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় গতি এনে দিয়েছে তাঁরই কর্মতৎপর উত্তরসূরি, শ্রীমান অপু। ভরসা করি, ক্রমশ সে হয়ে উঠবে ধাবমান রথের সুদক্ষ সারথি। প্রকাশনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

কর্মীকে আমার শুভেচ্ছা। এভাবেই সম্মেলক উপস্থিতিতে গড়ে উঠুক আমাদের চেতনাবিশ্ব।

এই গ্রন্থমালার প্রয়োজন সম্পর্কে যে দু'জন আমাকে নিরন্তর প্রাণিত করেছে, তাদের উল্লেখ না করলেই নয়। দুজনেই আমার হয়ে ওঠার সর্বাত্মক প্রক্রিয়ায় চিরকালের সহযোগী সত্তা এবং দুজনেই আড়ালে থাকতে চান বেশি। একজন আমার জীবনসঙ্গিনী ও সমস্ত চিন্তন-লিখনের শরিক শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য এবং অন্যজন আবাল্য বন্ধু ও অনুভবে সহযোগী, কথাকার রণবীর পুরকায়স্থ। মনে করি তাদের কথাও যারা তত্ত্বভাবনার অনুশীলনে নিরন্তর আমার সঙ্গে দ্বিরালাপে সম্পৃক্ত। আর, বিশেষভাবে উল্লেখ করি আমার ছাত্র স্নেহভাজন শেখ মুফজ্জল হোসেন এর কথা। এই গ্রন্থমালার জন্যে তার আগ্রহ ও উদ্যম ছিল যথেষ্ট। সবার রঙে রঞ্জিত হয়ে আর ওই রঞ্জনক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে যাত্রা শুরু করছে এই তত্ত্বগুরু গ্রন্থমালা।

না, লিখব না 'consummatum est' কেননা নতুন নতুন আরম্ভের বিস্তারেই আমাদের অধিকার কেবল, সমাপ্তি ঘোষণায় নয়।

১৫ ডিসেম্বর ২০১২ তপোধীর ভট্টাচার্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পূর্বলেখ :স্থায়ী

'Today writing is an act of militancy... and in no sense a decorative activity.'

কাকে বলব লেখা, এই প্রশ্ন ইদানীং বারবার ঘুরে - ফিরে আসে। লেখা মানে আনন্দ, লেখা মানে যন্ত্রণা, লেখা মানে সংরাগ,লেখা মানে সাহচর্য, লেখা মানে নিঃসঙ্গতা। এই পরস্পরাকে দীর্ঘায়ত করা যায় আরো। সময়ের অনুভবে শানিত যদি না হয় লেখা, তা হলে তা বিমূর্তায়িত হতে বাধ্য। আবার লেখা মানে পরিসরের উপলব্ধিও। কেননা পরিসরহীন কোনো অস্তিত্ব হতে পারে না। জীবন ও জগতের অজস্র অনুপুঙ্খ দিয়ে অনুক্ষণ রচিত হচ্ছে পরিসর। এবং মুহুর্মুহু তা ভেঙে ও পড়ছে। এই ভাঙা-গড়ার আবর্তন যতখানি আলোয়, তার চেয়ে বেশি ছায়ায়। লেখার মধ্যে অজস্র স্বরন্যাসে ধরা পড়ে তার বিচিত্র কৌনিকতা ও উচ্চাবচতা। যখন অভ্যাস আর অতিপরিচয়, জীর্ণ পথ ও পাথেয় আর কোনো নতুন তাৎপর্য বয়ে আনতে পারে না, লেখা দুঃসাহসিক অভিযাত্রী হয়ে ওঠে।

প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের অলঙ্কৃত অভিব্যক্তিতে জীবন নিঃশব্দে হারিয়ে যায়। জরাজীর্ণ অভ্যাসকে রঙিন আঙরাখা দিয়ে আবৃত করে সাহিত্য। তাই প্রাণের গঙ্গা সেখানে বয়ে যায় না। চিন্তা ও প্রয়োগের প্রাতিষ্ঠানিকতাকে প্রত্যাহ্বান জানানো তখন খুব জরুরি হয়ে পড়ে। এ কাজ কখনো প্রচলিত সাহিত্য করে না, করতে পারে না। এই দুঃসাহস দেখাতে পারে অভিযাত্রী ও আবিষ্কারক লেখা। একদিকে অভ্যাস ও অন্যদিকে আশ্চর্য, এ যেন পারাপারহীন নদীর এপার আর ওপার। সাহিত্য আর লেখার মধ্যকার এই ব্যবধানকে তাই মেপে নিতে হয়। বুঝতে হয়, প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ আসলে অশ্মীভূত; এতে জীবন নেই। যা আছে তা সব মেকি ও নিরর্থকতার বুদ্বুদ। যা-কিছু সজীব তা-ই লেখার আধার ও আধেয়। কিন্তু এমনই দুর্মর আমাদের অভ্যাসের মোহ যে এই গোড়ার কথাগুলিও বুঝতে চাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

না। এইজন্যে তত্ত্বের আলো জ্বেলে বুঝে নিতে হয়, সাহিত্য কী আর লেখাই বা কী?

এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুচারুভাবে করেছিলেন রোলাঁ বার্ত। লেখা কীভাবে শুরু হয় আর কীভাবেই বা বিকশিত হয়, এই নিয়ে তাঁর ছিল গভীর অনুসন্ধিৎসা। তিনি দেখেছিলেন শূন্য শুধু শূন্য নয়; সম্পূর্ণ কোনো অপর জগৎ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে শূন্যায়তনে। এই বিকাশ স্বতোৎসারিত। স্বনির্ভরতার পথে তার এগিয়ে যাওয়া। পথের প্রতিটি বাঁকে নতুন হয়ে ওঠা তাই অপরিহার্য। তার মানে সংকেতের বদল, সংকেত পাঠেরও বদল। প্রচলিত সাহিত্য বিষয়বিষয়ী, অন্তর্বস্তুপ্রকরণ, শ্রেণিঅভিব্যক্তি ইত্যাদির পূর্বনির্ধারিত আয়তনে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব স্বীকার করে নেয় কিন্তু লেখা শতজলঝর্নার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে মুছে দেয় সব আরোপিত সীমান্ত। সমাজকে দেখে না কেবল, দেখতে শেখায়। সামাজিক জীবনের পথে-পথে ফুল ও পাথর ছড়ানো। এদের মধ্য থেকে কীভাবে প্রতিনিয়ত তাৎপর্য গড়ে উঠছে আবার রূপান্তরিত হচ্ছে—এই সবই শেখায় লেখা। আসলে আমরা যখন সাহিত্য শব্দটি উচ্চারণ করি, অভ্যস্ত সংস্কারে খুঁজি পরিশীলিত নিয়মতান্ত্রিক অবয়ব যা কখনো জীবন থেকে উঠে এসেছিল। কিন্তু আমাদের মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে তা জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল স্বাধীন অস্তিত্ব। নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক অভিব্যক্তি ছাড়া সাহিত্যকে আমরা ভাবতেই পারি না। আর, ঠিক এখানে আলাদা হয়ে যায় লেখা।

সাহিত্য স্বভাব-ধর্মে আধিপত্যপ্রবণ, নিরন্তর তার এই বার্তা প্রচারিত হচ্ছে : নির্মাণ শিল্পের অন্বিষ্ট। যা-কিছু স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক ও স্রোতের মতো বহমান—তাকেই বিধিবিন্যাসের পিঞ্জরে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া সাহিত্যের প্রবণতা। একে প্রতিরোধ করতে চায় বলে লেখা আসলে নিরন্তর সংঘর্ষ। প্রতি মুহূর্তে নতুন হয়ে ওঠাই তার অস্ত্র। সমাজ-জীবনের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে রয়েছে যত অনুপুঙ্খ, তাদের কেবল বস্তু বলে ভাবে না লেখা। বস্তুর মধ্যে দ্যোতিত হতে দেখে সংকেত। আপাতদৃষ্টিতে যা তুচ্ছ ও অনাবশ্যক, তাদের মধ্যেও চিহ্নায়ক দেখতে শেখায় লেখা। সমাজ কীভাবে অসংখ্য চিহ্নায়কের পরম্পরা ও বিন্যাসের জন্ম দেয় এবং ঐসব আত্মজের দর্পণে দেখে নিজের অবয়ব—সে-বিষয়ে লেখা আমাদের অবহিত করে তোলে। আমরা বুঝে নিই, প্রতিটি বস্তুই মূলত প্রতীকী অস্তিত্ব। এইজন্যে জীবনের নিত্যজায়মান পাঠকৃতি আর লেখার নিত্যনবায়মান সন্দর্ভ একই উপলব্ধির সূত্রে বিচার্য। জীবনতত্ত্ব আর লিখনতত্ত্ব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পাঠতত্ত্ব আর তাৎপর্যতত্ত্ব এভাবে হয়ে ওঠে একই বৃন্তের দুটি ফুল।

রোলাঁ বার্ত সেই আশ্চর্য তাত্ত্বিক যিনি তাঁর লেখার জীবন আর জীবনের লেখাকে একই সূত্রে মেলাতে পেরেছেন। ফিলিপ রোজার যে এই মনীষী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাঁর বইয়ের নামকরণ করলেন 'Roland Barthes, Roman' অর্থাৎ 'রোলাঁ বার্ত, একটি উপন্যাস'—তা খুবই যথার্থ। ঔপন্যাসিক আখ্যানের পাতায়-পাতায়, অনুচ্ছেদে-অনুচ্ছেদে যেমন নিরবচ্ছিন্ন গতির অভিজ্ঞান লক্ষ করি, তেমনি বার্তের লেখায় ও জীবনে দেখতে পাই ক্রমিক বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। এইজন্যে তাঁর মৃত্যুও কেবল কায়িক অবসান মাত্র, পাঠকৃতির একটি বড় অধ্যায়ের সমাপ্তি। অর্থাৎ তারপরেও রয়ে গেছে আরো সম্প্রসারণ ও পুনরাবিষ্কার। তা যদি না হত, বাঙালির লিখনবিশ্বে রোলাঁ বার্তের কিছুমাত্র প্রাসঙ্গিকতা থাকত না। বার্তের অনুশীলন তাই জীবননিষ্ঠ তাৎপর্যের অনুশীলন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, আমাদের জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল ও নব নব উন্মেষপ্রবণ চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় গ্রথিত।

এইজন্যেই হয়তো বার্তের বান্ধবী ভায়োলেট মোরাঁ তাঁকে বিঠোফেনের মূর্ছনার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন 'He was like a Beethoven symphony, with a powerful central theme and lots of tiny variations and desires to write all kinds of things. So he would veer off in this or that direction, but he always returned in the end to the same theme'। মানুষের পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই যে লেখার ও তত্ত্বের অনুধ্যানের বিষয়, বার্ত স্পষ্টভাবে তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ নিছক কৌতূহল নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি। জীবন ও জগতের সব কিছুই যখন চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্বৃত, তুচ্ছ বা গৌন বলে কোনও কিছুই অবহেলা করা চলে না। অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মীমাংসার প্রথাসিদ্ধ বিবাদে উৎসাহ ছিল না তাঁর। যা কিছু মানবিক, সেই সবই তাঁর প্রতিবেদনের আধেয় হয়ে উঠেছিল।

তাঁর কাছ থেকে সূত্র নিয়ে আমরাও বুঝতে পারি আজ, প্রথাগত ভাবে লেখার বিষয় খোঁজার দরকার নেই কোনো। বার্তের মতো 'Sensual mystic' হতে পারি না হয়তো কিন্তু তাঁর অভিযাত্রী-সুলভ মনটিকে পড়ার চেষ্টা নিশ্চয় করতে পারি। দেখতে পারি, জীবন ও মননের যুগলবন্দি গভীর ও একমুখী অধ্যবসায়ে কীভাবে গড়ে উঠেছে। তত্ত্ব যখন জীবনরস- পিপাসার সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে যায়, দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকও পরাজিত হতে বাধ্য। দশবছর ব্যাপী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

যক্ষার সঙ্গে যুদ্ধ, শৈশব ও কৈশোর জুড়ে দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার সঙ্গে যুদ্ধ, প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার কোলাহলের সঙ্গে যুদ্ধ—এই সবই তখন সহনীয় হয়ে ওঠে। বার্ত তাই আমাদের তত্ত্ব শেখাননি কেবল, যাপনযোগ্য জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে আবশ্যিক পাঠও দিয়েছেন।

রোলাঁ বার্তের আশ্চর্য জীবনকথা আর তত্ত্বকথাকে একই খাতে বয়ে যেতে দেখে অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি জাগে মনে। তাঁর মতো আমাদেরও ইচ্ছে করে, বাস্তব থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে রূপকের সঙ্গে মেলাই। কেননা জীবনটা তো কাব্য আর মূর্ছনা; তেমনি তত্ত্বের বয়নও মূর্ছনা আর কাব্য। তাই লিখতে পারি, জীবন ও তত্ত্ব দীপ্যমান হয় যখন সত্তাকে ইন্ধন করে তুলি। রোলাঁ বার্ত তা করেছিলেন। এইজন্যে আকরণবাদী বিন্যাসের শৃঙ্খল ভেঙে আকরণোত্তর চেতনায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। নিরন্তর বিকাশমান জীবনে ও মননে উত্তরণই তো শেষ কথা। তাঁর পাঠকৃতি কোনো প্রশ্নের মীমাংসা নয়; তা জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করে আমাদের। এইবার প্রশ্ন করি নিজেকে, আমাদের অস্তিত্বকে আমরা কি ইন্ধন করে তুলতে পেরেছি? যদি না পারি, তা হলে কীভাবে জানব, একমাত্র মানুষই পারে তার সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে যেতে। নিজেকে জানার পদ্ধতি খুঁজতে হয় না, ইন্ধনীভূত জীবনে তা আপনি ধরা দেয়।

নিজেকে নিজেই যখন বিনির্মাণ করছিলেন বার্ত, তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল জীবনের এই মূল বার্তা : রূপান্তরই অস্তিত্বের সারাৎসার। আরো একটি কথা জেনেছিলেন তিনি। ব্যক্তিসত্তা যখন নিজের চারদিকে পাঠকৃতির ঊর্ণাতন্তু বয়ন করে, সেই মুহূর্তে সে কোনো বিচ্ছিন্ন একক নয় আর। পরম্পরাগত আরো অনেক পাঠকৃতির বহুত্ববাচক নির্যাসের প্রতিনিধি। যে-সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিহ্নায়ক ব্যবহার করে সত্তা, তাদের মধ্যে আসলে ব্যক্ত হয় অনন্ত। যাকে উৎস ভাবছি আজ, তা কোনোদিন মোহানা ছিল। তেমনি আজ যে-মোহানায় পৌঁছাচ্ছি, আগামী প্রতিবেদনে তা-ই উৎস বলে প্রতিভাত হবে। এই দ্বিবাচনিকতায় গ্রথিত সত্তা ও তার লেখা, জীবন ও মননের পাঠকৃতি আর তাদের তাৎপর্য।

সময় আর পরিসরের যুগলবন্দিতে বিধৃত তত্ত্বকথা আর জীবনকথা। এইজন্যে যখন সত্য ও সত্তার কথা বলি, তখন তাদের দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্কে ব্যঞ্জিত হয় পূর্বাগত অনুভবের স্মৃতি আবার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও। একমাত্র লেখাই বর্তমানের প্রেক্ষিতে তাদের ধারণ করতে পারে। তাই আপন অস্তিত্বকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

অনুভূতিতে স্পন্দিত করাই হল লেখা। লেখার মধ্য দিয়ে শুধু সম্ভাব্য সমস্ত বিস্ময়ের কর্ষণ করতে পারি; আপন অভিজ্ঞান সময়ের সৈকতভূমিতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মুদ্রিত করতে পারি। বার্ত লিখেছেন 'I would be nothing if I did not write. Yet I am elsewhere than where I am when I write. I am worth more than what I write'. (১৯৭৭ ১৬৯)। এভাবে লেখা যতক্ষণ সত্তার একমাত্র অভিজ্ঞান হয়ে না উঠছে, শব্দময় জগৎ ততক্ষণ নৈঃশব্দ্যের হিম বলয়ে ডুবে থাকবে। আবার সত্তা যেহেতু প্রেক্ষিতের বাইরে নয়, প্রেক্ষিতের যথার্থ অনুভব না-হওয়া পর্যন্ত সত্তা লিখন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েও কার্যত বিযুক্ত। দ্বিবাচনিকতার বহুবিধ বিচ্ছুরণের মধ্যে বুঝে নিতে হয় এই যোগ ও বিয়োগ, পুনর্মিলন ও পুনর্বিরহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পূর্বলেখ অন্তরা

১৯৯৮ থেকে ২০০৫ ঠিক সাত বছর পরে এই বই দ্বিতীয় জন্ম নিয়েছিল। দেখতে দেখতে আরও সাত বছর পেরিয়ে গেল। নিরবধিকালের নিরিখে হয়তো তুচ্ছ। তবু একটি বইয়ের এই নিজস্ব তৃতীয় জীবন তো যুগপৎ বস্তু-সম্বন্ধ আর প্রতীকী অস্তিত্বের স্মারক। তাই বার্তের জীবন-তত্ত্বের যুগলবন্দির পাঠকৃতি যে পণ্য-সর্বস্বতা আর সফরী-সঞ্চরণের পর্বেও নবায়িত হচ্ছে, তার সংকেতমূল্য বড়ো কম হয়। তিনিই তো শিখিয়েছেন আমাদের, জীবনের নিত্যজায়মান পাঠকৃতি আর লেখার নিত্যনবায়মান সন্দর্ভ একই উপলব্ধির সূত্রে বিচার্য। এই জীবন কোনো বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তির নয়, ইতিহাসের সামূহিক বাচনে পরিশীলিত অজস্র অন্তঃস্বরের সমারোহে তা ঋদ্ধ। লেখার জীবন আর জীবনের লেখাকে একই সূত্রে মেলানোর যে-পাঠ দিয়েছেন বার্ত, তা বিশ শতকের পড়ন্তবেলায় আর একুশ শতকের ভোরের আলোয় কতটা মনে রেখেছি আমরা? এই আলো কি নয় রাতের চেয়েও কালো, অন্ধকার?

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মানববিশ্ব কতবার আক্রান্ত হতে দেখলাম এই দেড় শতকে। গুজরাটের গণহত্যায় ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের পৈশাচিক তাণ্ডবে রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ মদত, সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিরাগত ঔচিত্যবিধির প্রতি বেপরোয়া তাচ্ছিল্য, ক্ষমতা দখলের জন্যে মিথ্যা ও ভাঁড়ামির প্লাবনে পৌর সমাজের মূল্যবোধ-খচিত সমস্ত চিহ্ন মুছে যাওয়া, ইরাকে বিশ্ব-পুঁজিবাদের অভূতপূর্ব সন্ত্রাসে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির বহুদিনকার অভিজ্ঞানগুলি চূর্ণ হয়ে যাওয়া এই তো আমাদের সাম্প্রতিক। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম আর যন্ত্রপ্রযুক্তির সাঁড়াশি আক্রমণে মুছে যাচ্ছে আমাদের অতীত, নিরালম্ব হচ্ছে বর্তমান, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে ভবিষ্যৎ। জীবনতত্ত্ব আর লিখনতত্ত্ব, পাঠতত্ত্ব আর তাৎপর্যতত্ত্ব, আজকের এই চূড়ান্ত নির্মাণবায়িত পৃথিবীতে কীভাবে জীবন-ঘনিষ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বিদ্যাচর্চার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে দেবে আমাদের? বার্তের আকরণোত্তর চেতনায় প্রচ্ছন্ন বৈপ্লবিক অন্তঃসারকে পুনরাবিষ্কার ও পুনঃপাঠ করতে পারব কি আমরা?

সব ধরনের আরোপ-প্রবণ সরকারি প্রতিবেদনের দৃশ্য ও অদৃশ্য মায়াজাল পেরিয়ে যাওয়ার শক্তি ও প্রেরণা আমরা কি বার্তের আকরণোত্তর পাঠ-দর্শন থেকে গ্রহণ করতে পেরেছি? গত পনেরো বছরে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতায় দীর্ণ-তাপিত হতে-হতে পথের প্রতিটি বাঁকে সত্যিই কি নতুন হতে পেরেছি? বুঝে কি নিয়েছি বেসরকারি প্রতিবেদনগুলির অভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া? নিজেদের সোচ্চার ও নিরুচ্চার, অতিউদ্ভাসিত ও প্রান্তিকায়িত পরিসরের আততি কি অনুভব করেছি? চলমান ইতিহাসের হিংস্র অশ্রুবিন্দুগুলি শনাক্ত করে আকরণোত্তর মুক্ত জীবনের পাঠ আমরা কি নির্মাণ করতে পেরেছি? এতসব জিজ্ঞাসা কিংবা সংশয় আমাদের প্রচলিত সংকেত-ভাবনা এবং সংকেত-পাঠের ধরনকে কতটা বদলে দিতে পেরেছে এর মীমাংসা যদি করতে চাই, তবেই বার্ত-অনুশীলন সার্থক হতে পারে। মৃত্যু-পরবর্তী পঁয়ত্রিশ বছরে বার্তের বৌদ্ধিক জীবন কীভাবে কতখানি প্রসারিত হল—মৃত্যুজিৎ এই গভীর তাৎপর্য বুঝে নিতে চাই আজ।

রূপান্তরই অস্তিত্বের সারাৎসার—জীবনের এই মূল বার্তাকে নবগঠিত মোহানা ও পুনরাবিষ্কৃত উৎসের যুগলবন্দির নিরিখে বুঝি যখন, রোলাঁ বার্তের জীবনকথায় আধারিত পাঠকৃতি আশ্চর্য মহিমা অর্জন করে নেয়। কিংবা এটাই শেষ কথা নয়। আমাদের দৈনন্দিনে প্রতিবিম্বিত ব্যক্তি-জীবন ও যৌথ-জীবনের কথকতা থেকে সময় ও পরিসরের যুগলবন্দি এবং সেই যুগলবন্দির ঔপন্যাসিকতাও অনুভব করে নিই। গত পনেরো বছরে কতখানি জীবনের ঐ উপন্যাসায়নকে পাঠ করতে পেরেছি, তা নির্ণয় করার জন্যে বার্ত আজও অভ্রান্ত আলোকবর্তিকা। একবার শিশিরের পানে একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে যেভাবে শেকল-ভাঙার আর্তিতে বিভোর হয় মানুষ, তেমনই তাঁর নবায়মান পাঠকৃতির পাতায়-পাতায় অনুচ্ছেদে-অনুচ্ছেদে নিরবচ্ছিন্ন গতির অভিজ্ঞান আর ক্রমিক বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা আমাদের যাবতীয় আকরণের অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে বলে। নয়া ঔপনিবেশিক প্রতাপের আস্ফালন গত কয়েক বছরে যত নির্বাধ ভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে থাকুক না কেন, আমরা রুদ্ধ নই কোথাও। তাই তো তাঁর জীবনকথায়, বাচনবিশ্বে বারবার ফিরে ফিরে যাই। আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে উচ্চারিত সত্য তাই আজকের এই বিশ্বপ্রতাপের বর্বর সন্ত্রাসের দ্বারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

উৎপীড়িত পৃথিবীতেও বিপুল প্রত্যয়ে পুনরুচ্চারণ করে ঐ উপলব্ধির আয়ুষ্কালকে প্রসারিত করতে পারি আরও দূরবর্তী ভবিষ্যতে।

বার্ত লিখেছিলেন 'প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি অনুপুঙ্খ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমরা সত্যকে এড়াতে পারি না। সাংস্কৃতিক পরিশীলন দিয়ে, রাজনৈতিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আমাদের দায়বদ্ধ হতেই হবে। সমকালীন পৃথিবী, পরিবর্তনশীল ইতিহাস যেভাবে আমাদের দেখার চোখ ও ধরনকে নিয়ন্ত্রণ করে—তেমনই দেখি। ভাষার যে-নির্দিষ্ট প্রকরণে সম্পৃক্ত করে দেয়, তাকেই গ্রহণ করি।' এই কথাগুলিকে বাচনের মন্থন-প্রক্রিয়ায়, চিহ্নতাত্ত্বিক পরিশীলনে, আকরণোত্তর চেতনার উদ্দীপনায় বিশ্লেষিত ও পুনর্বিশ্লেষিত হতে দেখেছি। আমাদের বঙ্গীয় পরিমণ্ডলে অবশ্য পাঠকৃতির নিজস্ব রাজনীতি এবং সেই রাজনীতির আকরণোত্তর স্বভাব আজও সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক বিশ্লেষণের প্রতীক্ষায় রয়েছে। জীবনের সত্য আর পাঠকৃতির সত্য যে রহস্য-নিবিড় দ্বিরালাপের আকর, তাকে তো এড়িয়ে যেতে পারি না সত্যিই। আপন সময় এবং পরিসর থেকে ইতিহাস ও সংস্কৃতির বয়ান নিঙড়ে নিতে নিতে বার্তের পাঠকৃতিকে নতুনভাবে নতুন তাৎপর্যে বুঝতে চাই। এইজন্যে পাঁচ বছর পরেও নতুন উদ্যমে শুরু হচ্ছে বার্ত-চিন্তাবিশ্বে অবিরল পরিক্রমা।

এ কেবল এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে যাওয়া। নতুন নতুন সূচনাবিন্দুর সন্ধান। এক পাঠ, অনেক অন্তর্বয়ন। এবং অনেক পাঠান্তর। তা না হলে নবার্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে শুষে নিয়ে কীভাবে বয়ান উত্তীর্ণ হবে মুক্তির স্পৃহায়, আকরণোত্তর প্রবণতায়, অর্থে নতুন উন্মেষে! কী জীবনযাপনে কী সম্পর্কের বিন্যাসে-প্রতিন্যাসে, কী পৌর সমাজের অজস্র ছায়াতপে, কী রাজনৈতিক সমাজের ক্রম-বর্ধমান জটিলতার অভিঘাতে আমরা রচনা করে চলেছি নিজেদের অন্তহীন রূপান্তর। পাশাপাশি, সাহিত্যিক প্রতিবেদনে এবং নান্দনিক অভিব্যক্তিতে খুঁজে নিতে চাইছি ঐ রূপান্তরের রূপান্তর, ছায়ার ছায়া, প্রতিমানের প্রতিমান।

যেন স্থায়ী থেকে অন্তরায়, সঞ্চারী থেকে আভোগে বয়ে চলেছি। সব কিছু ফিরে আসে সমে, এই জেনে। রোলাঁ বার্ত স্বয়ং অনন্য-এক পাঠকৃতি এবং তাঁর দীপ্যমান চিন্তাবিশ্বের বহুবিধ বিচ্ছুরণে খচিত বয়ানগুলি দুর্গম জীবনপথে দুঃসাধ্য মননপথে আমাদের পান্থপাদপ। আরও একবার অনুশীলন করি তাদের যাতে অন্ধবিন্দুর সমাবেশে সংক্রামিত সাম্প্রতিক আমাদের পঙ্গু, অসাড় ও বিকলাঙ্গ করে দিতে না পারে। নতুন ভাবে এই নান্দীবাচন সম্ভব হচ্ছে বাচনবিশ্বের অক্লান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

সহযোদ্ধাদের সদিচ্ছায়, সহৃদয় পাঠক-সমাজের আগ্রহে, বীজাধান থেকে পুষ্পায়নের প্রক্রিয়া অবধি দ্বিরালাপের সুধাশ্যামলিন ছায়ার বিস্তারে।

এই সব কিছু নিয়ে আমাদের জীবন-চর্যা, নিরন্তর পাঠ-অনুশীলন। লিখি আরও একবার, যতখানি রোলাঁ বার্তের এই পাঠকৃতি, ততখানি আমাদের প্রত্যেকের। তাই তো পাঠ-পরম্পরা প্রসারিত হল এই নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণে।

লিখি আরও, এ জীবনের সত্য ও পাঠকৃতির সত্য যাঁর উদ্দীপক উপস্থিতিতে দ্বিরালাপে সম্পৃক্ত হচ্ছে, অহরহ, তিনি, স্বপ্না, এই সংস্করণের নির্মাণেও বহুস্বর যোগান দিয়েছেন। উল্লেখ থাকুক, পাঠ-সংশোধনে ছাত্রী রামী চক্রবর্তী এবং সহকর্মী তরুণ আর মিন্টুর অকুণ্ঠ সহযোগও।

হ্যাঁ, এই সব কিছু নিয়েই আমাদের জীবন-চর্যা, নিরন্তর পাঠ-অনুশীলন। বারবার শুধু নতুন সূচনা-বিন্দুর ঘোষণা। আর, এই প্রত্যয়ের অঙ্গীকার যে বার্ত ছিলেন, আছেন, থাকবেন আমাদের সব সীমানা-মুছে-নেওয়ার উদ্যমে ও দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার যুদ্ধে, পাঠ ও জীবনের পুনর্গঠনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

জীবনের পাঠকৃতি প্রাক্-ইতিহাস

কেউ কেউ মনে করেন সমকালীন পৃথিবীতে সাহিত্যিক মনের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন রোলাঁ গেরার্ড বার্ত। তিনি কেবল পাঠকৃতি বিশ্লেষণের ধারাকে আকরণবাদ থেকে আকরণোত্তরবাদী পর্যায়ে উন্নীত করেননি, পড়ার প্রক্রিয়াকেও মেধাবী অধ্যবসায় থেকে সানন্দ আবিষ্কারে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁর বহুমুখী উদ্যমের ফলশ্রুতিতে শুধু যে সাহিত্য-প্রতীতির নতুন পরিসর সূত্রায়িত হয়েছে, এমন নয়; সাহিত্য-পাঠকে তিনি বহুস্তর-বিন্যস্ত অভিযাত্রায় রূপান্তরিত করেছেন। পুরোনো ধ্যানধারণা থেকে তাঁর নব্যচিন্তা এতটাই আলাদা যে সাহিত্যের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সামর্থ্য সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত ভাবনা আমূল পাল্টে গেছে। তাঁর একক প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে ফ্রান্সে এবং সাধারণভাবে ইউরোপে সাহিত্য-সমালোচনা পুরোপুরি নতুন অবয়বে গড়ে উঠেছে। ক্রমশ ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হওয়ার ফলে তাঁর চিন্তার অভিঘাত এসে পৌঁছেছে ভারতীয় উপমহাদেশেও। তাই বাঙালি পাঠক আজ রোলাঁ বার্ত-এর চিন্তাবিশ্বের উৎসাহী অংশীদার। তাঁর ঐ চিন্তাবিশ্বের ক্রমবিকাশ অনুসরণ করে আমরা দেখি, তিনি নিজেকে কোনো ধরনের অনমনীয় তাত্ত্বিক পিঞ্জরে বন্দী করেননি। বরং এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে ক্রমাগত বিবর্তনের কথা যদি বিবেচনা করি, তাহলে তাঁকে তত্ত্ববিদদের মধ্যে আশ্চর্য ব্যতিক্রম বলেই গণ্য করতে হয়। নিজেরই অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থানকে বারবার পেরিয়ে গেছেন তিনি। তাই অনেক সময় মনে হয়, বার্ত আত্মবিকাশের যুক্তিশৃঙ্খলা ভেঙে অপ্রত্যাশিত দিকে তাঁর চিন্তার মোড় ফিরিয়েছেন। অন্যদের ক্ষেত্রে যা অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা বলে বিবেচিত হতে পারত, বার্তের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ তাঁর প্রতিটি বাঁক-ফেরা গভীর নান্দনিক দর্শনের দ্বারা সমর্থিত। নিজেরই তৈরি যুক্তি-শৃঙ্খলাকে অনবরত বিনির্মাণ করে গেছেন তিনি যাতে কোথাও রুদ্ধতার কোনো অবকাশ থাকতে না পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

তাঁর প্রতিটি বই পূর্ববর্তী বইয়ের তুলনায় নতুন দিগন্তের উন্মোচক। বার্ত যেন আমাদের বোঝাতে চান, পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীনতাই সৃষ্টিশীল, উৎসুক ও জাগ্রত মনের গোত্রলক্ষণ। অর্থাৎ সামঞ্জস্য সন্ধান সাধারণ প্রবণতা হিসেবে স্বীকৃত হলেও এ কেবল মাঝারিয়ানার বৈশিষ্ট্য। আসলে বার্ত যেমন চিন্তাবিশ্বের প্রাতিষ্ঠানিক ধরনকে ভেঙে ফেলতে চাইছিলেন, তেমনি আত্ম-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও নিরন্তর সংগ্রাম জারি ছিল তাঁর। তিনি চেয়েছিলেন চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন গতি, মনের নির্বাধ বিস্তার, বিভিন্ন প্রকল্পের পুনর্নবায়ন আর অন্তর্দৃষ্টির পুনর্জাগরণ। এই সব মিলিয়েই সম্ভবপর সাহিত্যিক পাঠকৃতির ভাষ্যান্তর। আমাদের মনে হয়, যে-কোনো ধরনের নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে আপন ভাবনাকে রুদ্ধ হতে দিতে রাজি ছিলেন না তিনি। তাঁর নিজের সম্পর্কে সাধারণ ভাবমূর্তি গড়ে উঠুক, এও তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল না। এই প্রবণতা চমৎকার ধরা পড়েছে 'Roland Barthes by Roland Barthes' (১৯৭৫) নামক অনন্য আত্মজীবনীমূলক বইতে। সেখানে লক্ষ করি, উত্তম পুরুষের বয়ান এড়িয়ে তিনি প্রথম পুরুষের বাচন ব্যবহার করেছেন। তার মানে, নিজেকে বার্ত দেখতে চাইছেন নিরপেক্ষ ও উদাসীন দূরত্ব থেকে, সব ধরনের আত্মমোহ ও জ্যোতির্বলয় তৈরির কৃৎকৌশল বর্জন করে। এ কেবল ব্যক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক দর্পণে প্রতিফলিত করার চেষ্টা মাত্র নয়, নিজেকে মনোযোগের কেন্দ্র থেকে পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা। তাঁর সম্পর্কে কোথাও রহস্যমেদুরতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিলেন না তিনি।

কবি-লিখিয়েদের পাওয়া যায় না তাঁদের জীবনচরিতে, আবার জীবনেই তাঁদের খুঁজে নিতে হয়। কেননা পাঠকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্তর্বয়নে অস্তিত্বের নানা অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি বিচিত্র কৌনিকতা ও দ্বিবাচনিকতায় প্রতিফলিত হয়ে থাকে। চিন্তাবিদদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য; জীবনও তাঁদের হয়ে-ওঠার সন্দর্ভ। অতএব রোলাঁ বার্তের জীবনকথা পর্যালোচনা করে তাঁর চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন গতির নেপথ্যভূমি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারব আমরা। রোলাঁ বার্তের জন্ম হয়েছিল শেরবুর্গ শহরে, ১৯১৫ সালের ১২ নভেম্বর। ফ্রান্সের উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ আবহ তাঁকে লালন করেছিল। তাঁর বাবা লুই বার্ত ছিলেন গ্যাস্কানি অঞ্চলের বাসিন্দা আর নৌবাহিনিতে তিনি কর্মরত ছিলেন। উত্তর সাগরে জার্মানদের বিরুদ্ধে জলযুদ্ধে ছেলের জন্মের পরের বছর, ২৬ অক্টোবর, তাঁর মৃত্যু হয়। শিশু রোলাঁর বয়স তখন এক বছরও পূর্ণ হয়নি। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

মা আঁরিয়েতা সে-সময় তেইশ বছরের তরুণী। রোলাঁর বাবা ছিলেন ক্যাথলিক কিন্তু মা প্রোটেস্টান্ট মতাবলম্বী। নিতান্ত শিশুকালে পিতৃহীন হওয়াতে তাঁর বৃত্তিহীন মাকে খুবই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। নিজের যথাপ্রাপ্ত অবস্থান সম্পর্কে পরবর্তী কালে যখনই ভেবেছেন বার্ত, স্ববিরোধিতা ও কূটাভাসের আকরণ এবং সেই আকরণ থেকে মুক্তি যুগপৎ অনিবার্য বলে বিবেচিত হয়েছে তাঁর কাছে। মাতৃকুল বা পিতৃকুল থেকে অর্জিত ও রূপান্তরিত উত্তরাধিকার সূক্ষ্মভাবে সক্রিয় থাকলেও তাঁর মধ্যে ক্রমশ গড়ে উঠেছিল উৎক্রান্তির দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। আজ যখন বার্তের পঁয়ষট্টি বছর ব্যাপী জীবন আমাদের কাছে পাঠকৃতি হিসেবে স্পষ্ট, কিছু কিছু প্রশ্ন মীমাংসার দিকে যেতে পারে। যেমন পরিবারের গুরুত্ব ব্যক্তির পক্ষে কতটা স্বীকার্য? কোনো ব্যক্তির সত্তাগত অভিজ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা কতদূর কার্যকরী? আরো একটি কথাও বিবেচ্য। পরিণত কৈশোরে যখন মানসিক প্রবণতাগুলি স্পষ্ট হতে শুরু করে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের সূচনা-মুহূর্ত বলে সে-সময়কে কি গ্রহণ করব? কিন্তু সচেতন মনোভঙ্গিকে ঘিরে থাকে যেসব অবচেতন প্রবণতার অদৃশ্য বলয়—তাদের সূত্র সন্ধানের জন্যে পারিবারিক জীবন-কথা পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। একে বলতে পারি ব্যক্তিত্বের প্রাক্-ইতিহাস।

একদিকে পিতৃসত্তার প্রকট অনুপস্থিতি আর অন্যদিকে মাতামহের অমোঘ উপস্থিতি—এই দুই-এর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে রোলাঁর শৈশব। তাঁর মাতামহ লুই গুস্তাভ বিঞ্জের আফ্রিকায় নৌবাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বছর তিনেক অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর অভিযাত্রার বিবরণ পরে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। আফ্রিকা সম্পর্কে তাঁর প্রবল ঔৎসুক্য ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার কথা কেউ কেউ বলেছেন। পরে তাঁকে আইভরি কোস্টের নবগঠিত উপনিবেশে রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয় (১৮৯৩-৯৬)। শিশু বার্ত তাঁর মাতামহের রোমাঞ্চকর অভিযাত্রার প্রতি একধরনের মুগ্ধতা পোষণ করতেন, তা আমরা পরে জেনেছি। বাবার অনুপস্থিতি তাঁর জীবনে খুব একটা লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। 'Roland Barthes by Roland Barthes' বইতে তিনি তাঁর স্কুলের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে ফরাসি ভাষা-শিক্ষক পাঠকক্ষের ব্ল্যাকবোর্ডে তাঁর ছাত্রদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন, সেইসব নাম লিখেছিলেন। রোলাঁ ছাড়া আর কারো বাবা যুদ্ধে মারা যাননি। এই তথ্য জানার পরেও তাঁর শিশুমনে গৌরববোধ জাগেনি; বরং অস্বস্তি হয়েছিল। তিনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

মন্তব্য করেছেন। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা মুছে ফেলার পরে —'nothing was left of this proclaimed mourning—except in real life, which proclaims nothing, which is always silent, the figure of a home socially adrift no father to kill, no family to hate, no milieu to reject great Oedipal frustration!' (১৯৭৫ ৪৫) অর্থাৎ বার্ত বলতে চান, বাবার অনুপস্থিতির ফলেই তাঁদের বাড়িতে কোনো অশান্তি, কলহ ও সংঘর্ষের বাতাবরণ তৈরি হয়নি।

লুইয়ের মৃত্যুর পরে আঁরিয়েতা শিশুপুত্রকে নিয়ে ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রান্তে বেয়োন শহরে চলে যান। সেখানে রোলাঁর পিতামহী বার্থা আর পিসি অ্যালিস থাকতেন। আঁরিয়েতা যে তাঁর মায়ের কাছে যাননি, এর কারণ, লুইয়ের সঙ্গে বিয়ের সময় থেকেই মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল না তাঁর। আসলে লুইয়ের আর্থিক প্রতিপত্তি ছিল না; কিন্তু আঁরিয়েতার মা নোয়েমি ছিলেন ধনী পরিবারের মেয়ে। স্বয়ং রোলাঁ নিজের শ্রেণি-উৎস 'বুর্জোয়া' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। যাই হোক, নানা কারণে আঁরিয়েতা ও রোলাঁর সঙ্গে নোয়েমির সম্পর্ক ক্রমশ আরো তিক্ত হয়ে পড়ে। বেয়োন শহরে পরিবেশও এমন ছিল যা শিশু রোলাঁর মনে তিক্ততা, অবসাদ ও একঘেয়েমির অনুভূতিকে আরো গভীর করে তোলে। মধ্যযুগে বন্দরশহর হিসেবে এর পরিচিতি থাকলেও উনিশ শতকের শেষে তা পুরোপুরি ক্ষয়ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। ছোট্ট শহরের বাসিন্দাদের মধ্যেও গতি ছিল না কোথাও। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কোনো পথ খোলা না থাকাতে সামাজিক জীবনে স্থবিরতা নির্বাধ হয়ে পড়ে। রেলপথে রাজধানী প্যারিস ছিল ১৫ ঘন্টার দূরত্বে স্বভাবত মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেয়োন শান্ত ও নিস্তরঙ্গ হ্রদে পরিণত হয়েছিল। বার্তের শিশুমনে পরিবেশের প্রভাব বহুমুখী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। পরিণত বয়সে শৈশবের কথা যখন স্মরণ করেছেন তিনি , কখনো তাঁর মনে হয়েছে 'Bayonne, Bayonne, the perfect city reverain, acerated with sonorous suburbs, yet immured, fictine Proust, Balzac, Plassans, Primordial imagehoard of childhood the province-as-spectacle, mystery as-odour, the bourgeoisie-as-discourse.' (তদেব ৬)। স্পষ্টত পরিণত বার্ত তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে তাঁর স্মৃতির শহরকে দেখেছেন। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এখানে অন্তত বেয়োনকে তিনি গতিহীন, ইন্দ্রিয়হীন, ভাষাহীন উপস্থিতি বলে মনে করেননি। শৈশবে আদুর ও নিভে নদীর সঙ্গমস্থলে, ছায়াময় গাছের সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

যেতে খুব ভালোবাসতেন। শৈশবের সেইসব অমলিন শান্ত মুহূর্ত তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। আবার এই একই বার্ত বলেছেন 'As a child I was often an intensely bored. Might boredom be my form of hysteria?' (তদেব ২৪) একটু আগে যেমন লিখেছি, স্নিগ্ধতা ও ক্লান্তি, উৎসাহ ও অবসাদ—এই দুই মিলিয়েই রোলাঁ বার্ত। পরিণত বয়সে তাঁর স্বভাবের এই পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা বারবার সামাজিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে পড়েছে।

আঁরিয়েতা ও রোলাঁ থাকতেন শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে দূরে, নতুন গড়ে-ওঠা এক পাড়ায়। এখানকার নির্মীয়মান বাড়িগুলি শিশুদের খেলাধুলোর কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। রোলাঁ যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন, তা ছিল সমৃদ্ধ মহল্লায়; ওখানে যেতে তাঁকে বেশ খানিকটা হাঁটতে হত। নদীতীরে আর বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শিশুর কল্পনা পাখা মেলে দিত। যখনই সুযোগ পেতেন, রোলাঁ বেশ খানিকটা সময় তাঁর ঠাকুমার বাড়িতে কাটাতেন। ঐ বাড়ির স্মৃতি তিনি ভোলেননি কখনো কারণ তাঁর পিসি, অ্যালিস, ছিলেন পিয়ানো-শিক্ষিকা। একের পর এক শিক্ষার্থীরা আসত, সুরের লহরে ঝঙ্কৃত হত ঘরদোর। পিসির কাছেই রোলাঁ পিয়ানোর প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। তিনি পরে লিখেছেন, ভালো ভাবে লেখা শেখার অনেক আগেই তিনি পিয়ানোয় ছোট ছোট গৎ বাজাতে শিখে গিয়েছিলেন। এতে আরো একবার প্রমাণিত হচ্ছে, শৈশবে ব্যক্তিত্বের আকরণ অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে আমরা এও জেনে নিই, শৈশব ও কৈশোরে তিনি মা-পিসি-ঠাকুমার স্নেহচ্ছায়ায় লালিত হননি কেবল, নারীবিশ্বের সতর্ক যত্ন অদৃশ্য বলয়ের মতো তাঁকে রক্ষা করেছে। ফলে পিতৃ-অভিভাবকত্ব তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র প্রাসঙ্গিক ছিল না। পরিণত জীবনে এর সূক্ষ্ম প্রভাব কার্যকরী হয়েছে নানাভাবে। এমনকী, অনেকে বলেন, ১৯৭৭সালের ২৫ অক্টোবর মায়ের মৃত্যু বার্তের বেঁচে থাকার ইচ্ছাও শুষে নিয়েছিল। দু'বছর চার মাস পরেই দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন, আর তার ঠিক এক মাস পরে, ১৯৮০ সালের ২৬ মার্চ মৃত্যু হল। কিন্তু একথায় আবার ফিরে আসব অধ্যায়ের শেষে। মূল কথা হলো, বার্তের জীবনকে যদি পাঠকৃতি হিসেবে ধরে নিই, দেখব, মাতৃগর্ভের নিশ্চিত নিরাপত্তায় যেন বারবার ফিরে গেছেন তিনি। বিচিত্র ও জটিল প্রতীকিতায় স্মৃতির শহর বেয়োনও তাঁর পক্ষে ছিল তেমনি নিরাপদ আশ্রয়। মহানগরী প্যারিসে কর্মজীবন অতিবাহিত করেও নিজেকে তিনি কখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

মহানগরের বাসিন্দা হিসেবে ভাবেননি। বৃষ্টি ও কুয়াশায় লীন মায়াবী আলো, পিরিনিজ পর্বতমালার পাদশৈলের আকর্ষণ এবং সেইসব পরিবেশের নিজস্ব উচ্চারণ যেন বার্তের বহুস্বরিক ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছিল।

দুই

১৯২৪ এর জুন মাসে বেয়োনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হলো। আঁরিয়েতা ছেলেকে নিয়ে প্যারিসে চলে এলেন। লুক্সেমবর্গ গার্ডেনস নামক উদ্যানের পেছনে লাইস মঁতেনে রোলাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হলো। ন'বছরের বালক নিক্ষিপ্ত হলেন মহানগরের আবর্তে। লাজুক ও নিঃসঙ্গ স্বভাব তাঁকে অন্য ছেলেদের তুলনায় খানিকটা আলাদা করে দিয়েছিল। এ সম্পর্কে বার্ত পরে নিজেই জানিয়েছেন, 'আমার শৈশব ও বয়ঃসন্ধিতে কোনো যথার্থ সামাজিক প্রেক্ষিত ছিল না। একমাত্র মায়ের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম আমি কেননা তাঁর সঙ্গেই ছিল আমার সংলগ্নতা। মা-ই ছিলেন আমার ঘর, আমার আশ্রয়। কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। তাই নিঃসঙ্গতা ছিল আমার ছেলেবেলার সঙ্গী'। উদারনৈতিক বুর্জোয়া পরিবারের সন্তান হলেও বাবার অকালমৃত্যুতে তাঁর শৈশব ছিল দারিদ্র্যক্লিষ্ট। এসময়কার অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ নিশ্চয়-ই আঁরিয়েতা মূলত অনুভব করেছেন; কিন্তু সংবেদনশীল রোলাঁর মনেও তার ছাপ পড়েছিল। তবে কোনো অভিজ্ঞতাই রৈখিক হয়নি কেননা বেয়োন থেকে প্যারিসে চলে আসার ফলে ছেদ ও ধারাবাহিকতার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র তৈরি হলো। কেবলমাত্র ভৌগোলিক পরিবর্তন তো নয়, বালক রোলাঁ বয়ঃসন্ধির দিকে এগিয়ে গেলেন স্মৃতির লাবণ্য ও শক্তি আপন সত্তায় শুষে নিয়ে। স্বর্গচ্যুতির বেদনা মর্মরিত হয়েছে তাঁর অবচেতনে; জীবনের পাঠকৃতি জুড়ে স্মৃতির অন্তঃসলিলা ধারা বয়ে যেতে যেতে শৈশবের স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে রেখেছে সর্বদা। কোলাহলের অন্ধবিন্দু থেকে নির্জন এককের অন্তর্দীপ্তিতে উত্তরণ এইজন্যে যেন তাঁর চিন্তাবিশ্বের সামগ্রিক পরাপাঠ হয়ে উঠেছে। ন'বছর বয়সে প্যারিসে প্রথম এলেন রোলাঁ, তা কিন্তু নয়। প্রতি বছর গরমের ছুটিতে ছেলেকে নিয়ে মা নোয়েমির কাছে আসতেন আঁরিয়েতা। রাতের ট্রেনে প্যারিসে আসতে-আসতে রোলাঁর শিশুমন হয়তো দুরধিগম্য রহস্যের হাতছানি অনুভব করত। বেয়োনের নিস্তরঙ্গ শান্তি থেকে মহানগরের কোলাহলমুখর জটিলতা যেন অন্তবিহীন পথ পাড়ি দেওয়ার মতোই। জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ভাষ্য আর পাঠকৃতির ভাষ্য স্বতশ্চল ভাবে নানা বিভঙ্গে অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হচ্ছিল; বার্ত সম্ভবত পরবর্তীকালে তারই তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে উৎস থেকে মোহনায় যাত্রার মধ্যে দর্শন ও নন্দনের পরিসর খুঁজে পেয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রোলাঁ প্যারিসের স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে রাষ্ট্র সরকারিভাবে তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে ১৯২৫ সালের ৩০ নভেম্বর। আগেই লিখেছি, আঁরিয়েতার সঙ্গে তাঁর মা নোয়েমির সম্পর্ক ভালো ছিল না। সুতরাং রোলাঁর ভালোমন্দ বিষয়ে দিদিমা-সুলভ আগ্রহ তাঁর থাকার কথা নয়। খ্রিস্টমাস, ইস্টার ও গরমের ছুটিতে মা ও ছেলে বেয়োনে বেড়াতে যেতেন। তাই শৈশবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেবল স্মৃতিবাহিত ছিল না; নাগরিক জীবনের উৎকেন্দ্রিকতাও তাঁকে আক্রমণ করতে পারেনি কখনো। লাইসি মঁতেনে ছ'বছর পড়াশোনা করেছেন রোলাঁ। ১৯৩০ সালে, চৌদ্দো বছর বয়সে, প্যারিসের প্রথম স্কুলের পাট চুকিয়ে, চার বছরের জন্য লাইসি লুইলা গ্রাঁদে দর্শনের পাঠ নেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর পারিবারিক গণ্ডিতে বেশ বড়ো ধরনের উলটপালট হয়ে গেছে। প্যারিসের পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে তাঁর মা আঁরিয়েতার সঙ্গে আঁদ্রে সালজেদো নামে এক ব্যক্তির সংসর্গের ফলে মিশেল নামে রোলাঁর সৎ ভাই-এর জন্ম হয়। এই বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানের জন্ম দিয়ে আঁরিয়েতা তাঁর মা নোয়েমি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। মেয়ে বা নাতিকে কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা তিনি দেননি। সম্ভবত এই ঘটনাকে বুর্জোয়া মূল্যবোধ অনুযায়ী নোয়েমি অনৈতিক বলে মনে করেছিলেন।

অথচ ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গেও লুই বিঞ্জেরের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং তিনি মঁশিয়ে রেভেলিন নামে এক দর্শনের শিক্ষককে বিয়ে করেছেন। শুধু তা-ই নয়, রোলাঁর বয়সি এক ছেলেরও জন্ম দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সামাজিক প্রতিপত্তি ও বিত্তের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক কারণে আঁরিয়েতার সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক তিনি রাখেননি। বিলাস বৈভবের মধ্যে নোয়েমি যখন কাল যাপন করছেন সেসময় দুই ছেলেকে নিয়ে আঁরিয়েতা বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধে নিহত বীরের বিধবা স্ত্রী হিসেবে সামান্য যা পেনশন পেতেন, তাতে জীবন নির্বাহ করা অসম্ভব ছিল বলে তিনি বই বাঁধাইয়ের কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বিপর্যয়ের জন্যে রোলাঁ দিদিমাকে দায়ী করেছিলেন এবং কোনোদিন তাঁকে ক্ষমা করতে পারেননি। দিদিমার বুর্জোয়া মূল্যবোধের প্রতি তিক্ততা ও বিরূপতা সহপাঠী বন্ধুদের কাছেও প্রকাশ হয়ে পড়ত। শুধু তা-ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

নয়, এই তিক্ততা সঞ্চারিত হয়েছিল সাধারণভাবে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেও। বয়ঃসন্ধির সেই দিনগুলিতে দারিদ্র্যের নিপীড়ন একদিকে যেমন তীব্র অভাববোধ প্রকট করে তুলেছিল, তেমনি অন্যদিকে লজ্জা ও হীনমন্যতা-বোধেরও কারণ হয়েছিল। দারিদ্র্যের সীমাহীন লাঞ্ছনা রোলাঁকে দরিদ্রবর্গের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তাবোধে সম্পৃক্ত করেছিল। এইজন্যে পরবর্তী পর্যায়ে রোলাঁ রাজনৈতিক চিন্তার দিক দিয়ে বামপন্থার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন।

কী প্রবল মনঃকষ্টের আবর্তে নিমজ্জিত ছিল তাঁর কৈশোর, তা অনুমান করা কঠিন নয়। লক্ষণীয় যে এতসব ঘটনার মধ্য দিয়েও রোলাঁ কিন্তু তাঁর মা বা সৎভাইয়ের প্রতি বিরূপ হননি কখনো। মায়ের প্রতি সহানুভূতিতে কখনো যে ঘাটতি দেখা দেয়নি, তার আরো একটি কারণ, কয়েক বছরের মধ্যে আঁদ্রে সালজেদোর সঙ্গে আঁরিয়েতার সম্পর্কের খুবই অবনতি হয়। এর ফলে বিবাহপ্রথা, নরনারীর সম্পর্ক, নৈতিকতা, মানবিকতা ইত্যাদি সম্বলিত জীবনের পাঠকৃতি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোন গড়ে ওঠে। মিশেলের জন্মের পরে আঁরিয়েতা আর কখনো বেয়োনে তাঁর শাশুড়ি ও ননদের সঙ্গে দেখা করেননি। স্পষ্টতই তখনকার মূল্যবোধ অনুযায়ী আঁরিয়েতার কার্যকলাপ তাঁদের কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ক্ষমার অযোগ্য মনে হয়েছিল। রোলাঁ অবশ্য ছুটি কাটাতে ঠাকুমা ও পিসির কাছে গেছেন। কৈশোর পেরোতে না-পেরোতে এইভাবে পারিবারিক ঝড়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন রোলাঁ। বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, নিকটজনদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ, মৃত্যু, পুনর্বিবাহ, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ও অস্বস্তিকর জন্মবৃত্তান্ত তাঁর কিশোর-মনে কী জটিল প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল, তা আজ অনুমান-সাপেক্ষ। আগেই লিখেছি, তাঁর জীবনে নিকট-আত্মীয় মহিলাদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে নাগরিক জীবনের অনিবার্য জটিল ফলশ্রুতি এবং অন্যদিকে শৈশবের নিবিড় স্মৃতি গ্রথিত বেয়োনের প্রতি আবেগ-সিঞ্চিত অনুরাগ—এই দুইয়ের মধ্যে তাঁর মন নিশ্চয় দোদুল্যমান ছিল।

বলা বাহুল্য, জীবনের এই পাঠ সামাজিক ও সাহিত্যিক পাঠকৃতি সম্পর্কিত ধারণা তৈরি করার ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান জুগিয়েছে। একটা সময় ছিল এমন, যখন তাঁর মায়ের হাতে বিদ্যালয়ের বইপত্র বা জুতো কেনার পয়সা দূরে থাকুক, খাবার কেনারও পয়সা থাকত না। উপযুক্ত পোশাক কেনার সঙ্গতি তাঁদের নেই অথচ রোলাঁর চোখের সামনে তাঁর দিদিমা বিলাসভরা জীবন যাপন করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

১৯৩৬-এ দাদু লুই বিঞ্জেরের মৃত্যু না-হওয়া পর্যন্ত কখনো কখনো ছুটির দিনে রোলাঁ ও মিশেল দাদামশাই-এর বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। ত্রিশের দশকের গোড়ায় দর্শনের পাঠ নেওয়ার সময়ই রোলাঁ বার্তের বৌদ্ধিক জীবনের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এখানেই সহপাঠী ফিলিপ রেবেইরোলের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। তখনো রোলাঁ অন্তর্মুখী, লাজুক, নিঃসঙ্গ ও নীরবতাপ্রিয় বলে তাঁর বন্ধুর কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন। জীবনযুদ্ধের প্রবলতা সত্ত্বেও ছাত্র হিসেবে রোলাঁর অগ্রগতি কিন্তু অব্যাহত ছিল। প্রতিবছরই তিনি পারদর্শিতার জন্যে পুরস্কৃত হয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৩২-এর মাঝামাঝি রোলাঁ গরমের ছুটি কাটাতে গিয়ে বন্ধুদের কাছে প্রচুর চিঠি লেখেন। এভাবে ৪৮ বছর ব্যাপী চিঠি লেখার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এসময় কবি স্টিফেন মালার্মে ও পল ভালেরির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন তিনি। পাশাপাশি পিসির কাছে পিয়ানো বাজানোর গভীর তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে প্রাথমিক পাঠ নিতে শুরু করেন।

যোলো বছর বয়সে বার্ত মনে-প্রাণে সমাজতন্ত্রী কিন্তু বেয়োন শহরে রাজনীতি আলোচনার মতো কোনো ব্যক্তি তিনি খুঁজে পাননি। তবে ঠাকুমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে তরুণ রোলাঁ বিপ্লব সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করতেন। এসময় রোলাঁর অধ্যয়নের পরিসর ক্রমাগত প্রসারিত হয়েছে। বিশেষভাবে তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন মার্সেল প্রুস্তের রচনাবলীর প্রতি। স্মৃতি ও আবেগের অন্তর্বয়নে দৈনন্দিন জীবনের অনুপুঙ্খ কীভাবে সাহিত্যিক প্রতিবেদনে নতুন তাৎপর্য এনে দিচ্ছে, তা তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিলেন। প্যারিসে ফিরে আসার পর সহপাঠী ফিলিপ রেবেইরোলের সঙ্গে তাঁর নিরন্তর দ্বিরালাপ চলতে থাকে। তাঁর মনীষার বিচ্ছুরণে ফিলিপ খুবই অভিভূত হতেন। রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা ছাড়াও তাঁরা দু'জনে বিখ্যাত একোল নর্মাল সুপিরিয়রে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বৌদ্ধিক আলোচনার পাশাপাশি রোলাঁ পিয়ানোর নতুন নতুন গৎ বাজাতেন। টাকার অভাবে সংগীত শিক্ষকের কাছে যেতে না পারলেও আপন প্রতিভায় নিজের ক্রমিক উন্নতির পথ তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন। বড়দিন আর ইস্টারের ছুটিতে বেয়োনে যখন যেতেন, পিসির কাছে নবার্জিত বিদ্যা ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ হত। এমন-এক ছুটি কাটাতে গিয়ে, ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে, বার্ত একটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেন। পরম উৎসাহে বয়নের সানুপুঙ্খ খসড়াও মনে-মনে তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি। প্রথম উপন্যাস লিখতে গিয়ে সাধারণত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

প্রত্যেক লেখক যা করেন, তিনিও তেমনি আত্মজৈবনিক উপাদানের ওপর নির্ভর করেছিলেন। বন্ধু ফিলিপের কাছে সবিস্তারে প্রস্তাবিত আখ্যানের কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্যারিসে ফিরে যাওয়ার পরে জুন মাসের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে গিয়ে উপন্যাস লেখার পরিকল্পনাকে হিমঘরে সরিয়ে রাখতে হলো। একদিকে ছিল পাঠ্যবিষয়ের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ এবং অন্যদিকে মায়ের কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগের প্রতি গভীর দায়বোধ। যাই হোক, তথ্যের জগৎ আর প্রতিবেদনের জগৎ কীভাবে অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়েও সমান্তরাল পরিসরের দ্যোতক - এবিষয়ে প্রাথমিক পাঠ তিনি নিয়েছিলেন তখন। ইতিমধ্যে ১৯৩০ সালে থিয়েটারের প্রতি রোলাঁর আকর্ষণের সূত্রপাত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রাক্-ইতিহাসে পরবর্তী জীবনের বহুমুখী দীপ্তি বিচ্ছুরণের সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। বন্ধু ফিলিপের সঙ্গে সাহিত্য-কবিতা-ধ্রুপদী সংগীত বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে নিজেকে ক্রমাগত শানিত করে নিচ্ছিলেন তিনি। নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে বন্ধুদের নিয়ে একটা আধা-আনুষ্ঠানিক গ্রুপও তৈরি করেছিলেন। আলোচ্য বিষয়সূচি নিয়ে মতভেদ থাকার জন্যে বন্ধুরা শুধুমাত্র সাহিত্য নিয়ে কথা বলতেন যদিও, তারুণ্যের সূচনালগ্নে রোলাঁর মনোবিশ্ব কেমন ছিল-এ সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা হয়ে যায়। ১৯৩৩-এর জুলাই মাসে কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি। এসময় কর্নেইল, রাসিন, সিসেরো সহ উনিশ শতকের চল্লিশ দশকের উপন্যাস, কবিতা ও নাটক তাঁকে অধ্যয়ন করতে হয়। পরীক্ষার পরে গরমের ছুটিতে ঠাকুমার কাছে বেয়োনে গেলেন রোলাঁ। এটাই তাঁর প্রথম সাহিত্য-উদ্যোগ। সক্রেটিসের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলির কথা লিখতে গিয়ে, খানিকটা কৌতুকে আর খানিকটা ইতিহাসের রৈখিকতায় হস্তক্ষেপ করার ভঙ্গিতে, রোলাঁ ইতিহাসের সন্দর্ভকে পাল্টে দিলেন। চল্লিশ বছর পরে ঐ কৈশোরক রচনার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি।

তিন

ইতিমধ্যে ইউরোপের ইতিহাসে দেখা গেছে অশনিসংকেত। ১৯৩৩-এর ৩০ জানুয়ারি হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলার হয়েছেন। মার্চে কমিউনিস্ট পার্টির বিলয় আর এপ্রিলে কুখ্যাত গেস্টাপোর অভ্যুত্থান। মে মাসে গোয়েরিং হিটলারকে একমাত্র আইন বলে ফতোয়া জারি করেছে। জুনে নাৎসিদের একমাত্র বৈধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

রাজনৈতিক দল হিসেবে ঘোষণা করা হলো। লক্ষণীয়, ঠিক তখন রোলাঁ স্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। এসব ঘটনার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রাক্-ইতিহাসে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আত্তীকৃত হয়েছে। জাঁ জরের আবেগস্পন্দিত রচনার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ তাঁর মনে আগেই সঞ্চারিত হয়েছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও বুর্জোয়া ধ্যানধারণার প্রতি ঘৃণা হিটলারের কার্যকলাপে আরো প্রবল হল। একবছর পরে ছোট্ট একটা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গ্রুপ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রোলাঁ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বুর্জোয়াবর্গের কপটতা সম্পর্কে তাঁর তিক্ততা এভাবে আরো দৃঢ়মূল হয়েছিল। ১৯৩৪-এর গোড়ায় ফ্রান্সে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে, রোলাঁ তাঁর নিজস্ব উপায়ে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার প্রতি দায়বদ্ধতা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। অবশ্য রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও তাঁর মূল আনুগত্য ছিল বিদ্যাচর্চার দিকেই। একোল নর্মাল সুপিরিয়রে ভর্তি হওয়ার জন্যে প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি খুব ভালোভাবেই নিচ্ছিলেন তিনি। ফরাসি, লাতিন ও গ্রিক ছিল প্রিয় বিষয়। বন্ধু ফিলিপের মতো তাঁরও লক্ষ্য ছিল অভিন্ন ভালভাবে শিক্ষাপর্ব শেষ করে শিক্ষকতার বৃত্তি নেওয়া। কিন্তু বয়ঃসন্ধির স্বপ্ন ও কল্পনায় নিষ্ঠুর নিয়তি হস্তক্ষেপ করল। জীবনের পাঠকৃতিতে রৈখিক ধারাবাহিকতা ও ক্রমিক উত্তরণ বজায় থাকল না। কোনো তাৎপর্যই সংঘর্ষ ছাড়া অর্জনীয় নয়—এই পরাপাঠ যেন স্পষ্ট হল তাতে।

১৯৩৪ এর ১০ মে বার্ত আক্রান্ত হলেন তখনকার মারাত্মক ব্যাধি, যক্ষারোগে। এই পীড়া তাঁর জীবন থেকে দশ বছর প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। 'প্রায়' লিখছি একারণে যে তাঁর অসামান্য জীবনের পাঠকৃতিতে পীড়া নিশ্ছিদ্রভাবে নেতিবাচক উপস্থিতি নয়। অসুখের ছায়ায় লীন সময়ের মধ্যে তিনি আত্মপরীক্ষার জটিল দর্পণ খুঁজে নিয়েছিলেন। কিন্তু পীড়া সংক্রমণের পর্বে ব্যক্তিসত্তার সংকট ও আশাভঙ্গের যন্ত্রণাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। বাঁ ফুসফুস মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হওয়াতে বার্তের কাশির সঙ্গে রক্ত আসছিল। অত্যন্ত কঠিন পীড়ার সহজ উপশম কিছু ছিল না। রোগীকে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের জন্যে বেয়োনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। মুলতুবি থাকল তাঁর পড়াশোনা, দর্শনের পাঠ নেওয়ার তীব্র আগ্রহ ও বন্ধুদের সাহচর্য। বার্ত অবশ্য জুলাইতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে খুব উৎকণ্ঠিত ছিলেন কিন্তু চিকিৎসকদের অনুমতি পাওয়া গেল না। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তিনি বালজাক সহ অন্য লেখকের বই পড়ছিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

এমনকী আরেকটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনাও করছিলেন কখনো-কখনো। কিন্তু দ্রুত নিরাময়ের সম্ভাবনা না-থাকাতে তাঁকে পার্বত্য অঞ্চলের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কেন্দ্রে পাঠানোর কথা ভাবা হলো। পীড়িত হওয়ার অব্যবহিত পরে বার্তের মনে পড়াশোনা সংক্রান্ত যে-উৎকণ্ঠা ছিল, তার বদলে ক্রমশ এবার মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন সূচিত হলো। নিজের কঠিন পীড়াকে অনিবার্য যথাপ্রাপ্ত স্থিতি হিসেবে মেনে নিলেন তিনি। অতি তুচ্ছ অনুষঙ্গ থেকেও তিনি আশ্বাস খুঁজতেন কিংবা ত্রস্ত হয়ে উঠতেন। তাঁর তাৎপর্যসন্ধানী মন জীবনের পাঠকৃতির এই বিন্যাসে বহির্বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের রূপক-অভিব্যক্তি খুঁজতে আরম্ভ করল। পীড়ার লক্ষণগুলিও যেন তাঁর কাছে প্রতীকী হয়ে উঠল। ব্যাধির সংক্রমণ ক্ষমতার নিরিখে সুস্থ অপরতার জগৎ এবং মৃত্যু দার্শনিক তাৎপর্যের আকর বলে গৃহীত হল।

প্যারিসে ফিরে গিয়ে নতুনভাবে লেখাপড়া শুরু করা এবং বন্ধুদের সাহচর্য লাভের তীব্র আগ্রহ সত্ত্বেও বার্তের স্বাস্থ্যে কোনো উন্নতি হচ্ছিল না। পিরিনিজ পার্বত্য অঞ্চলে বেদু নামের ছোট্ট গ্রামে তাঁকে পাঠানো হল। সেখানে তাঁর মা এইজন্যে বাড়ি ভাড়া নিলেন গ্রীষ্মে, কিছু কিছু পড়াশোনাও করলেন তিনি। ওই সময় বন্ধুদের কাছে চিঠিতে বার্ত তাঁদের চিঠি না পাওয়ার জন্যে ক্ষোভ দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর একটা ধারণা হচ্ছিল, মারাত্মক পীড়া তাঁকে বৃহত্তর জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন, বিস্মৃত ও নির্বাসিত করে রেখেছে। সেপ্টেম্বরে অবশ্য ফিলিপের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো এবং তিনি প্যারিসে এসে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষা দিলেন। এছাড়া দর্শনে সন্দর্ভ লেখার পরীক্ষাও হল। বিষয় ছিল 'বিশ্বাস, সংশয় ও নিশ্চয়তার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অথবা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় বিস্মৃতির তাৎপর্য'। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বন্ধুদের মতো তিনি প্যারিসে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারলেন না। তাঁকে অনিশ্চিত কালের জন্যে বেদুতে ফিরে যেতে হল। নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার দীর্ঘ হিমঋতু শুরু হল তাঁর। কিছুদিন পরেই বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার উৎসাহও ফুরিয়ে গেল, গভীর নৈরাশ্যের চোরাবালিতে তিনি ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকলেন। পাহাড়ি পথে বেরিয়ে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ জাগানোর চেষ্টা করলেও বেদু তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। বন্ধুদের চিঠির প্রতীক্ষা করতে-করতে দুটি নতুন উপন্যাস লেখার কথা ভেবেছেন তখন। অর্থাৎ বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ না থাকলেও তাঁর অন্তর্লোক ছিল প্রবলভাবে সক্রিয়। শৈশবের ক্লান্তি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

একঘেয়েমির বোধ নতুনভাবে ফিরে এল একসময়। ধীরে ধীরে সময় বয়ে যায়, বন্ধু রেবেইরোলের সাপ্তাহিক চিঠি আসে তৃষ্ণার্ত পথিকের কাছে সজল মেঘের মতো। ক্রিস্টমাসের ছুটিতে একঘেয়েমি কাটাতে ছোট্ট একটি নাটক লেখেন তিনি, যাতে গ্রিক সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন প্রকাশিত তেমনি লেখার মধ্য দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গ-কামনার উন্মুখতাও বিধৃত। কেননা এই ছোট্ট নাটকে ছেলেবেলার সমস্ত বন্ধুই কুশীলব। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে পিয়ানোতে নতুন সুর সৃষ্টি করে তিনি তা বন্ধু রেবেইরোলের নামে নিবেদন করেন। এভাবে ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থাতেও সৃষ্টির নানা মাধ্যমে তিনি জীবনের স্পর্শ অনুভব করার চেষ্টা করে গেছেন। অর্থাৎ বহুস্বরিক পাঠকৃতির প্রাথমিক পাঠ তিনি নিয়েছেন বিচিত্র কৌনিকতাযুক্ত জীবন থেকেই।

মাঝখানে কিছুদিন তিনি আইনের বইপত্রও সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু কয়েকদিন পরেই তাঁর উৎসাহ শেষ হয়ে যায়। বরং নতুনভাবে তিনি রাসিন ও আঁদ্রে জিদের বইপত্র পড়তে শুরু করেন। এসময় নীৎশে পাঠ করে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে নতুন ধরনের চিন্তা জাগে। এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদনও তিনি লেখেন কিন্তু এতে তাঁর বন্ধু রেবেইরোল খুব অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন কেননা তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে ধর্ম-বিশ্বাসী। এইসব সাহিত্যিক প্রয়াস সত্ত্বেও বার্তের বিষণ্ণতা ও অবসাদ ক্রমাগত বাড়তে থাকে যেহেতু তিনি কিছুতেই পীড়া উপশমের কোনো লক্ষণ খুঁজে পাননি। শয্যাশায়ী অবস্থায় নিঃসঙ্গ ক্লান্তিকর জীবনযাপন করছেন, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বইপত্র পড়তে পারছেন না, অথচ সে-সময় তাঁর বন্ধুরা উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলেছেন—এই চিন্তা তিনি সহ্য করতে পারেননি। মার্চ মাসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে মনে হয়েছিল, রোগ খানিকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বার্ত আশান্বিত হয়ে উঠলেন, পরবর্তী বসন্তে প্যারিসে ফিরে গিয়ে আবার লেখাপড়া শুরু করতে পারবেন। এসময় সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ যেমন নিবিড়তর হয়েছে তেমনি বিভিন্ন লেখকের দার্শনিক নির্যাস সম্পর্কে বিশ্লেষণী চিন্তাও অব্যাহত থেকেছে। ঐ গ্রীষ্মে মিমা নামে স্থানীয় তরুণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যৌবনের নিয়মে তিনি তার প্রেমে পড়েন কিন্তু ফ্যাসিবাদ সম্পর্কিত এক বিতর্ক সভায় মিমার পরিবারের সদস্যেরা শ্রোতাদের প্রতি উগ্র অসৌজন্য প্রকাশ করায় সপ্তাহকাল যেতে-না-যেতে মিমা-সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ হয়। ব্যক্তি রোলাঁ বার্তকে বোঝার জন্যে এই ছোট্ট ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ।

অক্টোবরে বেদু থেকে বেয়োন হয়ে প্যারিসে চলে এলেন বার্ত। সর্বোনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ার জন্য ভর্তিও হলেন। এখানে ১৯৩৯ পর্যন্ত তিনি কাটিয়েছেন। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ যথেষ্ট বেড়েছে তরুণদের মধ্যে। ১৯৩৪ সালে চরম দক্ষিণপন্থীদের অভ্যুত্থানে বিচলিত সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা একত্রিত হয়ে পপুলার ফ্রন্ট নামে বামপন্থী সংগঠন গড়ে তুলেছেন। মানবিক অধিকার রক্ষা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় ফ্রন্ট ছিল কৃতসংকল্প। ১৯৩৬-এর জানুয়ারি থেকে নানা ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যায়তনে যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ফ্রন্ট সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ সংগঠিত করে। পড়াশোনার প্রতি নিষ্ঠাবান হয়েও বার্ত সমান উৎসাহে এসব কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। পাশাপাশি জাক ভেইল নামে ইহুদি সহপাঠীর সাহায্যে সর্বোনে 'এনশিয়েন্ট থিয়েটার গ্রুপ' গড়ে তোলেন। এই উদ্যমের প্রভাব বার্তের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। বার্তের এই সহপাঠী পরে নাৎসি বাহিনি দ্বারা লাঞ্ছিত ও নিহত হন। এই থিয়েটার গ্রুপের জন্যে কাজ করতে গিয়ে বার্ত গ্রিক ট্র্যাজেডি ও লাতিন কমেডির নিবিড়তর অনুশীলন করার সুযোগ পান। ১৯৩৬ সালের ৪ মে সর্বোনে মঞ্চস্থ হল এস্কিলাসের 'দি পার্শে', আর, ঐ দিনই পপুলার ফ্রন্ট ভোটে জয়লাভ করে ক্ষমতা দখল করে। নাটকের পাঠকৃতি আর রাজনৈতিক বাস্তবের পাঠকৃতি যেন একটি অভিন্ন উপলব্ধির সমান্তরাল অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছিল। ঐ নাটকে স্বয়ং বার্ত রাজা দারিয়সের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, বার্তের মৃত্যুর পরে এনশিয়েন্ট থিয়েটার গ্রুপ সরকারি অনুমোদন লাভ করে। ১৯৮৭ সালের ১৫ অক্টোবর সেই 'দি পার্শে' সর্বোনের বিশাল মঞ্চে অভিনীতও হয়েছে। যাই হোক, ১৯৩৬ সালে বার্ত লেখাপড়ার তুলনায় নাট্যজগতের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। ঐবছর বন্ধু ফিলিপ একোল নর্মালে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। বন্ধুর ভাগ্যে খুশি হলেও নিজের দৈব-বিড়ম্বনার কথা ভেবে বার্ত খুব বিষণ্ন হয়ে পড়েন। মারাত্মক পীড়া তাঁর স্বপ্নভঙ্গের কারণ না-হলে তিনিও জীবনের প্রতিবেদনকে প্রত্যাশা-অনুযায়ী গড়ে নিতে পারতেন—এটা তিনি ভুলতে পারেননি। এবছর গ্রীষ্মের ছুটিতে বেয়োনে পিসির কাছে যথারীতি পিয়ানো বাজানো অভ্যাস করেছেন। মানসিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে বাখ, শুম্যান, শুবার্টের ধ্রুপদী সংগীত তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। জীবনের পরবর্তী পর্যায়েও সুখে-দুঃখে সংগীত তাঁর অস্তিত্বের সামগ্রিক পাঠকৃতির অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছিল।

সেপ্টেম্বর প্যারিসে ফিরে আসার পরে বার্ত খবর পেলেন, তাঁর দাদামশায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

লুই বিঞ্জের মৃত্যুশয্যায়। কয়েক সপ্তাহ পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান শুরু হওয়ার আগে কয়েকদিনের জন্যে বার্ত বেয়োনে গিয়েছিলেন। এই তথ্যসূত্রটি একারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সময় থেকেই মানসিক অবসাদ তাঁর স্বভাবের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে পড়ে। একোলে নর্মালে পড়ার সুযোগ না পাওয়া, যক্ষার মতো দীর্ঘস্থায়ী পীড়ার আক্রমণ, অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ার শঙ্কা, আত্মবিশ্বাস আহত হওয়া, অভিযাত্রী দাদামশায়ের মৃত্যু, চিরসঙ্গী দারিদ্র্য ও শৈশব-কৈশোরের লাঞ্ছনার স্মৃতি—এইসব কিছুর সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া হিসেবে এসেছিল প্রাগুক্ত অবসাদ ও অতৃপ্তির বোধ। যাই হোক, সংক্রামক ব্যাধি একদিক দিয়ে তাঁর পক্ষে শাপে বর হয়েছিল; কারণ, সৈন্যবাহিনিতে তাঁকে যোগ দিতে হয়নি। ১৯৩৭-এ তিনি ছাত্রদের একটি কার্যক্রমে হাঙ্গেরিতে যান। সেবার বুদাপেস্টের রাজপথে দু'জন সমকামী ব্যক্তির প্রদর্শনাত্মক ব্যবহার লক্ষ করে তিনি কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়েন। পথচলতি এই দৃশ্য দেখার প্রতিক্রিয়া তাঁর পক্ষে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

তিনমাস বিদেশে কাটিয়ে প্যারিসে আবার যখন লেখাপড়া শুরু করলেন, ততদিনে ইউরোপের পরিবেশে আসন্ন মহাযুদ্ধের প্রাথমিক সংকেতগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যপাঠ এবং অন্যদিকে নাট্যদলের জন্যে কাজ—এই দুইয়ের মধ্যে ব্যাপৃত থেকেও ইতিহাসের ডমরুধ্বনি তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। ইতিহাসের সন্দর্ভে যখন বিপুল পালাবদলের সূচনা হয়, তখন সন্ধিলগ্নের সমাজে সাহিত্য ও সংস্কৃতির শান্ত ধারাবাহিকতা ধ্বস্ত হয়ে যায়। স্বভাবত ব্যক্তির জীবনও সেই উথাল-পাথালের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়ে। এসময় পুরনো পাঠকৃতিও সময়ের কণ্ঠস্বর অনুযায়ী পুনঃপঠিত ও পুনর্বিশ্লেষিত হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক জীবনের গ্রন্থিলতা ও সংকটের ছায়ায় পাঠপ্রক্রিয়াও হয়ে ওঠে নতুন তাৎপর্য ও অন্তঃসারের সন্ধানী। পৃথিবী যখন হিটলার ও মুসোলিনীর মদমত্ত প্রতাপের ছায়ায় আবিল, ভিক্টর উগোর 'লা লিজেণ্ড দ্য সিলে'র পাঠকৃতিতে ছায়াময়, হিংস্র, অন্ধকার জগতের বাসিন্দাদের উপস্থাপনায় বার্ত সমকালীন যুদ্ধলোলুপ ইউরোপের বীভৎসতাই প্রত্যক্ষ করেছেন। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দীর্ঘ অমারাত্রি তখন আসন্নপ্রায়। একদিকে ইতিহাসের সামূহিক বাচনে ব্যক্তির একক বাচন প্রতিফলিত হতে দেখছিলেন বার্ত, অন্যদিকে লক্ষ করছিলেন সাহিত্যের পাঠকৃতি ও জীবনের প্রতিবেদনের অসামান্য যুগলবন্দি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

১৯৩৮ এর জুলাই মাসে বার্ত এনশিয়েন্ট থিয়েটার গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে গ্রিসে গেলেন। এথেন্স ও অ্যাক্রপলিস সহ স্মৃতি ও কিংবদন্তি বিজড়িত বহুস্থানে তাঁরা গিয়েছিলেন। গ্রিক নাটকের পরিবেশ, আখ্যান ও কুশীলবেরা যেন পুনর্জীবিত হয়ে উঠল। জীবনের অনুষঙ্গময় বাস্তব কীভাবে পাঠকৃতিতে সৃষ্টিশীলভাবে পুনর্নির্মিত হয়ে থাকে, এই উপলব্ধিতে পৌঁছানোর জন্য গ্রিস-ভ্রমণ নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছিল। ইতালির মিলান ও রোম হয়ে প্যারিসে ফিরে এলেন বার্ত। এই প্রত্যাবর্তন যেন স্বপ্ন ও কল্পনার সমান্তরাল অধিজগৎ থেকে কঠোর বাস্তবের ভূমিতে ফিরে আসা। অতীত সৌন্দর্যের মায়ালোকে চকিত ভ্রমণ সম্ভব, কিন্তু তা বড়ো স্বল্পস্থায়ী। একদিকে ইউরোপের শিল্পসাহিত্যনন্দনদর্শনের গৌরবময় অতীতকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল সেপ্টেম্বরে মিউনিখ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে, অন্যদিকে যেন বা জীবনের বিচিত্র কৌতুকে ঐ একই মাসে বার্ত আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাধ্যতামূলক ছুটির আলস্য ও পার্বত্য পরিবেশ নিঃশব্দে তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলছিল স্মৃতির বিষাদ। সেদিন বার্ত হয়তো তাঁর জীবনের পাঠকৃতিতে ইতিহাসের পরাসন্দর্ভ মিশে যাওয়ার তাৎপর্য বুঝতে পারেননি; কিন্তু আজ আমাদের কাছে এই দুইয়ের অন্বয়-সূত্র স্পষ্ট। কয়েক সপ্তাহ পরে সর্বোনে ফিরে এসে বার্ত আবার বিদ্যাচর্চায় মনোযোগী হলেন। কয়েকমাস যেতে-না-যেতে মিউনিখ চুক্তি ভঙ্গ করে ১৯৩৯ এর মার্চে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করল। আর এপ্রিলে আলবেনিয়া মুসোলিনীর দ্বারা আক্রান্ত হল।

মহাদুর্যোগের ঘনঘটা যখন আসন্ন-প্রায়, জুনে বার্ত তাঁর ডিগ্রি লাভের পথে চতুর্থ পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। গ্রিস, লাতিন, ফরাসি সাহিত্য ও দর্শনের ইতিহাসে কৃতবিদ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে যদিও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জন্যে যোগ্য করে তুললেন, শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্যে ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছিল আবশ্যিক। কিন্তু ইতিহাস বাদ সাধল। আগস্ট মাসে স্বাক্ষরিত হল হিটলার ও স্ট্যালিনের অনাক্রমণ চুক্তি। এই চুক্তি ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠার দুর্মর আশায় অনেকে আবার এ ঘটনাকে মেনেও নিলেন। কিন্তু ১ সেপ্টেম্বর জার্মানবাহিনি পোল্যান্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে নিষ্ঠুর আঘাতে স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরে রোলাঁ বার্তের ব্যক্তি-জীবনের পাঠকৃতিও নিক্ষিপ্ত হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

সময়ের প্রলয়ঙ্কর আবর্তে। যক্ষারোগে আক্রান্ত বার্তকে সৈন্যবাহিনি সংশ্লিষ্ট কাজের পক্ষে স্থায়ীভাবে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হল। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-শিক্ষকের পদে নিযুক্তির জন্যে দরখাস্ত দিলেন। যেহেতু শিক্ষকতার পক্ষে প্রয়োজনীয় ডিগ্রি তাঁর ছিল না, তাঁকে অস্থায়ীভাবে কম বেতনের কাজে নিযুক্তি দেওয়া হল। বেয়োনের অদূরবর্তী বিয়ারিৎস নামক স্থানে ছিল তাঁর স্কুল। এতে বৃদ্ধা ঠাকুমা ও পিসির কাছে থাকার সুযোগ তাঁর ঘটল। এই অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে আঁরিয়েতা ছেলেকে একা যেতে দেননি। মিশেলকে নিয়ে তিনিও চলে এলেন রোলাঁর কাছে আর নিজে মিলিটারি হাসপাতালে একটি কাজ জোগাড় করে নিলেন।

যুদ্ধকালীন সংকটের ছায়া থেকে দূরে থাকার ফলে বার্ত মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকতার কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সহকর্মীদের অসহনীয় মাঝারিয়ানা এবং আন্তরিকতাহীন নিয়মতান্ত্রিকতা তাঁকে খুব ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। নিজের চেতনার উত্তাপে ছাত্রদের তিনি অনুপ্রাণিত করতে চাইতেন। তারুণ্যের উৎসাহে সে-সময় শিক্ষকতাকে তিনি আদর্শ কৃত্য বলে ভেবেছেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল এই মাঝারি মাপের বুদ্ধি-চেতনা-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর এই পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত নয়। শান্ত নিসর্গের পরিবেশে 'প্রেম, সংগীত ও মৃত্যু' সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখার কথা তিনি ভেবেছেন। কিন্তু তাঁর সংবেদনশীল মনে ইউরোপের যুদ্ধ-পরিস্থিতি নিঃশব্দে এমন অভিঘাত তৈরি করছিল যে এই লেখাটি তিনি কিছুতেই এগিয়ে নিতে পারেননি। যাই হোক, বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এল গ্রেকোর একটি ছবির নিবিড় পাঠ সম্পর্কিত প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু স্কুলের পাঠবর্ষ শেষ হতে-না-হতে ১৯৪০ এর জুন মাসে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘোর অন্ধকার নেমে এল। পরাজিত ফ্রান্স জার্মান হানাদার বাহিনির কাছে আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে জুলাইতে ইতিহাসের এক কলঙ্কিত পর্যায়ের সূচনা হলো। মা ও ভাইকে নিয়ে রোলাঁ ফিরে এলেন প্যারিসে কিন্তু শিক্ষকতার কাজ তিনি পেলেন না। লাইসি ভোলতেয়ার ও লাইসি কার্নো নামক দুটি স্কুলে তিনি অশিক্ষক কর্মচারী হিসেবে নিযুক্তি পেলেন।

এই প্রতিকূল পরিবেশেও একদিকে ভাষাতত্ত্ব ও অন্যদিকে গ্রিক ট্র্যাজেডি নিয়ে রোলাঁ স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্যে পড়াশোনা শুরু করলেন। এই অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যেও বন্ধু মিশেল দেলাক্রোয়ার সঙ্গে তিনি অনন্যমনা হয়ে কণ্ঠসংগীতে পাঠ নিতে শুরু করেন। কিন্তু কঠিন পীড়া এতেও বাদ সাধল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ইতিমধ্যে ফিলিপ রেবেইরোল জার্মান বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছেন এবং একসময় সুযোগ বুঝে পালিয়েও এসেছেন। লিয়ঁ শহরে নতুন করে লেখাপড়া শুরু করেছেন তিনি। জার্মান হানাদারদের নিয়ম অনুযায়ী পোস্টকার্ডে চিঠি লেখাও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তখন। সুতরাং বার্ত যে নিজস্ব অভ্যাস অনুযায়ী চিঠির সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করবেন, তারও কোনো উপায় রইল না। বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা তাঁকে আবার নতুনভাবে বিদ্ধ করতে লাগল। এভাবে ইতিহাস বারবার হস্তক্ষেপ করেছে তাঁর জীবনের পাঠকৃতিতে। হানাদারদের আগ্রাসী প্রতাপে ব্যক্তি-অস্তিত্বের স্বাধীনতা চূর্ণ হতে দেখেছেন তিনি। নিজেকে লেখাপড়ার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা ভুলতে চেয়েছেন। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করেও ভাষাতত্ত্বের দুরূহ পাঠক্রম অনধিগম্য রয়ে গেল। জুনে ডিগ্রি পরীক্ষা এবং অক্টোবরে ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেওয়ার কথা ভাবলেন তিনি।

চার

কিন্তু এবার জীবনের ঘটনাপ্রবাহ বৈরি হয়ে উঠল। ঠিক যেদিন তাঁর পরীক্ষা দেওয়ার কথা, ঠাকুমার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সেদিনই বেয়োনে যেতে হলো তাঁকে। নিঃসঙ্গ পিসির কাছে পুরো গ্রীষ্মকাল থাকলেন বার্ত; আর, সঙ্গে-সঙ্গে পরীক্ষার প্রস্তুতিও চলতে থাকল। ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বরের শেষে লিয়ঁ শহরে ফিলিপ মুলতুবি পরীক্ষা দিয়ে সহজে উত্তীর্ণ হলেন; মৌখিক পরীক্ষার জন্যে শুরু হলো তাঁর প্রস্তুতি। এই খবর পেয়ে বার্তের নৈরাশ্য ও অবসাদ প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু প্রকৃত দুর্দৈব হয়ে নেমে এল যক্ষার দ্বিতীয় ও আরো মারাত্মক পর্যায়ের আক্রমণ। পারিবারিক চিকিৎসকের বিধান অনুযায়ী শল্যচিকিৎসা করেও বিশেষ সুফল হলো না। নভেম্বরে বন্ধু রেবেইরোল যখন ঈপ্সিত সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছাচ্ছেন, বার্ত সে-সময় শয্যাশায়ী। সঁৎ-ইলেয়ার-দু-তোভে-র ছাত্রদের জন্যে নির্দিষ্ট স্যানেটোরিয়ামে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার জন্যে তিনি যে-দরখাস্ত দিলেন, তার জবাব এল ১৯৪২ এর জানুয়ারিতে। ব্যক্তিত্বের ইতিহাসে নতুন পর্যায়ের সূচনামুহূর্তে, পুনরাবৃত্ত প্রবণতা অনুযায়ী, তাঁর জীবনে সমান্তরাল অপরতার বয়ন স্পষ্ট হয়ে উঠল আরো একবার। কেননা ঠিক ঐ সময় ফিলিপ রেবেইরোল যাচ্ছেন লিয়ঁ থেকে বার্সেলোনায়, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জ্যোতির্বলয় গড়ে তোলার জন্যে। ফরাসি শিক্ষক হিসেবে তাঁর জীবিকা তখন নিশ্চিত। আর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

জীবনের নির্মম বিপ্রতীপতায়, বিপুল সম্ভাবনা ও স্বপ্ন সত্ত্বেও, রোলাঁ বার্ত যাচ্ছেন অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে। স্বাস্থ্যনিবাস তাঁর পক্ষে প্রত্যাবর্তনহীন কৃষ্ণবিবর হয়ে উঠবে কিনা, নিঃসঙ্গতা-নৈরাশ্য-অবসাদের প্রবল কুয়াশা তাঁকে গ্রাস করবে কিনা—অন্তত সে-সময় তা স্পষ্ট ছিল না। এ যেন মুক্ত পরিসর থেকে রুদ্ধতার দিতে বিপরীত যাত্রা; তাই জীবনের পাঠকৃতি তখন ধূসর ও পারাপারহীন মরুভূমির প্রতিকল্প।

সঁৎ-ইলেয়ার-দ্যু-তোভের ছাত্রদের জন্যে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যনিবাসটির একদিকে ছিল বেলেডোনা আর অন্যদিকে গ্রাদ শার্তু এই দুই পর্বতমালা। দুইয়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা জুড়ে ছিল শস্যক্ষেত্র আর বর্ণময় গাছের সমারোহ। কিন্তু এই নয়নাভিরাম দৃশ্যপটও বার্তের প্রবল বিষাদ ও অবসাদ কাটাতে পারেনি। কেননা পীড়ার আক্রমণে তখন তিনি পুরোপুরি শয্যাশায়ী। অদূরবর্তী পর্বতে আশ্রিত মেঘমালার মতো তাঁর অনুভূতি জুড়ে কেবলই ছায়া ও অন্ধকার। জীবন তখন স্তব্ধ, মন্থর ও সহ্যাতীত যন্ত্রণামাত্র। তখনকার দিনের চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুযায়ী খুব কষ্টদায়ক শল্যচিকিৎসার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। নৈঃশব্দ্য ও বিশ্রাম ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। পরে বার্ত নিজেই জানিয়েছেন, 'তখন যক্ষা সত্যিই আমার জীবন যাপনের প্রকরণ হয়ে উঠেছিল, এমনও বলা যায়, তা যেন খানিকটা স্বেচ্ছা-নির্বাচিতও।' সর্বতোভাবে তিনি সে-সময় ব্যাধিসৃষ্ট কৃষ্ণবিবরে বাস করছেন। শারীরিক অনুষঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না তখন। ত্রাসের আবহে সমাজবিচ্ছিন্ন যক্ষারোগী হিসেবে বিশেষ ধরনের বিশ্ববীক্ষার আশ্রয়ে বার্ত যেন মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুললেন। এর আগে বেদুতে থাকার সময় বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন সম্পর্কে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল। সঁৎ-ইলোয়ারে এক বছর কেটে যাওয়ার পরে বার্ত সচেতনভাবে মন থেকে অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞান মুছে ফেলতে চাইলেন। স্মৃতিহীন নিরালোকে তাঁর শৈশব, বেয়োন ও প্যারিসে অতিবাহিত কৈশোর, প্রথম যৌবনের স্বপ্ন ও আশা, মা ও বন্ধুরা—সব কিছু যেন হারিয়ে গেল। অতীতের উপর সযত্নরচিত কালো যবনিকা টেনে দিয়ে কেবলমাত্র বর্তমানে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে চাইলেন তিনি। ধীরে ধীরে সময় যত এগিয়ে গেল, বাধ্যতামূলক অবকাশ থেকে যতটুকু সম্ভব তাৎপর্য নিঙড়ে নেওয়ার কথা ভাবলেন।

সঁৎ-ইলেয়ারের রোগীরা যেহেতু সবাই ছাত্র, রোগের কিছুটা উপশম হওয়ার পরে তাদের লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহিত করা হত। গ্রেনোরল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

শিক্ষকেরা নিয়মিত ভাবে এসে তাদের পাঠ দিতেন এবং চিকিৎসকেরাও তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন, যাতে, পীড়াক্লিষ্ট ছাত্রদের নৈতিক শক্তি অটুট থাকে। এইজন্যে যে-কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে খুব উৎসাহিত করা হত। বস্তুত সঁৎ-ইলেয়ারের 'দি প্যাডেল' নামে নিজস্ব নাট্যগোষ্ঠী ছিল এবং স্বাস্থ্যনিবাসের ছাত্র সংসদ 'Existences' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতেন। এছাড়া ছিল চমৎকার একটি গ্রন্থাগার আর গানের দল। সুতরাং ভয় ও বিষণ্ণতার দীর্ঘ হিমঋতু তাঁকে ঘিরে থাকলেও একবছর যেতে-না-যেতে স্বাস্থ্যনিবাসের উজ্জ্বল দিকগুলি নজরে পড়ল তাঁর। জীবনের দুর্বলতার ক্ষেত্রকে কীভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হয় আর অন্ধবিন্দুগুলিকে অন্তর্দৃষ্টির উৎসে পরিণত করা যায়—এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ জীবন থেকে এভাবেই নিয়েছিলেন বার্ত। অন্ধকার যখন প্রবলতম, তখনই উদ্ভাসনের নতুন পরম্পরা তৈরি করার প্রেরণা তিনি লাভ করলেন জীবনের আপাত-রুদ্ধ পরিসর থেকেই। অতীতকে যতই মুছে ফেলার চেষ্টা করুন না কেন তিনি, মানবিক উত্তাপ যে হারিয়ে যায় না কখনো—এই সত্য সম্ভবত নতুনভাবে স্পষ্ট হল তাঁর কাছে। যখন বার্সেলোনা থেকে দৈনন্দিন প্রয়োজনের ছোটখাটো কিছু জিনিষ নিয়ে প্রিয় বন্ধু রেবেইরোল তাঁকে দেখতে স্বাস্থ্য-নিবাসে এলেন, বার্ত বুঝতে পারলেন প্রকৃত বন্ধুত্বের উষ্ণতা বিপর্যয়েও অটুট থাকে।

সঁৎ-ইলেয়ারের জীবন অবশ্য বার্তের পক্ষে ঠিক একরৈখিক ছিল না। কখনো কখনো প্রবল উৎসাহে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে মনোযোগী হয়ে উঠতেন, আর কখনো নৈরাশ্যের কুয়াশায় ও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় হারিয়ে যেতেন। শারীরিক অবস্থাও সর্বদা একরকম থাকত না। পীড়ার সংক্রমণ প্রবল হয়ে উঠলে স্বাস্থ্যনিবাসকে বন্দিশালা মনে হত তাঁর।

এই পরিবেশেই নিজস্ব লেখাপড়া তবু তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সার্ত্র ও কাম্যুর প্রতি আকর্ষণের জন্যে তাঁকে সেখানে একজন আভাঁগার্দ বুদ্ধিজীবী মনে করা হত। একসময় শার্ল বোদলেয়ার, ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতা সম্পর্কেও তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। 'Existences' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছে—গ্রিস ভ্রমণের বৃত্তান্ত। আঁদ্রে জিদের দিনলিপি সংক্রান্ত বিশ্লেষণ এবং কাম্যুর 'The outsider' উপন্যাসের পর্যালোচনা। এসময় তাঁর রচনাশৈলী গ্রন্থিল ও দুরান্বয়ী; এইজন্যে সাধারণভাবে তাঁকে দুর্বোধ্য লেখক বলে মনে করা হত। পরবর্তী কালে বার্ত-বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, 'কাম্যু-সম্পর্কিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

রচনাটি আসলে 'writing degree zero' এর প্রাথমিক খসড়া হিসেবে গণ্য। 'বর্ণহীন লিখন' সম্পর্কিত বার্তের বিখ্যাত ধারণার প্রাথমিক স্ফুরনও হয়েছিল ঐ রচনায়। এমনকী গ্রিস ভ্রমণের বিবরণে যে-ধরনের রচনাশৈলী তিনি ব্যবহার করেছেন, তা পরবর্তীকালে তাঁর 'Michelet' ও 'Roland Barthes by Roland Barthes' বইতে দেখা গেছে। এতে আমরা লক্ষ করি, কোনো পাঠকৃতি রচনার প্রথম পদক্ষেপগুলি বার্তের কাছে খুব প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত তাঁর কাছে সূচনাবিন্দুগুলি নিবিড়তায় সম্পৃক্ত। আখ্যানের উপযোগী শৈলীগত ধারাবাহিকতার বদলে তিনি সংক্ষিপ্ত প্রাকরণিক বিন্যাসের গ্রন্থনায় বেশি মনোযোগী, কেননা তাঁর বিশ্বাস, প্রতিটি মুহূর্তই পৃথক বৈশিষ্ট্যযুক্ত ও অনন্য। আর, এইজন্যে, এমন রচনাশৈলী প্রয়োজন যাতে স্বাধীন মুহূর্তগুলির অনন্যতা যথাযথ ভাবে উদ্ভাসিত হতে পারে আবার মুহূর্ত-সমবায়ও দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। এভাবে সঁৎ-ইলেয়ারের আপাত-রুদ্ধ পরিসরও বার্তের জীবনে বিস্মৃতিযোগ্য অধ্যায় নয়, বরং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতার বীজ রোপিত হয়েছিল পীড়াক্লিষ্ট অন্ধকারের বলয়ে।

স্বাস্থ্য-নিবাসের গ্রন্থাগারেই সার্ত্রের বইগুলি নিবিষ্টভাবে পড়ার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। তবে ঐ পর্যায়ে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় লেখক ছিলেন জুলে মিশেলে। মিশেলের নিবিড় পাঠের ফলশ্রুতি হিসেবে প্রচুর খসড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এসময় গ্রন্থাগার পরিচালনায় যথেষ্ট সাংগঠনিক দক্ষতার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। ছাত্রদের মধ্যে পঠিত বই নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের ব্যবস্থাও করা হত। বিশ্বসাহিত্যের নানা দিক নিয়ে পর্যালোচনায় বার্ত অংশ নিতেন। কিন্তু যখনই রোগের সংক্রমণ বেড়ে যেত, স্বাস্থ্য-নিবাসের পরিবেশ ও চিকিৎসা-পদ্ধতি সহ সব কিছু সম্পর্কে তাঁর মনে তিক্ত সংশয় আবার দেখা দিত। এসময় সংগীত, বন্ধুত্ব, স্মৃতি—সব কিছু সম্পর্কেই তিনি অত্যন্ত বেশি মাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিলেন। তখন সঞ্চালকের স্ত্রীর সঙ্গে বার্তের গোপন সম্পর্কের সম্ভাবনা নিয়ে কিছু গুজব উঠেছিল। কিন্তু সেসময়কার অন্য রোগীদের কাছে বার্তের সমকামী প্রবণতা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা গেছে। মোট কথা, সঁৎ-ইলেয়ারে থাকার সময় জটিল মানসিক অবস্থা তৈরি হয়েছিল তাঁর। পঁয়ত্রিশ বছর পরে রচিত 'A lover's discourse' বইতে ঐ মানসিকতার কিছু প্রমাণ মেলে। তখন কখনো প্রটেস্টান্ট ধর্ম নিয়েও চিন্তা করেছেন তিনি। বিশেষভাবে অহংকারকে বার্ত এক ধরনের বিষ বলে ভেবেছেন কেননা তা প্রেমের অনুভূতির পক্ষে সবচেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বড়ো প্রতিবন্ধক। ভালোবাসা বার্তের কাছে ছিল খাদ্যের মতোই আবশ্যিক। অবশ্য তা নারীপ্রেম নয়; বন্ধু রেবেইরোলের কাছে তিনি স্বীকার করেছিলেন, বিশেষভাবে তরুণদের কাছেই তিনি ঐ ভালোবাসার প্রতিদান আশা করেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, ভালোবাসার অভাব ঘটলে তিনি নষ্ট ও ধ্বস্ত হয়ে যাবেন। লক্ষণীয় যে সঁৎ-ইলেয়ারের রোগীদের মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন বার্ত। একবার ছাত্রসংসদে আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে ভোটে জিতেও ছিলেন। এই সবই তাঁর জীবনব্যাপ্ত বহুস্বরিক পাঠকৃতির আদি-প্রস্তাবনা। ঐ স্বাস্থ্য-নিবাসে বেশ কয়েকজন তরুণের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায়, এধরনের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখলেই তাঁর মনে হত, তিনি বুঝিবা প্রত্যাশার কারাগারে বন্দি হয়ে পড়ছেন। অর্থাৎ বার্তের ব্যক্তিত্ব কখনো রৈখিকভাবে বিকশিত হয়নি।

লক্ষণীয়ভাবে বার্তের মন পালাক্রমে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্যে দোদুল্যমান ছিল। নিজেকে বন্ধু রেবেইরোলের তুলনায় প্রতিভাশূন্য বলে মনে হত তাঁর, নিজের বৌদ্ধিক ক্ষমতা সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে নৈরাশ্যে ডুবে যেতেন বারবার। এসময় বিভিন্ন সাহিত্যিক পাঠকৃতি পুনঃপাঠ করার অভ্যাস তাঁর তৈরি হয়ে যায়, যদিও নতুন পাঠে পূর্বপাঠের অভিজ্ঞতা নিরাকৃত হওয়ার তাত্ত্বিক তাৎপর্য তিনি বুঝে উঠতে পারেননি তখনো। আত্মগত সংশয় সম্পর্কে নিজে সচেতন ছিলেন বলে আত্মিক অবসাদের পরিধি ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছিল। অথচ তাঁর বৌদ্ধিক ক্ষমতা ও সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে স্বাস্থ্য-নিবাসের প্রত্যেকেই যথেষ্ট উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। ১৯৪২ এর ২৮ অক্টোবর বার্তের পুরোনো বন্ধু মিশেল দেলাক্রোয়া যক্ষা রোগে মারা গেলেন। এই ঘটনা রোলাঁ বার্তের চেতনার ভিত্তিমূল পর্যন্ত আলোড়িত করেছিল। ভাঙা মন নিয়ে জানুয়ারিতে ফিরে এলেন প্যারিসে। ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের বকেয়া পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি করতে গিয়ে বইয়ের প্রতি ভালোবাসা যেন পুনরাবিষ্কার করলেন তিনি। মহানগরের জনজীবন থেকে উত্তাপ শুষে নেওয়া ছাড়াও বহুদিন পরে আবার মা ও ভাইয়ের সঙ্গে থাকার সুযোগ পেলেন। কিন্তু এই স্বস্তির মুহূর্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কেননা ১৯৪৩ এর জুলাই মাসে আবার পীড়ায় আক্রান্ত হলেন তিনি। ফলে সঁৎ-ইলেয়ারে ফিরে গিয়ে আবার সেই পুরোনো নিয়মে ঢুকে পড়তে হল। এবার কয়েকজনের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হল; এদের মধ্যে রবার্ট ডেভিড-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এ সময় বার্ত সঙ্গীত বিষয়ে একটি প্রাথমিক পাঠক্রমের ব্যবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার শৈলী ছিল পুরোপুরি আলাদা। প্রখর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকেও তিনি নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। পিয়ানো বেহালা ইত্যাদি ব্যবহার করে আরো কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন বার্ত। পরে ডেভিড তাঁর স্মৃতিকথায় বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ে বার্তের প্রাজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে তরুণদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, ভালোবাসা সম্পর্কে তাঁর ধারণা, বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি, গ্রিক নায়ক, গ্রিক সভ্যতা, অধিবিদ্যা, আঁদ্রে জিদ ইত্যাদি। এধরনের আলোচনা কখনো কখনো অনেক মাস ধরে চলতে থাকত।

পাঁচ

১৯৪৩ এর অক্টোবরে বার্ত চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রি লাভের জন্যে প্রথম বর্ষে ভর্তি হলেন। কয়েক বছর ধরে নিজের অসুস্থতার খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবতে ভাবতে ও বিশ্লেষণ করতে করতে এই বিদ্যার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ জন্মেছিল। তাঁর ইচ্ছে ছিল, শেষ পর্যন্ত মনঃসমীক্ষণ বিদ্যা অধ্যয়ন করবেন। পরবর্তী জুনের পরীক্ষায় বসার জন্যে বেশ কিছু পাঠ্য বইও তিনি পড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে ফিরে এর তাঁর মূল আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ সৃষ্টিশীল লেখক হওয়ার তাগিদ। যেহেতু জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা, কয়েক সপ্তাহের বিজ্ঞান অধ্যয়ন রৈখিক অভিজ্ঞতার আকরণ থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। মানবিকী বিদ্যার তুলনায় বিজ্ঞানকে আলাদাভাবে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা তিনি আর ভাবলেন না। তবে অপরতার দিগন্তে পরিক্রমা করে এসে আরো নিবিড়ভাবে পড়া ও লেখার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে পড়লেন। সুতরাং বার্তের জীবনকথা যেন বহুমাত্রিক সেই পাঠকৃতি, পর্যায়ে-পর্যায়ে যাতে তাৎপর্য পুনর্নির্ণীত হয়েছে। ডেভিডকে একবার আলাপচারিতায় জানিয়েছিলেন বার্ত যে নির্দিষ্ট সময়সীমার বাধ্যবাধকতায় লিখতে তিনি ভালোবাসেন। কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে আত্মসৃষ্ট নিয়মের গণ্ডিতে নিজেকে বেঁধে নিয়েই তাঁর প্রবন্ধ সম্পূর্ণতায় পৌঁছায়। এর আগে নিজের বৌদ্ধিক ক্ষমতা সম্পর্কে যতটুকু সংশয় ও তাৎপর্যহীনতার বোধ তাঁকে ক্লিষ্ট করছিল, নিজেই সেই বৃত্ত থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

১৯৪৪ এর মার্চে দশ দিনের জন্যে প্যারিসে গিয়ে বার্ত বুঝতে পারলেন, পীড়ার সম্পূর্ণ উপশম হতে তখনো বাকি রয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

মায়ের জীবনযুদ্ধ সম্পর্কে নতুন করে অবহিত হয়ে উঠলেন। আঁরিয়েতার যন্ত্রণা লাঘব করার জন্যেও তাঁকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে জীবিকার সন্ধান করে নিতে হবে—এই বাস্তব উপলব্ধি তাঁর অবসাদ আরো বাড়িয়ে দিল। স্বাস্থ্য-নিবাসে জ্বলন্ত বাস্তবের আঁচ তাঁর গায়ে লাগে না। বুঝতে পারলেন, অবস্থানই উপলব্ধির নিয়ন্তা। যাই হোক, এবার সঁৎ-ইলেয়ারে ফিরে যাওয়ার পরে তিন মাস পুরোপুরি শয্যাশায়ী থেকে তাঁকে কঠোর চিকিৎসা-প্রণালী মেনে নিতে হল। এ অবস্থায় লেখা বা সঙ্গীতের প্রশ্নই ছিল না, কেবলমাত্র পড়াই হলো তাঁর বাধ্যতামূলক অবকাশের একমাত্র অবলম্বন। ইতিমধ্যে রোগীদের মধ্যে বার্তের বৌদ্ধিক প্রতিপত্তি আরো বেড়েছে। একটুখানি সুস্থ হওয়ার পরে বেশ কিছু বক্তৃতা ও আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি পল ভালেরি, ওয়াল্ট হুইটম্যান ও শার্ল বোদলেয়ারের মতো কবিদের রচনা বিশ্লেষণ করলেন। এসময় একজন ভিয়েতনামি ছাত্রের বক্তৃতা শুনে দূরপ্রাচ্যের দেশে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হলেন তিনি। পরবর্তী কালে বার্ত 'Mythologies' বইতে ঔপনিবেশিক ভাবালুতাকে যে আক্রমণ করেছিলেন, এর প্রাথমিক বীজও এখানে অঙ্কুরিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে জার্মান দখলদারির দিন শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল জার্মান শক্তির আসন্ন পরাজয়ের বার্তা এসে পৌঁছাচ্ছে স্বাস্থ্য-নিবাসেও। বার্ত হয়তো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে ইতিহাসের পট পরিবর্তনকে দেখেননি তখনো। কিন্তু সার্বিক মুক্তির আসন্ন উদ্ভাস যতই স্পষ্ট হতে লাগল, আশ্চর্য-এক প্রতীকিতায় তাঁর জীবনের পাঠকৃতিও নতুন রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের পীড়ার উত্থান-পতন আর ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে মানবসত্তার কৃষ্ণবিবরে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ আশ্চর্য সমান্তরালতায় বিধৃত হয়ে রইল।

সঁৎ-ইলেয়ারের বিচ্ছিন্ন অবস্থানে সমসাময়িক তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা সম্ভব ছিল না কিন্তু অনেকার্থদ্যোতক আধি ও ব্যাধির রূপক ব্যক্তি-স্বরূপে ধারণ করে নিয়ে বার্ত ইতিহাসের প্রতিবেদনকে নিবিড় দ্বিবাচনিকতায় নিজের মধ্যে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। ফ্রান্সের রাহুমুক্তি হওয়ার পরেও বার্ত তাঁর ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের বন্দীশালা থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। অক্টোবরে রোগের প্রকোপ যদিও অনেকটা কমে এসেছিল, অন্তত আরো একবছর স্বাস্থ্য-নিবাসে থাকাটা তখনো আবশ্যিক বলে বিবেচিত হয়েছিল। রোগমুক্তির পরেও বেশ কিছুদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

তাঁকে নিয়মিত কর্মজীবন থেকে দূরে থাকতে হবে—এই জেনে নিজের ব্যাধিকে কার্যত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ভাবতে শুরু করলেন তিনি। পরবর্তীকালে পাঠকৃতির মধ্যে যিনি নিবিড়তম তাৎপর্য সন্ধান করবেন, জীবনের সন্দর্ভকে তিনি গভীর সংবেদনায় বুঝে নিতে চাইছিলেন। এই স্বতশ্চল প্রয়াস তাঁর চিন্তাকে কার্যকরী পরিণতি দিয়েছে। তখন অবশ্য বার্তের মনে হচ্ছিল, যুদ্ধ তাঁর যৌবন শুষে নিয়েছে। বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে তিনি যখন স্বাস্থ্য-নিবাসের অধিবাস্তবতা থেকে জ্বলন্ত বাস্তবের পরিধিতে ফিরে যাবেন, তাঁর জন্যে কোথাও সামাজিক পরিচিতি বা নিরাপত্তা থাকবে না। আরো একটি কথা তাঁর অনুভূতিতে ধরা পড়েছিল। তাৎপর্য কত বিচিত্রভাবে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে, তা চিরকালই হয়তো তাঁর কাছে অগম্য থেকে যাবে। অর্থাৎ জীবনের পাঠকৃতি কার্যত প্রকৃত ও প্রতীয়মান—এই দুটি পরস্পর-বিরোধী স্তরে বিভাজিত হয়ে যেতে পারে। এতে তাৎপর্য-সন্ধানী ভাষ্যকার জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত বিমূর্তায়নের ফাঁদে নিজের অজ্ঞাতসারেই পড়ে যেতে পারেন। কীভাবে বার্ত এই সম্ভাব্য সংকট পেরিয়ে গিয়ে অন্বিষ্ট পথে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তা আমরা লক্ষ করব পরবর্তী পর্যায়ে।

১৯৪৫ এর ৮ ফেব্রুয়ারি বার্ত ও ডেভিড সহ আরো কয়েকজন রোগী সুইজারল্যান্ডের লেইসিন স্বাস্থ্যনিবাসে স্থানান্তরিত হলেন। এই প্রক্রিয়ার আর্থিক দায় বহন করেছিলেন বার্নের কয়েকজন ব্যাঙ্কার। প্রথমদিকে এজন্যে কিছুটা স্পর্শকাতর হলেও আল্পস্ পর্বতমালার চমৎকার পরিবেশে তাঁর স্বাস্থ্য দ্রুত উন্নত হল। মনের ভেতরে বহুদিন পরে অন্ধকার ও কুয়াশার বদলে আলোর উচ্ছ্বাস টের পেলেন তিনি। ফিরে এল জীবনীশক্তি, প্রাণের উল্লাস, বৌদ্ধিক আগ্রহ আর কাজের উদ্যম। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শুরু করলেন মিশেলে-পাঠ। কিছু কিছু লেখাও শুরু হল। এই অধ্যায়ের অন্যত্র দেখেছি, বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রথম পর্বে একাজে হাত দিয়েছিলেন বার্ত। বাধ্যতামূলক নির্বাসনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে তাঁর অধ্যয়ন যেন পূর্ণ হয়ে উঠল। অনুমান করতে বাধা নেই, কয়েক বছরের নিবিড় মননের ফলশ্রুতি হিসেবে পাঠকৃতির তাৎপর্য সন্ধানের রীতি আরো প্রণালীবদ্ধ ও সূক্ষ্মতা-সঞ্চারী হয়ে উঠেছিল। এই প্রক্রিয়ার সুফল তিনি পেয়েছিলেন লেখক-জীবনের বিভিন্ন পর্বে। নির্যাস থেকে কীভাবে নির্মোক আলাদা করে নিতে হয়, কীভাবেই বা পাঠকৃতির পর্যায়ক্রমিক স্তর-বিন্যাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এ বিষয়ে হাতে-কলমে যেন প্রশিক্ষণ নিলেন বার্ত। পাশাপাশি নিজস্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

অভ্যাস অনুযায়ী অজস্র চিঠি লিখছিলেন তিনি এবং এভাবেই বহির্জগতের প্রতিবেদন ফিরিয়েও আনছিলেন কিছু কিছু যাতে তাঁর অন্তর্জগৎ ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে পারে। একটু-একটু করে তিনি ফিরে পাচ্ছিলেন তাঁর স্বাস্থ্য ও উদ্যম; আর, নিকষ কালো সুড়ঙ্গের পরে আলো দেখতে পেয়ে জীবন-স্বপ্ন পুনর্নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু হচ্ছিল তাঁর।

এসময় বার্নের কয়েকটি সুইস পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, যাদের মধ্যে হাইদি মিগ নামে এক তরুণীও ছিলেন। কিন্তু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সম্পর্কের মধ্যে প্রেমের কোনো স্ফুরন হয়নি। অন্যদিকে ডেভিডের সঙ্গে বার্তের সম্পর্ক মূলত একতরফা ভাবে বিকশিত হয়েছিল। মিশেলে, সাহিত্য, সঙ্গীত ও আইন সম্পর্কে গভীর আলোচনায় তাঁদের সময় কাটত। ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বরে আঁরিয়েতা ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বার্ত বিভিন্ন বন্ধুর কাছ থেকে প্রচুর ধার-দেনা করে মাকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন লুগানোয়। তাঁর এই প্রবণতা পরবর্তী কালেও বজায় ছিল। ১৯৪৫ এর ১৯ সেপ্টেম্বর রোগমুক্ত ডেভিড লেইসিন থেকে প্যারিসে চলে গেলেন। পরের ছ'মাস প্রতিদিন বিচ্ছেদ-বিধুর বার্ত ডেভিডকে দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। ত্রিশ বছর পরে তাঁর এই সময়কার অনুভূতি পরিশীলিত হয়ে 'A Lover's Discourse' -এর পাঠকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ভালোবাসা ও অনুপস্থিতির গভীর তাৎপর্য নিয়ে তিনি ভেবেছেন তখন। সঙ্গীতের রূপকে প্রকাশ করেছেন তাঁর অনুভূতি। তরুণ বয়সের অনুভূতি প্রৌঢ়ত্বের সীমা পেরিয়েও তাঁর মনে জাগ্রত ছিল। এতে তিনি যেন প্রমাণ করলেন, সাহিত্যের পাঠকৃতির মতো জীবনের পাঠকৃতিতেও তাৎপর্য পুরোপুরি হারিয়ে যায় না কখনো। নতুন সাজে ও প্রকরণে সব কিছু একদিন ফিরে আসে উৎসে। তাই ১৯৭৭ সালে বার্ত লিখেছিলেন 'Like desire, the love letter waits for a answer; it implicitly enjoins the other to reply.' (১৯৭৯ ১৫৮)। দীর্ঘ চিঠিগুলিতে যে-সমস্ত চিন্তাবীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি, তিন দশক পেরিয়ে সেইসব 'A Lover's Discourse'-এর প্রতিবেদনে বৃক্ষায়িত হয়েছিল। আসলে ডেভিডের মতো চিঠি-প্রাপকদের জন্যে বার্তের আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে সত্তা ও অপরতার গভীর দ্বিবাচনিক সম্পর্ক। তাই এ কেবল তাঁর যৌবনের রক্তিম মরীচিকা নয়, সারা জীবনে ব্যাপ্ত অস্তিত্ব-দর্শনেরও প্রকাশ। অনুপস্থিত উপস্থিতির জন্যে তাঁর ব্যাকুলতা যুগপৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

জীবন ও সাহিত্যের পাঠকৃতির অন্তঃসার; এ কেবল প্রেমাস্পদ জনের অদর্শনজনিত হাহাকার নয়। কেননা সত্তা মানেই তো সমান্তরালতার বোধ। নিবিড় অনুভূতিতে বিধৃত বলেই তাঁর রচনাশৈলীও বিশিষ্ট বীক্ষণের সুরে-তালে-লয়ে বাঁধা। ডেভিডের কাছে নিরবচ্ছিন্ন চিঠি লেখার পর্বে হঠাৎ তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হল। শল্য-চিকিৎসার পরিভাষায় 'extrapleural pneumothorax operation' করে নিতে হল দ্রুত। পাঁজরের একটি হাড়ের টুকরো কেটে ফেলতে হল। এই টুকরোটি চিকিৎসকেরা বার্তকে স্মারক হিসেবে উপহার দিলেন। বহু বছর এটি তিনি নিজের কাছে রেখেছিলেন। এ বিষয়ে 'Roeand Barthes by Roland Barthes' বইতে তিনি লিখেছেন 'মনে হচ্ছিল আমি যেন নিজেরই দেহাবশেষের ছাই রোমান্টিক ভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি বহির্জগতে'। অর্থাৎ জীবন নামক পাঠকৃতির প্রতিটি অনুপুঙ্খ তাঁর কাছে মর্যাদার আকর; আর, প্রতিটি বস্তু রূপকের অনুষঙ্গ। বার্তের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যিক পাঠকৃতির বিশ্লেষণেও।

অপারেশনের পরে বার্ত যখন প্যারিসে যাওয়ার প্রতীক্ষা করছেন, জর্জ ফোর্নি চিকিৎসার প্রয়োজনে সেখানে আসেন। বার্তের সঙ্গে একই ঘরে থাকার সুবাদে দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বের সূচনা হয়। ফোর্নি ছিলেন ট্রটস্কিপন্থী, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সক্রিয় কর্মী, ফ্রান্সে প্রতিরোধ আন্দোলনের শরিক। স্পেনের গৃহযুদ্ধে তিনি রিপাবলিকানদের পক্ষে অংশ নিয়ে আহত হয়েছিলেন। পরে গেস্টাপো তাঁকে বন্দি করে। বন্দিশালায় তিনি যক্ষায় আক্রান্ত হন। বার্ত ও ফোর্নির স্বভাব যদিও পরস্পরের বিপরীত ছিল (বার্ত নিজের চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশে খানিকটা কৃপণ ছিলেন, জোরে হাসতেন না কখনো, মনে হত তিনি যেন মূলত ছায়াঞ্চলের বাসিন্দা; অন্যদিকে ফোর্নি ছিলেন আবেগদীপ্ত, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও নিজের ভাবাদর্শে দৃঢ় ও সংযোগ-উন্মুখ), বিপ্রতীপ দর্পণে নিজেকে দেখার সুযোগ পেয়েই যেন বার্ত ফোর্নির সাহচর্য পছন্দ করতেন। জীবনের যে-দিকে আলো পড়েনি এতদিন, অস্তিত্বের পাঠকৃতিকে সম্পূর্ণ করে তোলার জন্যেই বুঝিবা জীবন এবার সেদিক উদ্ভাসিত করে তুলল। ফোর্নি তাঁকে বললেন মার্ক্সীয় তত্ত্ববিশ্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তবতার কথা; কার্ল মার্ক্স-ট্রটস্কি-স্পেনের গৃহযুদ্ধ বিষয়ক বৃত্তান্ত যেন বার্তের কাছে অপরিচিত সমান্তরাল জগতের রুদ্ধ দরজা খুলে দিল। মতান্ধতা থেকে মুক্ত ভিন্নতর মার্ক্সবাদের সন্ধান পাওয়ার মধ্যেও তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

চিন্তাবিশ্বের নিজস্ব প্রতিবেদনের জন্যে আবশ্যিক সংস্থানের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের আলোচনা চলত। বার্ত ফোর্নিকে বলতেন নাট্যজগৎ, সাহিত্য ও মিশেলের কথা। আত্মিক ও বৌদ্ধিক বিনিময় স্বভাবে দ্বিবাচনিক—এই সত্য এখানে প্রমাণিত হচ্ছে আরো একবার। বার্তের হয়ে-ওঠার সানুপুঙ্খ বিবরণ অনুসরণ করে নতুনভাবে বুঝতে পারি আমরা, জীবন এক নিয়ত নির্মীয়মান পাঠকৃতি বলে প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের শিক্ষক। এমনকী, দুর্বলতর পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেকে গড়ে তোলার উপকরণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। একদিকে ফোর্নির সঙ্গে আলোচনা চলছে নানা বিষয়ে, অন্যদিকে ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো আশ্চর্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিচ্ছেন মিশেলের বিশ্লেষণী-সূত্র বিন্যাসের কাজ। ডিসেম্বরের শেষে এক হাজার ইনডেক্স কার্ড তৈরি হয়ে গেছে তাঁর। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, এদের পুনর্বিন্যস্ত করছেন; অন্তর্বৃত সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য খুঁজতে-খুঁজতে প্রতিতুলনার নতুন পদ্ধতি সূত্রায়িত হচ্ছে। বস্তুত তাঁর এই নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধান থেকে পরে বাচনিক কাঠামোর বিন্যাসমূলক আকরণবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

১৯৪৫ এর ডিসেম্বরে বহু রোগী স্বাস্থ্য-নিবাস ছেড়ে নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি অন্তর্বর্তী চিকিৎসালয়গুলিতে চলে গেলেন। কিন্তু বার্তের প্রতীক্ষা আর শেষ হয় না। এসময় তাঁর হাতে এল লা তেঁপমডার্ন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা যাতে জাঁ পল সার্ত্রের ভূমিকা তাঁর চিন্তাকে উসকে দিয়েছিল। এ-বিষয়ে তিনি ফোর্নি ও ডেভিডের সঙ্গে আলোচনাও করলেন। তাঁর বিশেষভাবে ভালো লাগল বুর্জোয়া ভাবনা প্রত্যাখ্যান-সূচক এই কথাটি 'যারা মানুষের সামাজিক পরিস্থিতি ও তার নিজের সত্তা-বিষয়ক ধারণা— এই দুটোকেই পরিবর্তন করতে চায়, আমরা দাঁড়াতে চাই তাদেরই পক্ষে'। নবার্জিত মার্ক্সবাদ সম্পর্কিত ধারণা থেকে বার্ত ঐ সময় সাহিত্যের দায়বদ্ধতা সম্পর্কেও উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি কখনো প্রকাশ্য কোনো সমাবেশে যোগ দেননি বা নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলেননি। ইতিমধ্যে ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে তাঁকে যথাসম্ভব বাইরে বেড়াবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বছরের শেষ চারটে দিন বন্ধু রেবেইরোলের সঙ্গে কাটানো ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। অবশ্য বন্ধুর সাহায্যে কিছুদিন পরেই বিদেশে তাঁর জীবিকার সংস্থান হয়ে যেতে পারে, এই আশ্বাস পেয়ে তিনি নতুনভাবে জীবন সম্পর্কে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বন্ধুর কাছে যুদ্ধ-পরবর্তী ফ্রান্সের পরিস্থিতি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেলেন তিনি। ১৯৪৬ সালের শুরুতে তাঁর উদ্বেগ ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আবার প্রকট হয়ে পড়ল। তখন মিলানের একটি পত্রিকায় লেখার আমন্ত্রণ পেয়েও নিজের লেখার ক্ষমতা সম্পর্কে সংশয় তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অবশ্য অনিশ্চয়তার এই বোধের মধ্যেও তিনি কাম্যু সম্পর্কিত প্রবন্ধের পাঁচটি খসড়া করেছিলেন। আশা ও নৈরাশ্যের মধ্যে এই দোদুল্যমানতা আগেও ছিল; বস্তুত এই প্রবণতা সারাজীবন ধরেই সঙ্গী ছিল তাঁর।

ইতিমধ্যে ২৬ জানুয়ারি তাঁর মায়ের একটি চিঠি থেকে বার্ত জানতে পারলেন, ডাক্তার শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্যারিসে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ফেব্রুয়ারির আগে অবশ্য তিনি স্বাস্থ্য-নিবাস ছেড়ে যেতে পারেননি। বিচিত্র জৈব-দার্শনিক সাংকেতিকতার অন্বয়ে বার্ত তখন যক্ষারোগের আক্রমণ থেকে প্রায় পুরোপুরি মুক্ত এবং মার্ক্সবাদী চেতনায় দীক্ষিত। ২৮ ফেব্রুয়ারি মা ও ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলন হল; বন্ধুদের সঙ্গেও নতুনভাবে, যুদ্ধপরবর্তী প্রেক্ষিতে, নিজের সম্পর্ক ঝালিয়ে নিলেন তিনি। রবার্ট ডেভিডের সঙ্গে এই গ্রীষ্ম কাটল রোগমুক্তি সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক বিশ্রামে। কুয়াশা ও অন্ধকারের বলয় থেকে আলো ও হাওয়ার জগতে পুনর্বাসনের জন্যে তৈরি হলেন বার্ত। কিন্তু সারা জীবন ধরে ব্যাধির ছায়া প্রচ্ছন্ন রয়েছিল তাঁর জীবনের পাঠকৃতিতে। তাঁর বাস্তব ও কল্পনা জুড়ে থাকত আলো ও ছায়ার নিভৃত দোলাচল। বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে অবস্থানের অনুভূতি বার্ত কখনো ভুলে থাকতে পারেননি। চিকিৎসকের অনুজ্ঞার ছায়ায় থাকতে হত বলে জীবনকে কখনো পুরোপুরি স্বাধীন বলে ভাবতে পারেননি তিনি। অবশ্য বার্ত নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রাক্-ইতিহাস জুড়ে রয়েছে স্বাস্থ্য-নিবাসে অর্জিত বন্ধুতা, সহমর্মিতা ও নিরবচ্ছিন্ন পাঠ-অভিজ্ঞতার অন্তর্বয়ন। জীবনই তাঁকে পাঠ দিয়েছিল প্রতিবেদনের সূক্ষ্ম কৃৎকৌশল ও বর্ণহীন লিখন সম্পর্কে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করতে না-পারার ফলে তিনি যে প্রচলিত অর্থে শিক্ষক বা অন্য কোনো বৃত্তিজীবী হতে পারলেন না, তা যেন শাপে বর হয়েছে। তিনি জেনেছেন, প্রতিটি তাৎপর্য সংঘর্ষের মধ্যেই অর্জনীয়। আর, এই জেনে রোলাঁ বার্ত হয়ে উঠেছেন রোলাঁ বার্ত।

যক্ষা তাঁর জীবনের পাঠকৃতি থেকে রৈখিকতা মুছে দিয়েছে। আবার স্বাস্থ্যনিবাসের দিনগুলিতে স্বজ্ঞার উদ্ভাসন সম্ভব করে ফিরিয়েও দিয়েছে অঞ্জলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ভরে। নইলে হয়তো মাঝারিয়ানার দুনিয়ায় অসংখ্য বুদ্বুদের মধ্যে হারিয়ে যেতেন তিনি। অবশ্য প্রতিটি প্রাপ্তির জন্যে বিনিময়মূল্য নির্ধারিত বলে অবসাদ, তিক্ততা আর সংশয় ও নিরর্থকতার বোধ বার্তের জীবনের পাঠকৃতিতে প্রবলভাবে উপস্থিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকৃতির বিশ্লেষণে তিনি বারবার অন্ধবিন্দুগুলিকে রূপান্তরিত করেছেন অন্তর্দৃষ্টির উদ্ভাসনী বলয়ে। এই প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করাই হলো রোলাঁ বার্ত নামক পাঠকৃতির অধ্যয়ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পাঠকৃতির পাথেয় সন্ধান সূচনা-পর্ব

দীর্ঘস্থায়ী কঠিন পীড়ার পরে রোলাঁ বার্ত যখন সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্যে অবকাশ যাপন করছিলেন, তখন নাৎসি হানাদার বাহিনির কবল থেকে মুক্ত ফ্রান্সে যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ইতিহাসের সামূহিক বাচনে সূক্ষ্মভাবে মিশে গিয়েছিল তাঁর একক বাচন। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী অবস্থানে যিনি পপুলার ফ্রন্টের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, পরবর্তী কালে তিনি সে-সময়কার সবচেয়ে মর্যাদাবান বৌদ্ধিক আন্দোলন অস্তিত্ববাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন গভীর আগ্রহে পাঠ করেছেন। তথাকথিত সাংস্কৃতিক মূল স্রোতের বিরোধিতা করাই ছিল অস্তিত্ববাদীদের লক্ষ্য। অনন্য ব্যক্তি-সত্তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করাকে মানুষের সবচেয়ে বড়ো দায় বলে মনে করতেন তাঁরা। সমাজ থেকে অর্জিত প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাসকে নির্বিচারে গ্রহণ করার মধ্যে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ। তাই নিজেদের জীবনকে পরিপূর্ণ দায়বদ্ধতার মূর্ত চিহ্নায়কে রূপান্তরিত করার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের প্রেরণা দিয়েছে। সামাজিক দায়িত্বকে যিনি অনিবার্য বলে মনে করেন না, লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য তিনি নন—সার্ত্রের প্রভাবে এধরনের বিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠেছিল।

বহির্জগতের আলো-হাওয়া-রোদে যখন এসে দাঁড়ালেন বার্ত, অস্তিত্ববাদী ভাবনার আবহে নিজের চিন্তাকে বিন্যস্ত করে নিয়েছেন তিনি। সাধারণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে তাঁকে ভাবতে হয়েছে। কিন্তু দায়বোধ বিষয়ে সার্ত্রের অবস্থান তিনি পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। ব্যক্তি ও সমাজের অনন্বয় তাঁর কাছে একটি স্থায়ী অবস্থান হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে বামপন্থীদের যত উজ্জ্বল ভূমিকাই থাক, ক্রমশ ফরাসি সমাজ পুরোনো আকরণগুলির তাৎপর্য সন্ধানে মনোযোগী হয়ে উঠছিল। এসময় ছিল সংশয়ের, অনিশ্চয়তার। বার্ত নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন এই আবহে। তাঁর ব্যক্তিত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

প্রাক্-ইতিহাসে সঞ্চিত ছিল যে হতাশা ও নিরর্থকতার বোধ, ঐতিহাসিক বাস্তবতা যেন তাকে আরো উসকে দিয়েছে। এইজন্যে লেখক-জীবনের সূচনা-পর্বে ইউরোপীয় সমাজে পরিব্যাপ্ত বন্ধ্যাত্ব ও অক্ষমতার বোধ বার্তের ব্যক্তিসত্তায় যেন অনুকূল আধার পেয়ে গেল। মনে হচ্ছিল তখন, ব্যক্তির স্বাধীন পরিসরও বিপর্যয়ের মুখে তুচ্ছ হয়ে পড়ে এবং বিপর্যয় যখন অবসিত হয়ে যায়, তখনও সামাজিক অস্তিত্বের নানাবিধ আকরণ সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই গভীর উপলব্ধির তাত্ত্বিক প্রকাশ ঘটেছিল আকরণবাদে। আর, এই সাধারণ পরিবেশের সঙ্গে বিচিত্রভাবে সমন্বিত হয়ে গিয়েছিল বার্তের প্রাথমিক অস্তিত্ববাদ প্রাণিত বয়ান এবং অন্তর্বৃত অবসাদ আর নৈরাশ্যের বোধ।

তাঁর জীবনের পাঠকৃতির দিকে যদি নিবিষ্ট চোখে তাকাই, দেখি যে, স্বাস্থ্যনিবাস থেকে চূড়ান্তভাবে বেরিয়ে আসার পর জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ তাঁর নিত্যসঙ্গী। বার্ত অবশ্য পীড়ার সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থাতেই নিজের সম্ভাব্য লেখক-জীবন কল্পনা করে নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি ঐ পর্যায়ের কিছু কিছু নিবন্ধে তাঁর পরবর্তী বেশ কয়েকটি বইয়ের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে ঐ পর্যায়ের রচনাগুলিকে তিনি স্বীকার করতে চাননি। জীবন ও সাহিত্যের পাঠকৃতিকে যিনি একই জিনিষের দুরকম উৎসারণ বলে মনে করেন, তাঁর পক্ষে এই অস্বীকৃতির মানে হল, তিনি ঐ চূড়ান্ত ক্লেশদায়ক জীবনের কাল-পর্যায়টিকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে চান। কিন্তু ঐ প্রাক্-ইতিহাসকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিশীল রোলাঁ বার্তের যথাযথ পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া যক্ষাকে তিনি জীবন-যাপনের একটি বিশিষ্ট প্রকরণ বলে মনে করতেন এবং জীবন-কথা সম্পর্কে তাঁর নির্দিষ্ট দার্শনিক অবস্থানও ছিল। উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেই তিনি ব্যক্তির স্বাধীন পরিসরের সন্ধান করেছেন। মিশেলে, প্রুস্ত, সার্ত্র ও কাম্যুর পাঠকৃতির নিবিড় অধ্যয়ন এবং মার্ক্সীয় চিন্তাবৃত্তের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচিতি তাঁকে প্রকৃতপক্ষে কুয়াশা থেকে আলোয় পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। একদিকে মিশেলের অনুশীলনকে তিনি আরো প্রণালীবদ্ধ ও গভীরতাশ্রয়ী করে তুলেছেন এবং অন্যদিকে মার্ক্সবাদকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন প্রকৃত ও প্রতীয়মান জগতের মধ্যবর্তী ব্যবধান স্পষ্ট করে তোলার আয়ুধ হিসেবে। ইতিমধ্যে রেবেইরোল বুখারেস্টে গিয়ে রোলাঁর জন্যে রোমানিয়ার ফরাসি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিযুক্তির ব্যাপারটি পাকা করে ফেলেছেন। নৈরাশ্যের পরে আলোর রেখা যেন ফুটে উঠল তখন। এসময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

মিশেলের প্রকল্প নিয়ে আবার সংশয়ে ভুগেছেন তিনি। কেননা তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর প্রস্তাবিত বিশ্লেষণী পাঠে সম্ভবত মৌলিকতা নেই।

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ এর ফেব্রুয়ারির পর থেকে প্যারিসের বৌদ্ধিক জগতের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েছেন। সে-সময় কমবেট, লা তেঁপমডার্ন, লার্চে ইত্যাদি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিতর্ক ক্রমশ জমে উঠছিল। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদে স্বাধীন বিষয়ী হিসেবে মানব-সত্তা নতুন ধরনের তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল। প্রমাণিত হচ্ছিল, সত্তার নির্যাসও আসলে নির্মিতি মাত্র। এই পর্যায়ে বার্ত সাহিত্য-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সার্ত্রীয় ও মার্ক্সীয় পদ্ধতিকে মেলানোর কথা ভাবছিলেন। তখন জর্জ ফোর্নির সঙ্গে তাঁর আবার যোগাযোগ গড়ে উঠল এবং তাঁর মাধ্যমে কমবেট পত্রিকার সাংস্কৃতিক শাখার সম্পাদক মোরিস নাদোর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হল। এই সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়া বার্তের পক্ষে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। নাদো তাঁর সঙ্গে আলাপে মুগ্ধ হয়ে নিজের পত্রিকায় নিবন্ধ লেখার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। যদিও নিজের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী বার্ত এই আকর্ষণীয় আমন্ত্রণ সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি, কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি অবশ্য পরপর দুটি নিবন্ধ পাঠিয়ে দিলেন। এই দ্বিতীয়টির শিরোনাম ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের 'Writing Degree Zero'। প্রথম প্রবন্ধটি হারিয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয়োক্ত প্রবন্ধ ছাপা হলো 'কমবেট' পত্রিকায়। দুরূহতা সত্ত্বেও মৌলিকতার গুণে বার্তের লেখা সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৯৪৭ সালের মধ্যে আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'The responsibility of grammar'। তিন বছর পরে, ১৯৫০ সালের শেষে, বেরোল 'The triumph and break-up of bourgeois writing', 'Style as craftsmanship', 'Writing and silence', 'Writing and speech এবং 'Writings tragic sense!' এই শেষোক্ত তিনটি প্রবন্ধের শিরোনাম থেকেই বুঝতে পারি, বার্ত লিখন-প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি ভিন্ন ধরনের নান্দনিক ও দার্শনিক বীক্ষণের বিষয় করে তুলেছেন। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে একথাই মনে হওয়া সম্ভব, বার্ত সমস্ত ধরনের যথাপ্রাপ্ত নন্দন ও দর্শনের বলয় থেকে লেখাকে মুক্ত করে পরিপূর্ণ স্বাধীন পরিসরে নিয়ে যেতে চাইছেন। এ বিষয়ে নিবিড়তর আলোচনার আগে কয়েকটি গোড়ার কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। সঁৎ-ইলেয়ারে থাকার সময় কাম্যুর 'The outsider' উপন্যাস সম্পর্কে বার্ত যে-নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, তার সমাপ্তিতে ছিল নৈঃশব্দ্যের শৈলী ও শৈলীর নৈঃশব্দ্যের কথা। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

নৈঃশব্দ্যকে তিনি 'শুভ্রস্বর'-এর রূপকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। লক্ষণীয় ভাবে 'Writing degree zero' বইতে ঐ রূপকটি ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, একই বই সম্পর্কে সার্ত্রের দীর্ঘ আলোচনা বার্তকে সম্ভবত প্রভাবিত করেছিল। নিরপেক্ষ শুভ্র রচনা বা নৈঃশব্দ্যের লিখন সম্পর্কিত ধারণা হয়তো বা সার্ত্রের কাছেই পেয়েছিলেন বার্ত। কিন্তু এতে কোনো সংশয় নেই যে এ কেবল সূচনা-বিন্দু মাত্র; তাঁর প্রতিবেদন বিকশিত হয়েছে তাঁরই নিজস্ব পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। 'কমবেট' পত্রিকার প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত পাঠকৃতির আদিপাঠের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তাই প্রবন্ধটির শৈলীগত জটিলতা থেকে পুরোপুরি উল্টো মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে বইয়ের রচনাশৈলী। গাম্ভীর্যের বদলে দেখা গেছে কৌতুক-মিশ্রিত রসবোধের অভিব্যক্তি।

শুরু থেকেই পাঠকৃতির তাৎপর্য খুঁজে নেওয়ার নতুন পথ তৈরি করতে চেয়েছেন বার্ত। তাঁর মনে লেখা মূর্ত হয়ে ওঠে লেখকের নিজস্ব অবস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের সূত্রে। সামাজিক ভাষার উত্তরাধিকার বহন করতে করতে আপন সত্তা ও আকাঙ্ক্ষার প্রবণতা অনুযায়ী নিজস্ব রচনাশৈলী তিনি নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে একাত্মতা বোধের প্রক্রিয়াই প্রতিফলিত হয় লেখায়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থানে ভিন্ন ধরনের লিখন-পদ্ধতি উদ্ভূত হওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়া বার্ত উপন্যাস সম্পর্কেও নিজস্ব বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর মতে উপন্যাসে দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে : বয়নে প্রথম পুরুষের ব্যবহার এবং দ্বিতীয়, অতীত ঐতিহাসিক কালের প্রয়োগ। উপন্যাসের প্রাকরণিক আদিকল্প বিবরণমূলক রচনার মধ্যে পাওয়া যায়; আখ্যানের সঙ্গে লেখকের দূরত্ব সেখানে স্বতঃসিদ্ধ। বার্তের মতে কখনো-কখনো লেখকের প্রবল উপস্থিতি পাঠকের সহায়ক না-হয়ে তার কাছ থেকে সত্যকে আড়াল করতে পারে। সংলাপমূলক ও বর্ণহীন লেখা—এই দু'ধরনের লিখন-শৈলীকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন তিনি। এই পর্যায়ে রচনার স্বরে ও স্বরান্তরে পূর্বজদের প্রভাব খুব অস্পষ্ট নয়। কিন্তু বিভিন্ন উৎস থেকে চিন্তাবীজ সংগ্রহ করে নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের নতুনভাবে নির্মাণ করার প্রবণতা বার্তের মধ্যে সর্বদা দেখা গেছে। একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারি, তিনি আসলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, পূর্বজদের প্রতীতিকে যুগপৎ ধ্বস্ত ও আত্মস্থ করেই কেবল প্রকৃত নতুন উদ্ভাবনার উপকূলে পৌঁছানো সম্ভব। সমস্ত ধরনের যথাপ্রাপ্তকে যতক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বিনির্মাণ না করছি, প্রকৃত নতুন সৃষ্টির উন্মেষ হওয়া সম্ভব নয়। কী জীবনে কী সাহিত্যে আমাদের সমস্ত পাঠকৃতি এভাবে বিনির্মিত শূন্যায়তন থেকে জন্ম নেয়। বার্ত লেখার মধ্যে চিহ্নায়নের যে-পদ্ধতি লক্ষ করেছেন, তার মধ্যে নিহিত রয়েছে বিপ্রতীপায়ন ও পার্থক্য-প্রতীতির উপলব্ধি।

দুই

পরিসরের সঙ্গে তাৎপর্যের অন্বয় সর্বত্র স্বতঃসিদ্ধ নয়, এই উপলব্ধিতে বার্ত যখন পৌঁছাচ্ছেন সাহিত্যিক পাঠকৃতির মধ্য দিয়ে —সে-সময় জীবনের পাঠেও তৈরি হচ্ছিল যেন তার অতিরিক্ত প্রমাণ। ১৯৪৭-এর শেষে, বন্ধু ফিলিপের তদ্বিরে, তিনি বুখারেস্টের ফরাসি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্তি পেলেন। বড়ো ভুল সময়ে রোমানিয়ায় গেলেন বার্ত। সেদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস তখন পালাবদলের মুখোমুখি। রাজা প্রথম মাইকেল সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করছিলেন যদিও, নানা বিক্ষোভের মধ্যে তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে হল। ১৯৪৮-এর গোড়ায় জন্ম হলো গণপ্রজাতন্ত্রী রোমানিয়ার। বুখারেস্টের জনজীবনে প্রবল আলোড়ন চললেও বার্ত বন্ধু রেবেইরোল এবং নবার্জিত সহযোগী শার্ল ও জাঁ সিরিনেলি-র সাহচর্যে নিজস্ব বৌদ্ধিক পরিসর খুঁজে পেয়েছিলেন। মিশেলে সম্পর্কে আলোচনা করতে যথারীতি পছন্দ করতেন তিনি। দৈনন্দিন জীবনের প্রায়-তুচ্ছ অনুপুঙ্খও তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেননা এদের তিনি বিশ্লেষণের সূচনা-বিন্দু বলে বিবেচনা করতেন। সাহিত্যিক বা চিন্তাবিদের অন্তর্জীবন যখন সানুপুঙ্খ আলোচনার লক্ষ্য, তাঁর আবেগ-অনুভূতি-মনোভাব কীভাবে বিভিন্ন অভ্যাস ও ব্যাধির বিবরণ বা সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে অন্তহীন অন্তর্বয়ন হিসেবে যুক্ত—তা তাঁর সংবেদনশীল ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হত। স্পষ্টতই এক্ষেত্রে বিষয় ও বিষয়ী দ্বিবাচনিক ঐক্যে বিধৃত হয়ে যেত। অর্থাৎ মিশেলের জীবন সম্বলিত পাঠকৃতিতে মিশে যেত স্বয়ং বার্তের জীবনের প্রতিবেদন। ফলে, আশ্চর্য এই মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাঠ-প্রক্রিয়ার তাৎপর্যই যেন বদলে গেছে। বলা যায়, বাহির হয়েছে অন্তরাশ্রয়ী আর অন্তর্লোক হয়েছে বহিরাশ্রিত। বুখারেস্টের ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউটে বেশ কিছু বক্তৃতা দিয়েছেন বার্ত। বিষয় ছিল ফরাসি সঙ্গীত, ভোলটেয়ার এবং মিশেলে। এই আলোচনায় তিনি এমন এক শৈলীর ব্যবহার করতেন যা পরবর্তী কালে 'Mythologies' বইতে দেখা গেছে। এছাড়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বার্ত কথা ও লেখার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ব্যবধানগুলিকে বুঝে নিচ্ছিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে রোমানিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠল। সোভিয়েতপন্থী শাসকদের সন্দিগ্ধতার পরিণতি হিসেবে ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল এবং সমস্ত কর্মীদের ওপর বহিষ্কারের আদেশ জারি হল। অন্যেরা আগেই ফিরে এলেন প্যারিসে আর বার্ত এলেন ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বরে। জর্জ ফোর্নির সঙ্গে আলাপচারিতায় মার্ক্সবাদের যে-পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখলেন তার বিপ্রতীপ উগ্র মতান্ধ চরিত্র। নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে তখন ঘোষণা করতেন তিনি; রাজনৈতিক আলোচনায় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী বিশ্লেষণে অন্য কোনো মতবাদের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করতেন না। তাই ঔপনিবেশিক শক্তির চক্রান্ত প্রতিহত করার নামে রোমানিয়ার নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন নিপীড়ন শুরু করল, বার্ত অবশ্যই তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যবর্তী অন্ধবিন্দুগুলিকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। জীবন ও মননের পাঠকৃতিতে ইতিহাসের অন্তর্বয়ন সম্পর্কিত এই অভিজ্ঞতা নিশ্চয় তাঁর বীক্ষণে সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল। বুখারেস্ট থেকে প্যারিসে ফিরে আসার কয়েকদিন আগে একটি বক্তৃতায় তিনি অবশ্য জানিয়েছিলেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সমালোচনা-পদ্ধতিতে তাঁর বিশ্বাস অটুট। আর, 'ইতিহাস কখনো তার নিরন্তর অগ্রগতির অস্খলিত সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না।' কিছুদিন পরেই রেবেইরোল ও সিরিনেলির তৎপরতায় রোলাঁ বার্ত ও শার্ল সিঁজেভিন আলেকজেন্দ্রিয়ায় নিযুক্তি পেলেন। সেখানে বার্তের সঙ্গে পরিচয় হল আলজির্দাস জুলিয়েন গ্রাইমাস নামক বিখ্যাত আকরণবাদী চিন্তাবিদের। আকরণবাদী শব্দার্থতত্ত্ব ও চিহ্নবিজ্ঞান বিষয়ে এই বিশেষজ্ঞের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বার্তের চিন্তাজীবনের এই সন্ধিক্ষণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল।

এসময় মিশর সরকারের আমলাদের কাছে বার্তের দীর্ঘ ব্যাধির ইতিহাস যথেষ্ট আপত্তিকর বিবেচিত হয়েছিল। প্রতিমাসে একবার ডাক্তারি পরীক্ষা তাঁর জন্যে আবশ্যিক করা হয়েছিল। অনুমান করতে বাধা নেই, বার্ত বাধ্যতামূলক ভাবে নিজের ব্যাধির ইতিহাসে সম্পৃক্ত হয়ে থাকার ব্যাপারটিকে খুব পছন্দ করেননি। তার ওপর, তাঁর প্রকাশ্য বক্তৃতায় সঙ্গীত সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন 'আঠারো শতকে অভিজাত বর্গ তাদের চোখ খোলা রেখে সঙ্গীত শুনত, কিন্তু আজ বুর্জোয়ারা তাদের চোখ বন্ধ করে পিয়ানো শোনে।' এই মন্তব্য শুধুমাত্র কথার পিঠে কথা ছিল না; পরে এ তাঁর তাত্ত্বিক বয়ানের অন্যতম কেন্দ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শৌখিন সংস্কৃতি-চর্চাকারীদের মধ্যে তাঁর পরিচয় হল বিপজ্জনক বিপ্লবী হিসেবে। একদিকে যক্ষারোগী আর অন্যদিকে মার্ক্সবাদী হিসেবে পরিচিত হওয়ায় প্রথম থেকেই তাঁর সম্পর্কে বিরাগ ধূমায়িত হয়ে উঠল।

এসময় বিশেষভাবে গ্রাইমাস ও সিঁজেভিন দম্পতির সাহচর্য না পেলে বার্ত হয়তো কয়েকমাসও সেখানে থাকতে পারতেন না। সিঁজেভিনের বৌদ্ধিক মানবতাবাদ যদিও তখন বার্তের মনকে আলোড়িত করছে, প্রকৃতপক্ষে গ্রাইমাসই ছিলেন তাঁর প্রকৃত দিগ্‌দর্শক। পোল্যান্ডের তর্কশাস্ত্র ও হুজের্লের অবভাসবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতেন সিঁজেভিন। আর, গ্রাইমাস বলতেন মোরিস মার্লোপোঁতির ভাষাদর্শনের কথা। তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ ছাড়াও বার্ত সঙ্গীত, এমনকী নৃত্য সম্পর্কেও, তাঁর গভীর উপলব্ধির কথা প্রকাশ করতেন। কিন্তু গ্রাইমাসের সবচেয়ে বড়ো অবদান এখানেই যে তিনি বার্তকে উদীয়মান ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করে তুলেছিলেন। আশ্চর্য হলেও সত্য, ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর-এর নাম পর্যন্ত তখন জানতেন না বার্ত। গ্রাইমাসের অনুরোধে তিনি প্রথম সোস্যুর এবং পরে রোমান য্যাকব্‌সন্‌ এর রচনা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। এতদিন সাহিত্য ও রচনাশৈলী সম্পর্কে তাঁর ধারণা সুনির্দিষ্ট খাতে বয়ে যাচ্ছিল; তাতে ভাষাতত্ত্বের কোনো ভূমিকা ছিল না। সোস্যুরের ভাববিশ্ব আবিষ্কার বার্তের অন্তর্জগৎকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করল। আকরণবাদের ঊষালগ্নে প্রথম কিরণ-রেখাগুলি তাঁকে রঞ্জিত করেছিল মূলত গ্রাইমাসের কল্যাণে।

এতে প্রমাণিত হচ্ছে, সত্তা মানেই সমান্তরালতার বোধ। সহযোগী সত্তা হিসেবে গ্রাইমাসের ভূমিকা বার্তের জীবন ও মননের পাঠকৃতিকে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সন্ধিক্ষণে, দিয়েছে নতুন গতি ও তাৎপর্য। বার্ত অবশ্য নিজে বলেছেন, সোস্যুরের রচনার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ১৯৫১-তে। কিন্তু গ্রাইমাস ও সিঁজোভিনের বক্তব্য অনুযায়ী তা ঘটেছিল আলেকজান্দ্রিয়ার অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ সালে। যাই হোক, বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে আলেকজান্দ্রিয়া-বাস বার্তের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ হয়েছিল কারণ মিশেলে-অধ্যয়নের সূত্রে তিনি যে অজস্র সূচক-পঞ্জি ও খসড়া তৈরি করেছিলেন—এবার আকরণবাদী বিশ্লেষণের পক্ষে তাদের প্রাসঙ্গিকতা যেন স্বতশ্চল ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। নবার্জিত আকরণবাদী ভাবনার প্রেরণা নিয়ে বার্ত ফিরে এলেন প্যারিসে। রেবেইরোলের চেষ্টায় পররাষ্ট্র বিভাগের সাংস্কৃতিক শাখায় তাঁর নিযুক্তি হল। আলেকজান্দ্রিয়ায় মা তাঁর সঙ্গে ছিলেন না, এবার তাঁর সেই সুযোগ হল। এসময় দিদিমা নোয়েমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

রেভেলিনের বাড়িতে মাঝে মাঝে তিনি গিয়েছেন। কিন্তু আঁরিয়েতার প্রতি তাঁর নির্মম দুর্ব্যবহারের স্মৃতি তিনি ভোলেননি। বন্ধুদের কাছে দিদিমা সম্পর্কে যখনই কিছু বলতেন, শ্লেষ-তিক্ত কণ্ঠস্বর প্রকাশ হয়ে পড়ত। তবু যে তিনি যেতেন, এর কারণ, দিদিমার কাছে লিতর নামক অভিধানবিদ ও দার্শনিকের রচনার প্রথম সংস্করণ ছিল। অর্থাৎ বার্তের ব্যক্তিত্ব ইতিমধ্যে নিজস্ব স্বভাবে উদ্দীপিত পাঠকৃতি হয়ে উঠেছে যাতে কোনো অনুপুঙ্খ বিনা প্রয়োজনে সন্নিবিষ্ট নয়। যা-কিছু করেন তিনি, সমস্তই আত্মিক সমৃদ্ধি অর্জনের সমিধ। উল্টো দিক থেকে তাহলে এও সত্য, যা কিছু নির্মীয়মান পাঠকৃতির পক্ষে সামঞ্জস্যহীন, সে-বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই তাঁর। ঠিক এই কারণে কিছুদিন পরেই নতুন চাকরির আমলাতান্ত্রিক চরিত্র সম্পর্কে বার্ত পুরোপুরি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। নিজেকে তাঁর জালে-বন্দি-মাছ বলে মনে হতে লাগল এবং তিনি মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন। জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত রুদ্ধতার অনুভব তাঁর পাঠকৃতি-সন্ধানেও সংক্রামিত হল। ঐ পর্যায়ের কোনো রচনা-প্রয়াসই যেন অবসাদের ঘেরাটোপ ভেঙে প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছাতে পারছিল না। ১৯৫১-এর মাঝামাঝি বার্তের স্বভাবসিদ্ধ সিদ্ধান্তহীনতা জনিত সংকট খুব প্রবল হয়ে উঠল। এসময় গ্রাইমাস তাঁকে অভিধানতত্ত্ববিদ জর্জ মাতরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অভিধান রচনার নতুন-এক প্রকল্প নিয়ে কিছুদিন ভাবলেনও তিনি।

আপাত-দৃষ্টিতে এসব বার্তের অন্তর্গূঢ় অস্থিরতার অভিজ্ঞান কিন্তু তাঁর জীবনের নির্মীয়মান পাঠকৃতিতে এই অস্থির সন্ধানও বিফলে ফিরে যায়নি। তাঁর ভাষাচেতনা এবং বহুমাত্রিক সামাজিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত ধারণা এতে শানিততর হয়েছে। ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত নানা ধরনের প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করা সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তা অব্যাহত থেকেছে। এসময় আবার নতুন করে মরিস নাদোর সঙ্গে বার্তের যোগাযোগ হল। ততদিনে নাদো কমবেট পত্রিকা থেকে সরে এসে অন্য-এক কাগজ সম্পাদনা করতে শুরু করেছেন। লা লেতুর নোভেল-এ বার্ত নিয়মিত লিখতে শুরু করলেন। স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমস্যা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই তিনি তাঁর লেখা প্রতিমাসে পাঠিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনের আপাত-তুচ্ছ অনুপুঙ্খও গভীর দ্যোতনাময় সামাজিক চিহ্নায়ক—এই হল এইসব রচনার নিয়ন্তা পরাপাঠ। বার্তের এই নিবন্ধগুলি পরে ১৯৫৭ সালে 'Mythologies' নামে সংকলিত হলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। সমসাময়িক সমাজের সমালোচনাত্মক পাঠ তৈরি করার জন্যে বার্ত চিহ্নবিজ্ঞানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

নিজস্ব প্রকরণ গড়ে নিয়েছিলেন। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গে তিনি লক্ষ করেছিলেন রূপক ও প্রত্নকথার স্বতশ্চল নির্মিতি। তাঁর মতে সমাজ নিজেই একই সঙ্গে কৌশলে ঐ সব রূপক ও প্রত্নকথা তৈরি করে নেয়। কিন্তু এইসব নির্মিতি আবার বাস্তবের বিকৃত ভাষ্য গ্রহীতার উপর চাপিয়ে দিতে চায়। বার্ত লক্ষ করেছেন, সমাজই আবার এমন প্রকরণ তৈরি করে যার সাহায্যে এদের অন্তর্বৃত মিথ্যা অনবরত স্পষ্ট হতে থাকে। জীবন থেকে নিরন্তর সামাজিক পাঠকৃতি গড়ে ওঠার এই বিশিষ্ট ধরনের ওপর আলোকপাত করে বার্ত প্রকৃতপক্ষে আমাদের হাতে অত্যন্ত কার্যকরী আয়ুধ তুলে দিয়েছেন, যার সাহায্যে আমরা প্রত্যেকে বাস্তবের অন্তঃশায়ী প্রকল্পনার পরিসরকে শনাক্ত করতে পারি। বুঝে নিই, বিচিত্র রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বয়ানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে নিয়ত সক্রিয় বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এদের মধ্যে আবার লক্ষ করা সম্ভব অজস্র আকরণের ছেদহীন বিন্যাস। এই সময়কার পাঠকৃতির মধ্যে কেউ বা লক্ষ করেছেন পেটিবুর্জোয়া বর্গের তীক্ষ্ণ সমালোচনা। বাস্তবের অনুপুঙ্খকে প্রত্নকথায় রূপান্তরিত করাই এদের মুখ্য প্রবণতা। বার্ত নিজে অবশ্য কলেজ দ্য ফ্রাঁসের প্রখ্যাত উদ্বোধনী বক্তৃতায় জানিয়েছিলেন, ঐসময় তিনি বিশ্বাস করতেন, চিহ্নতত্ত্ব সামাজিক সমালোচনাকে উদ্দীপিত করতে পারে এবং এক্ষেত্রে সার্ত্র, ব্রেখট ও সোস্যুরের প্রেরণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং, জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত অস্থিরতা সত্ত্বেও বার্ত নিজস্ব উপায়ে অস্তিত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বের বাচনকে দ্বিবাচনিক ঐক্যে যুক্ত করতে পেরেছেন। তাঁর জীবনের প্রতিবেদন ও বৌদ্ধিক পাঠকৃতি তাই অন্যোন্য-সম্পৃক্ত নয় শুধু, অন্তর্বয়নের গভীর উদ্ভাসনের সূত্রে পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য। এভাবে বার্ত আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও তাঁর আত্মমুখী পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছিলেন। তাৎপর্যের স্তরে ভাবাদর্শের অবস্থান কতটা গ্রাহ্য, তা নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক পরিসরের খুব কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছিলেন। জগৎ-বীক্ষণের নিজস্ব তাত্ত্বিক পরিকাঠামো তৈরি করার প্রয়োজনে তিনি যখন এভাবে তাঁর প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি দিচ্ছিলেন, সামাজিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া সন্ধানের সেই পর্যায়ে রাজনৈতিক তত্ত্ববস্তু তাঁকে মার্ক্সবাদের প্রায়োগিক ক্ষেত্রের কাছাকাছি নিয়ে আসছিল। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তাঁর সংশয়ও অক্ষুণ্ন ছিল কেননা পার্টির নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে বুদ্ধিজীবী সত্তার পক্ষাঘাত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি ত্রস্ত ছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের বন্ধ্যাত্ব নিয়মতান্ত্রিক রুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পরিসরে এমনভাবে প্রকট হয়ে পড়েছিল যে আন্তরিক বিশ্বাস সত্ত্বেও অবসাদ আক্রমণ করছিল তাঁকে। যাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, তাদের অবস্থান থেকে দূরে সরে যাওয়াও তাঁর কাম্য ছিল না।

এই জটিল আবহে সঞ্চরমান জীবনের বয়ানে বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরাল রূপকের নির্মিতি বহুমাত্রিক তাৎপর্যের সংকেত নিয়ে আসে। বার্ত নিজেই জানিয়েছিলেন, সমসাময়িক জীবন-বৃত্তান্তের প্রতিটি মোড়ে প্রকৃতি ও ইতিহাসকে সংশয়গ্রস্ত হতে দেখে তিনি তা সইতে পারেননি। তিনি লক্ষ করেছিলেন কীভাবে সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গগুলি নিজেরাই নিজেদের বিধি প্রণয়ন করছে এবং বিভিন্ন অনুপুঙ্খ থেকে নিঙড়ে নিচ্ছে রূপক ও প্রত্নকথার দ্যোতনা। তিনি লিখেছেন 'The whole of France is steeped in this anonymous ideology Our press, our films, our pulp literature, our rituals, our justice, our diplomacy, our conversation, our remarks about the weather, a murder trial, a touching wedding, the kitchen we dream of, the garments we wear, everything in everyday life, is dependent upon the representation which bourgeoisie makes us have of the relations between man and world' (১৯৭৩ ১৪০)।

তিন

১৯৫২ সালের অক্টোবরে 'এসপ্রিট' কাগজে কুস্তিখেলা নিয়ে লিখতে গিয়ে বার্ত একে কেবল খেলা বলে মনে করেননি, দৃশ্যকল্প হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন যাতে সব কিছুই চিহ্নায়ক। 'Mythologies' এর পাঠকৃতি পরম্পরার সূচনা এভাবে হয়েছিল জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত অস্থিরতার মধ্যেই। পরবর্তী মাসগুলিতে ধারাবাহিক রচনার সাফল্য বার্তের একক বাচনকে সামূহিক বাচনের পক্ষে গ্রাহ্য করে তুলেছিল। তাঁর একান্ত পরিসর রূপান্তরিত হচ্ছিল সর্বজনীন মনোযোগের বিষয়ে। নোদে ছাড়া গ্রাইমাসও তখন বার্তকে পাঠক-সাধারণের কাছে পরিচিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের আওতা থেকে বেরিয়ে বার্ত তখন অভিধানতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা-প্রকল্পে যোগ দেওয়ার কথা ভাবছেন। মিশেলে-সম্পর্কিত গবেষণা কিছুদিনের জন্যে মুলতুবি রেখেছেন তিনি। বার্তের মনোবাসনা পূর্ণ হলো যখন ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান National Centre for Scientific Research (CNRS) থেকে গবেষণার অনুদান পেয়ে তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের চাকরি ছেড়ে দিলেন। ধীরে ধীরে প্যারিসের বুদ্ধিজীবী মহলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

তাঁর পরিচিতি বিস্তৃত হচ্ছে তখন। ১৯৫৩ সালে 'Writing Degree zero' প্রকাশিত হওয়ার পরে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ল। বিভিন্ন পত্রিকায় সমালোচকেরা সাধারণভাবে অকুণ্ঠ প্রশংসাই করলেন। প্রবন্ধ লেখা ও বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ আসতে থাকল চতুর্দিক থেকে। রোলাঁ বার্ত নামক বিস্ময়কর জীবনের পাঠকৃতির প্রকৃত উন্মোচন সূচিত হল এবার। 'Mythologies'-এ অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির মধ্যে তাঁর খ্যাতির সূত্রপাত হলেও প্রথম বই 'Writing Degree zero' তে সমসাময়িক বিদ্বজ্জন তাঁকে 'phenomenon' হিসেবে স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হলেন।

ঠিক কতটা নতুনত্ব ছিল ঐ বইতে? বা, কোন দিক দিয়ে নতুন বলা যায় তাকে ভঙ্গি নাকি অন্তর্বস্তু! মানবিক পরিস্থিতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলির সামূহিক নাম যদি সংস্কৃতি হয়ে থাকে, তাহলে মানব-সংস্থান ও প্রয়োগের ঐতিহাসিক চরিত্র ও তাৎপর্যকে ঐ 'স্বাভাবিকতা' দিয়ে কতটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব? বার্ত জানিয়েছেন, 'ইতিহাসকে যখন অস্বীকার করা হয়, তখনই তা সবচেয়ে অভ্রান্তভাবে সক্রিয় থাকে' (১৯৬৭ ২)। বিভিন্ন প্রয়োগ-পদ্ধতি কেন, কখন, কীভাবে সৃষ্টি হল—তা বিশ্লেষণ করে ইতিহাস আসলে সংস্কৃতির ভাবাদর্শ থেকে রহস্যের অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেয়। বিচিত্র যুগ ও পর্যায়ের বিস্ময় উন্মোচন করে বলেই ইতিহাসের প্রতিবেদনকে গুরুত্ব দেন বার্ত, তা কিন্তু নয়। সঞ্চরমান বর্তমানকে উদ্ভাসিত করে ইতিহাস আমাদের দেখতেও শেখায় এই তাঁর বক্তব্য। আমরা যখন পুরোনো দিনের কোনো সাহিত্যিক প্রতিবেদন পড়তে যাই, আমাদের সাম্প্রতিক জগতের সঙ্গে পাঠকৃতিতে প্রতিফলিত জগতের পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলিকে আগে চিহ্নিত করতে হয়। এই ব্যবধান দর্পণের মতো হয়ে নিজেদের অনাবিষ্কৃত পরিসর সম্পর্কেই অবহিত করে তোলে। আপাত-দৃষ্টিতে যা আমাদের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, সেদিকে তাকিয়ে কেবল অনতিক্রম্য দূরত্বকেই দেখি না, আজকের দিনে ঐ রচনার সম্ভাব্য তাৎপর্যও বুঝে নিতে পারি। এই অপরতাকে প্রতিষ্ঠিত করে বলেই ইতিহাস সার্থক। নইলে বর্তমানের তাৎপর্যও হয়তো ঝাপসা ও অনধিগম্য থেকে যেত। তাঁর প্রথম বইতেই বার্ত লেখার ইতিহাস সম্পর্কে এবং সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে রূপরেখা দিয়েছেন যাদের প্রেক্ষিতে সমসাময়িক সাহিত্যের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় ও তাদের মূল্যায়ন করা সম্ভব। জাঁ পল সার্ত্রের 'What is Literature' এর সঙ্গে এই বইয়ের ভাবগত ঐক্যের কথা কেউ কেউ বলেছেন। স্বয়ং বার্ত ১৯৭১ সালের একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, 'Writ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ing Degree Zero' বইতে তিনি চেয়েছেন 'to Marxianize the Sartrean Commitment.' (পৃ. ৯২-৯৩)। আলবেয়ার কাম্যুর রচনা পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে বার্ত খুঁজে পেয়েছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যরীতি এবং আরোপিত তাৎপর্য ও শৃঙ্খলাবোধের বিরুদ্ধে সচেতন যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত। তাঁর মতে, এও ইতিহাসের এক নিজস্ব ধরন। গাম্ভীর্যপূর্ণ সাহিত্যিক প্রতিবেদনের কাজই হলো সংস্কৃতির সেইসব অভ্যস্ত রীতিকে অনবরত প্রশ্নে বিদ্ধ করা যা দিয়ে তা জগতের উপর শৃঙ্খলা আরোপ করে। নিজেকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত না-করে কোনো খাঁটি সাহিত্য তৈরি হতে পারে না। কিন্তু এইসঙ্গে এও সত্য যে কোনো লেখাই চিরকালের মতো বৈপ্লবিক হতে পারে না। কারণ ভাষা ও সাহিত্যের প্রচলিত রীতিকে পেরিয়ে যাওয়ার প্রতিটি প্রয়াসই শেষ পর্যন্ত নতুন ধরনের সাহিত্যরীতির জন্ম দিয়ে থাকে।

'Writing Degree Zero' বইটিতে প্রচলিত সমালোচনাধারার নির্দিষ্ট লক্ষণগুলি অনুপস্থিত। খুব কম পাঠকৃতি এতে উল্লিখিত। দৃষ্টান্তের প্রয়োগও নেই বললেই চলে। লেখার ঐতিহাসিক চরিত্র যদিও তাঁর আলোচ্য, ঐতিহাসিক পদ্ধতির অভাব তাতে প্রকট। তবুও তাঁর নিজস্ব বীক্ষণপ্রসূত বয়ান থেকে সাহিত্যিক ভাষার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কীভাবে জগৎকে বিন্যস্ত করে থাকে, পাঠকৃতি সেদিকে তর্জনি সংকেত করে। লেখকের বহির্বৃত রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে এর দ্যোতনা অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও ব্যাপ্ত। ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে যে-সমস্ত সংকেত সাহিত্যিক প্রতিবেদনের মধ্যে হাতে-কলমে প্রয়োগ করে, তাদের অনবরত জিজ্ঞাসার মুখোমুখি করে লেখা বারবার নতুন হয়ে ওঠে। বার্ত ইতিহাসের অনেকান্তিক আখ্যানের মধ্যে এমন নতুন পরিসর খুঁজে নিতে চেয়েছেন যা আমাদের সাহিত্য-চিন্তাকে নতুন দিকে সঞ্চালিত করে। বস্তুত এই চিন্তাকে তিনি নিজে বারবার পুনর্গঠন করে নিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে পরিণত পর্যায়ে বিখ্যাত S/Z বইতে তিনি পাঠকৃতিকে readerly (lisible) এবং writerly (scriptible)—এই দুটি ভাগে বিন্যস্ত করেছিলেন। প্রথমোক্ত ধরনের পাঠকৃতিতে আমরা জানি কীভাবে পড়তে হয় এবং এইজন্যে এ ধরনের বয়ানে নিশ্চিত স্বচ্ছতা থাকে। অন্যদিকে শেষোক্ত ধরনের পাঠকৃতি আত্ম-সচেতন এবং পড়ার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে তা প্রতিরোধ করে। বার্তের এই বক্তব্যে ইতিহাসের পরম্পরার চেয়ে বর্তমান পাঠপ্রক্রিয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক লিখনশৈলীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বর্তমানের উপস্থিতি স্পষ্টত বেশি গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এছাড়া সাহিত্যিক প্রতিবেদনের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বার্ত দেখিয়েছেন, যথাপ্রাপ্ত বিধিবিন্যাস বিশিষ্ট সাহিত্যরীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে না; বিশেষ ধরনের চিহ্নায়ক খচিত লেখাই বিশিষ্ট প্রকরণের স্মারক। তিনি আরো দেখিয়েছেন, তাৎপর্য একটিমাত্র স্তরে প্রকাশিত হয় না; অনেক সময় গৌন স্তরই তাৎপর্যের প্রকৃত নিয়ামক হতে পারে। এই ভাবনার সূত্রেই 'Writing Degree Zero' ও 'Mythologies' বই দুটি গভীরভাবে অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। এই অন্বয়ের উদ্ভাসনেই প্রথম বইটি শুধুমাত্র সাহিত্যিক ইতিহাসের বিশ্লেষণী প্রতিবেদন মাত্র নয়; বরং তা হলো—'a mythology of literary language. There I defined writing as the signifier of the literary myth, that is a form already full of linguistic meaning which receives from the era's concept of literature a new meaning.' (Mythologies 134)

নিয়মতান্ত্রিক জগতে স্বাধীন পরিসর অর্জন যখন দুরূহ, কীভাবে তাতে মৌলিক রচনার প্রয়াস সমস্যা-সংকুল হয়ে ওঠে—এবিষয়ে বার্ত প্রথম বইতে আলোকপাত করেছেন। ইতিহাসে কোন অবস্থান আমরা নিতে পারি, এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ববাদী জিজ্ঞাসা দিয়ে প্রতিবেদন শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উদ্ভ্রান্ত পৃথিবীতে এই পরাপাঠ নিঃসন্দেহে সময়েরই উপার্জন। আধিপত্যপ্রবণ প্রতিবেদনের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং তার প্রতিরোধের দায় নিয়ে ভেবেছেন বার্ত। ভাষার প্রতি নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে উৎসারিত সিদ্ধান্ত হিসেবে ঐ দায়কে গ্রহণ করেছেন তিনি। ব্যক্তির পরিসর বিচ্ছিন্ন একক নয়, সামূহিক উপস্থিতির সঙ্গে তার তাৎপর্য অন্বিত—এই ভাবনা ইতিহাসের সঙ্গে দ্বিবাচনিকতায় গ্রথিত ব্যক্তিগত পাঠকৃতি অনুশীলন করেই অর্জন করেছেন বার্ত। 'Writing Degree Zero'-এর বয়ানে রুশ প্রকরণবাদীদের প্রভাব লক্ষ করেছেন কেউ কেউ। কেননা এঁদের মতো বার্তও বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য মূলত ভাষার স্থাপত্য। যথাযথ প্রাকরণিক ভাষার ব্যবহারই কোনো রচনাকে সাহিত্যপদবাচ্য করে তোলে। কিন্তু এই প্রাকরণিক ভাষার প্রবল অন্তর্বয়ন হিসেবে উপস্থিত বাচনিক বিধিবিন্যাস, অনুমোদিত শব্দভাণ্ডার, রুচিসম্পর্কিত প্রচলিত মান, উল্লেখপঞ্জি প্রভৃতি। এদের সম্মিলিত উপস্থিতি প্রতিটি যুগে গ্রহণযোগ্য পাঠ-ক্ষমতার নিয়ামক হয়ে থাকে। অভিব্যক্তির প্রচলিত ও অনুমোদিত মান অনুযায়ী লেখা যখন বিন্যস্ত হয়, আমরা তাকে সাহিত্যের পদবি দিই। তাহলে মূলত ভাষার প্রাতিষ্ঠানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

প্রয়োগের ফলশ্রুতি হল সাহিত্য। এখানে রুশ প্রকরণবাদীদের সঙ্গে বার্তের প্রধান পার্থক্য সূচিত হচ্ছে। লেখকেরা যথাপ্রাপ্ত বিধিবিন্যাসকে প্রতিরোধ করে পরম্পরার সঙ্গে বিচ্ছেদ তৈরি করেন বলে এক ধরনের দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে। বার্ত কিন্তু নিরন্তর সংযোজনের পক্ষপাতী। লেখকদের দায় কোনো নির্দিষ্ট যুগের স্বভাবে আধারিত সাহিত্যিক চিহ্নায়নে গ্রথিত পাঠকৃতির উপস্থাপনা। এইজন্যে তিনি পুরোপুরি নতুন ধরনের সাহিত্য-ইতিহাস চান যেখানে সাহিত্যের চিহ্নায়নই মূল আধেয় আর যার সাহায্যে ঐ সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রটি শনাক্ত করা সম্ভব। স্পষ্টত এখানে আকরণবাদের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। বার্ত এমন-এক ধরনের ভাষাবোধের কথা বলেছেন যেখানে বাচনিক আকরণ ও প্রক্রিয়াগুলি সমগ্রায়িত হয়ে যায়; এমনকী প্রতিবাদী রচনাও সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক কৃৎকৌশলের দ্বারা অভিভূত ও নিরপেক্ষীকৃত হয়ে পড়ে।

বার্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছিলেন কীভাবে বুর্জোয়া বর্গের দ্বারা পরিকল্পিত মারককেও আত্মস্থ করে সাহিত্যকে টিকে থাকতে হয়। প্রকৃতিবাদের যুক্তিনিষ্ঠ প্রতিবাদও তখন তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। বাস্তববাদকে অনৈতিক বলে ভেবেছেন বার্ত কারণ তা যদিও বিশ্বস্তভাবে জগৎ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার ভান করে, আসলে কিন্তু তা নিজের সাহিত্যিক বয়ান গড়ে তোলার চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকেই অবদমিত করে। রাজনৈতিক দিক দিয়েও তা সমস্যার আকর কেননা তার অন্তর্বৃত দ্বিচারিতা শাসকবর্গের স্বার্থকেই পুষ্ট করে। সাহিত্য হয়ে ওঠে স্থিতাবস্থার অন্য নাম। এইজন্যে যথাপ্রাপ্ত ইতিহাসকে অস্বীকার না-করে নতুন চিহ্নায়কেরা সক্রিয় হতে পারে না। সমকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেও তিনি লক্ষ করেছেন সংকট দীর্ঘায়ত করার প্রকরণ। এবিষয়ে বার্তের বক্তব্য শুধুমাত্র তাঁর নিজস্ব সময় ও পরিসরের পক্ষেই প্রাসঙ্গিক নয়, পুরোপুরি ভিন্ন দেশকালে গ্রথিত আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিত সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য 'Between a proletariat excluded from all culture, and an intelligentsia which had already begun to question Literature itself, the average public produced by primary and secondary schools, namely lower middle class, roughly speaking well therefore find in this artistic realistic mode of writing which is that of a good proportion of commercial novels—the image par excellence of a Literature which has all the striking and intelligible signs of its identity. In this case the function of the writer is not so much to create a

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

work as to supply a Literature which can be seen from afar.' (পৃ. ৬৯-৭০)।

এই মন্তব্যের শেষ বাক্যটি আজকের প্রতিষ্ঠানপুষ্ট তথাকথিত পণ্য-সাহিত্যের পক্ষে দিগদর্শক। বাংলা সাহিত্যের ঐসব পুঞ্জীভূত ফেনা চতুর প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে দূর থেকে নজরে পড়ার জন্যেই পরিকল্পিত ও উৎপাদিত হচ্ছে; শিল্পসৃষ্টির জন্যে কিছুমাত্র দায় এদের নেই। নতুন লেখা গড়ে উঠতে পারে কেবল যথাপ্রাপ্ত ভাষা ধ্বস্ত হওয়ার পরে। সৃষ্টিশীল লেখক যখন ভেতরে ও বাইরে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন, সে-সময় বুঝে নিতে হয়, সমাজ কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে বলেই লেখাও কানাগলিতে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। বন্ধ্যাত্ব, অন্ধতা, বিচ্ছিন্নতা, পক্ষাঘাত ও প্রতিবন্ধকের রূপকল্প বার্ত বারবার ব্যবহার করেছেন। তাঁর চোখে পড়েছে ভাবনাপ্রতিভার অধিকারী লেখকের দুঃসহ যন্ত্রণা—'tragic disparity between what he does and what he sees' (পৃ. ৮৬)। এই লেখা ও করার মধ্যবর্তী ব্যবধান-ই প্রতিটি মানুষকে আজ তার নিজেরই ভাষায় বন্দি করে দিয়েছে। তবু বার্ত কেবল প্রতিকারহীন নৈরাশ্যের কথাই বলেন না, লেখার মৌলিক স্বাধীন পরিসর আবিষ্কার করে অস্তিত্বের উপলব্ধি সঞ্জীবিত করে তোলার আশাও ব্যক্ত করেন। সৃষ্টির বন্ধ্যাত্ব আর ইতিহাসের বন্দিত্ব যে একই সূত্রে গাঁথা, এই অনুভবে বার্তের বয়ান স্পন্দিত। তিনি লিখেছেন 'Writing free at its beginnings, is finally the bond which links the writer to History which is itself in chains society stamps upon him the unmistakable signs of art so as to draw him along the more inescapably in its own process of alienation.' (পৃ. ৪০)।

চার

বার্ত তাঁর উপলব্ধি থেকে আদর্শ লেখাকে চিহ্নিত করেছেন 'zero degree' লেখা হিসেবে কারণ তা প্রচলিত 'সাহিত্য' বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক ধারণাকে প্রতিহত করে ভাষার শুদ্ধ ও অস্খলিত অভিজ্ঞতায় পৌঁছে যায়। গদ্যে এজাতীয় লেখার আদর্শ তিনি খুঁজে পেয়েছেন আলবেয়ার কাম্যুর মধ্যে আর কবিতায় মালার্মে-ঘরানায়। ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রায়োগিক প্রকৃতিকে এধরনের লেখা ধ্বংস করে। নানা ধরনের পূর্বার্জিত তাৎপর্যের পিঞ্জর লেখার স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করে, এই অনুভূতি থেকে বার্ত প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

চেয়েছেন। আধুনিক কবিতার মধ্যেও ভাষার রুদ্ধ দিগন্ত ভেঙে ফেলার তীব্র আর্তি লক্ষ করেছেন বার্ত। সব ধরনের যথাপ্রাপ্ত প্রায়োগিক রুদ্ধতা ও অভ্যস্ত শব্দসজ্জা পেরিয়ে গিয়ে আধুনিক কবিতায় অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে বাঙ্ময় নৈঃশব্দ্যের প্রতিষ্ঠা। বার্ত লিখেছেন 'This void is necessary for the density of the word to rise out of a magic vacuum, like sound and a sign devoid of background, like fury and mystery' (পৃ. ৪৬-৪৭)। প্রশ্ন হচ্ছে, এধরনের লেখায় কোনো সামাজিক স্বভাবসম্পন্ন বিনিময়ের পরিসর কি আদৌ সম্ভব! সার্ত্র থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়ে বার্ত তো একথাই লিখেছেন যে লেখকের দায় তাঁকে নিঃসঙ্গ ও নির্জনতাপ্রিয় করে তোলে। মূলত সন্দর্ভ সম্পর্কে নিরপেক্ষ অবস্থানে গিয়েই zero degree লেখায় পৌঁছাতে পারেন লিখিয়ে।

এভাবে যখন ভাবছেন বার্ত, তাঁর নিজের রচনাশৈলী কি শূন্যায়তনের ইশারা নিয়ে জেগে উঠছিল? এ বিষয়ে অবশ্য সমালোচকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। নতুন লিখন-শৈলীকে অতীত থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের প্রত্যাশাকে নিরাকৃত করতে চেয়েছিলেন তিনি, এই সিদ্ধান্তে আমরা যদি পৌঁছাই—তাহলে আরেকটি প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়, সর্বতোভাবে নতুন লিখন-প্রকরণ কি সত্যিই আবিষ্কৃত হয়েছিল? একদিকে মিশেলের নিবিড় অধ্যয়ন নতুন মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে, অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে প্রত্নকথা ও রূপকের নির্মীয়মান আকল্পগুলি অনুসরণ করছেন। আবার পাশাপাশি এলান রোবেগ্রিয়ের মতো নভোরোমাঁর প্রবক্তার সাহচর্য পাঠকের সঙ্গে স্বেচ্ছাবৃত বিচ্ছিন্নতার কর্ষণে প্রকাশিত হচ্ছে—এইসব মিলিয়ে বার্তের মনোলোকে বিচিত্র বহুস্বরিকতার উদ্ভাসন চলেছে, এমন ধারণা আমাদের হয়। বুঝতে পারি তাঁর জীবন ও মননের দ্বিবাচনিকতা তখন নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

কিন্তু প্রথম বইয়ের সূত্রে বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও বার্ত কিন্তু তৃপ্ত নন। বিভিন্ন চিঠিতে ঐসময় বরং জীবনের নানা অনুষঙ্গ সম্পর্কে তিনি অতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। আর্থিক পরিস্থিতি খুব একটা উন্নত হয়নি, তাঁর মা-ও বই বাঁধাই-এর কাজ থেকে বিশেষ উপার্জন করতে পারছিলেন না। ভাই মিশেলের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার মতো অবস্থাও তখনো তৈরি হয়নি; তাই বার্তকে সর্বোনের বিদেশি ছাত্রদের ফরাসি শেখানোর কাজ নিতে হল। বই লিখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

যত প্রতিপত্তিই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীদের কাছে মর্যাদা আশানুরূপ মাত্রায় না পাওয়াতে তিক্ততা সঞ্চারিত হচ্ছিল তাঁর মনে। অভিপ্রেত সাহিত্য-জগতে প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু ঐ জগতের অতিরিক্ত নিয়মতান্ত্রিকতা তাঁর মধ্যে অনিশ্চয়তার বোধই শুধু জাগিয়ে দিচ্ছিল। সুতরাং কারো কারো মনে হতে পারে, 'Writing Degree Zero'-তে প্রতিফলিত অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনার প্রতি তাঁর সমর্থন আর ব্যক্তিগত জীবনের পাঠ বুঝিবা বিপ্রতীপতায় আক্রান্ত। কিন্তু এর মধ্যে আসলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে মননের দ্বিবাচনিক স্বভাবেরই প্রকাশ। বহির্জীবনের অস্থিরতা ও সংশয় যখন তাঁর জীবনের পাঠকৃতিতে নানা ধরনের অন্তর্বয়ন হিসেবে গৃহীত হচ্ছিল, সে-সময় অন্তর্জীবনকে পুনর্গঠিত করে মননের বহুস্বরিক প্রতিবেদন তিনি গড়ে তুলছিলেন। এই দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার আভাস আমরা আগেও লক্ষ করেছি; পঞ্চাশের দশকে তা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১৯৫৩ সালে রোলাঁ যখন হল্যান্ডে ছুটি কাটাচ্ছেন, তাঁর দিদিমা নোয়েমি মারা গেলেন। প্যারিসে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বার্ত তাঁর মা আঁরিয়েতার প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ সংক্রান্ত কাজে-কর্মে জড়িয়ে পড়লেন। আঁরিয়েতার দীর্ঘ জীবন-সংগ্রাম যদি তাতে শেষ হয়, তিনি কিছুটা স্বস্তি পাবেন—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কয়েক মাস কাটল সম্পত্তি-সংক্রান্ত জটিলতার সমাধানে। ইতিমধ্যে মিশেলে সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বইটি লিখছিলেন বার্ত কিন্তু লেখার কাজ কিছুতেই ঠিকমতো চলছিল না। দিদিমার বাড়িতে কয়েক মাস কাটিয়ে বার্ত ও তাঁর মা রুয়ে সার্ভাদঁনিতে ফিরে এলেন। তখন থিয়েটার পপুলেয়ার নামক সমালোচনা-পত্রটি প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। বার্নার্ড ডর্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁর। নাটক ও সঙ্গীত নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করতেন তাঁরা। ১৯৫৪-এর মে মাসে ব্রেখটের নাটক ও তাঁর নান্দনিক মার্ক্সবাদ সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন বার্ত। ডর্টের সঙ্গে মার্ক্সের 'Critique of the Gotha programme' বিষয়ে আলোচনা করেছেন আর ডর্ট তাঁকে এলান রোবেগ্রিয়ের রচনা সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলেছেন।

কিন্তু থিয়েটার ও নোভোরোমাঁ সম্পর্কে আগ্রহ এমনভাবে সমস্ত সময় অধিকার করেছিল যে CNRS-এর গবেষণা-প্রকল্পে তিনি কোনো সময়ই দিতে পারতেন না। ফলে অভিধানতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো উৎসাহ আর বজায় রইল না। আরো একটি বড়ো কারণ সম্ভবত এই যে বার্তের সৃষ্টিশীল মনকে ঐ ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা তখন আর উদ্দীপিত করতে পারছে না। তত্ত্ববিদের সঙ্গে সৃষ্টিপরায়ণ লেখকের সংবেদনা মেলানোর কথা যখন ভাবছেন বার্ত, ঐ ধরনের কাজ থেকে কোনো সাহিত্যিক অভিব্যক্তি তৈরি হচ্ছিল না। ইতিমধ্যে মিশেলে-বিষয়ক বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে গেছে। বার্ত এবার মনোযোগী হলেন নাটকের সমাজতত্ত্ব সহ দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার অনুশীলনে। অনুমান করতে বাধা নেই, অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের বিকাশমান দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া এভাবে তাঁর কাছে ক্রমশ নতুন নতুন তাৎপর্য নিয়ে উন্মোচিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যে মিশেলে-বিষয়ক বইটি প্রকাশিত হয়েও তা সাধারণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হলো। দীর্ঘ বারো বছর ধরে যে-বইয়ের প্রস্তুতি তাঁর মনন ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং যার সহস্রাধিক সূচক-পঞ্জির নিরন্তর পুনর্বিন্যাস তিনি করে গেছেন, গ্রন্থাকারে তা সীমাবদ্ধ রইল মোটামুটি একশো পৃষ্ঠার মধ্যে। আসলে এই বইটি লিখে বার্ত অনবরত নিজের সবচেয়ে উপযোগী শৈলী ও রচনা-পদ্ধতি তৈরি করে নিচ্ছিলেন। প্রতিদিন সূচক-পঞ্জির বর্গীকরণ ও পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে সমস্ত সম্ভাব্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি তাঁর চিন্তা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আর, এভাবে সুনির্দিষ্ট আকরণ ও অন্তঃসারের পরম্পরা সম্পর্কে তিনি অবহিত হয়ে উঠছিলেন। তাই মিশেলে-বিষয়ক বইতে বার্ত কী লিখেছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়; কীভাবে লিখেছেন, সেটাই দেখার। প্রথম পাঠে এই বইটি উদ্ভট বলে মনে হতে পারে কেননা ধারাবাহিক চিন্তার বুনটের বদলে তাতে দেখা যায় অজস্র খণ্ডিত চিন্তার বিচ্ছুরণ। অধ্যায়ের শিরোনামগুলিও তা-ই। বার্ত তাঁর পাঠকদের প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন, এতে মিশেলের জীবন ও চিন্তার কোনো সারমর্ম বা একটি ঘটনা দিয়ে অন্য ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। বরং তিনি সেখানে অস্তিত্বের আকরণ পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছেন—'If not a life, a thematics, if you like, or better still an organised network of obsessions.' (পৃ. ৩)।

উনিশ শতকের ঐতিহাসিক জুলে মিশেলে সম্পর্কে বার্ত কেন আগ্রহী রইলেন সারা জীবন? বিশ খণ্ডে বিন্যস্ত ফ্রান্সের ইতিহাস লেখা ছাড়াও মিশেলে আরো চব্বিশটি বই লিখেছিলেন। কী পেয়েছেন বার্ত মিশেলের ইতিহাস-অধ্যয়নে? এমন কোনো স্ফুলিঙ্গ তাকে বলা যায় কি যা সময়ের ব্যবধান পেরিয়ে গিয়ে বর্তমানের জটিল আবহকেও উদ্দীপিত করে তোলে! তাহলে বার্তের মিশেলেকে বলা যেতে পারে পুনর্নির্মিত ব্যক্তিত্বের প্রতিবেদন যার মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পঞ্চাশের দশকের অস্তিত্ববাদী বুদ্ধিজীবীর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ বার্তের মিশেলে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক হিসেবে বরেণ্য নন তিনি মূলত সামূহিক উচ্চারণের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্নির্ণয়ের সেতু যার সাহায্যে বার্ত আসলে তাঁর নিজেরই বিচ্ছিন্নতাকে জয় করে নিতে চান। লক্ষণীয় ভাবে বার্ত মিশেলের উচ্চারণে খুঁজে পেয়েছেন অসামান্য কল্পনা-প্রতিভা এবং জীবন-জগৎ-ভাষার সেতু গড়ে তোলার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। বার্তের মনে হয়েছে, মিশেলে চান—'The abolition of all contraries, the magical restoration of a seamless world which is nolonger torn between contradictory postulations.' (পৃ. ১৮৭)। আমাদের মনে হয়, বার্ত তাঁর প্রথম বইতে ভাষাময় নৈঃশব্দ্য দিয়ে গ্রথিত যে-শূন্যায়তনকে লিখন-প্রক্রিয়ার উৎসবিন্দু বলে ভেবেছেন, মিশেলের মধ্যে তা খুঁজে পেয়েছেন তিনি। লেখা তার নিজস্ব প্রকরণ ও অণুবিশ্ব তৈরি করতে গিয়ে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং নিজেই আবার তা মুছে ফেলতে চায়—তিনি যেন এ-সম্পর্কে সচেতন হয়েই এমন ভাষ্য করেছেন। এই অনুভূতি থেকে বার্ত মিশেলেকে ভেবেছেন আধুনিকতার সম্ভাব্য প্রথম লেখক যিনি এক অসম্ভব বাচন তাঁর উচ্চারণের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মিশেলের যৌনতা সম্পর্কে সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়ে বার্ত সমকালীন পাঠকদের হতচকিত করেছিলেন। জীবনের পাঠকৃতির সঙ্গে যিনি লেখার প্রতিবেদন মেলাতে চেয়েছেন সারা জীবন, সেই বার্তের এমন উপস্থাপনা আমাদের নিবিষ্ট মনোযোগ দাবি করে। তিনি বিশ্বাস করেন, সমস্ত লেখাই গড়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিগত ও ভাবাদর্শগত পরিসরের চাপে। তাতে লেখকের সচেতন পছন্দ বা অপছন্দের প্রায় কোনো ভূমিকাই থাকে না। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি কীভাবে লেখকের রচনার অন্তর্বস্তু হয়ে ওঠে এবং ধারাবাহিক আকল্পের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের নির্যাস প্রকাশ করে—মিশেলে-অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে বার্ত বুঝে নিতে চেয়েছেন। কেননা তাঁর নিয়ত অন্বিষ্ট হলো লেখার অবচেতন মনস্তাত্ত্বিক পরিসর। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে জাতিসত্তার বিবর্তন কীভাবে ব্যক্তিগত আয়তনে যুক্ত হয় এবং ব্যাপক ছন্দে সমস্ত তাৎপর্যই রূপকের মতো গ্রথিত হয়ে পড়ে—তা অনুসরণ করতে-করতে তিনি শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে চেয়েছেন প্রতিবেদনের আদি-উৎসে। বার্ত যখন মিশেলের যৌন মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ইতিহাস-লিখনের নিবিড় সম্পর্ক আবিষ্কার করতে চান—তা তাঁর মনোসরণির হদিশ দেয়। মিশেলের ইতিহাস-পাঠে বার্ত যেমন 'A network of themes' খুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পেয়েছেন, তেমনি আমরাও বার্তের রচনার মধ্যে ঐ একই ব্যাপার লক্ষ করি। মিশেলের প্রতিবেদনকে একধরনের 'cryptogram' বলেছেন বার্ত; একথা আবার তাঁর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বইয়ের শেষে বার্তের আরো একটি মন্তব্য তাঁর নিজের সম্পর্কেও ঐ একইভাবে কাজে লাগাতে পারি 'Wrote nothing about any one without consulting as many portraits and engravings as he could. All this life he conducted a systematic interrogation of the faces he passed.' (পৃ. ৮৭)।

পাঁচ

ইতিমধ্যে প্রশিক্ষার্থী গবেষক হিসেবে CNRS-এ তাঁর দুবছরের বৃত্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। যেহেতু গবেষণার প্রতিবেদন তিনি ঠিকমতো দাখিল করতে পারেননি, ঐ বৃত্তি আর পুনর্নবায়িত হয়নি। এতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে তাঁর অস্বস্তি আরো বেড়ে যায় এবং তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই অনিশ্চয়তার পর্যায়ে সাহিত্যিক উপদেষ্টা হিসেবে একটি পত্রিকার সঙ্গে বার্ত যুক্ত হন। দৈনন্দিন জীবনের সমাজতত্ত্ব নিয়ে তাঁর তখনকার ভাবনা 'Mythologies' বইয়ের বিভিন্ন নিবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৫৫ সাল থেকে অর্থকষ্ট অবশ্য তাঁকে পেতে হয়নি কেননা দিদিমার সম্পত্তির অংশ ততদিনে তাঁদের হাতে এসে গেছে। থিয়েটার পপুলেয়ারের দায়িত্ব পালন করতে-করতে ব্রেখটের নাট্য-কর্ম সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। এসময়কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো আলবেয়ার কাম্যুর সঙ্গে তাঁর বিতর্ক। The Plague উপন্যাসের বার্ত-কৃত সমালোচনা-সূত্রে এই বিতর্কের সূচনা হয়। কাম্যুর প্রত্যুত্তর সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বার্ত নিজেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বলে ঘোষণা করেন। এই স্পষ্ট উচ্চারণ সত্ত্বেও অনেকে মানতে চাননি, বার্ত সত্যই একই সঙ্গে মার্ক্সবাদী ও সার্ত্রপন্থী। আসলে স্বাস্থ্যনিবাসে ট্রটস্কিপন্থী চিন্তার প্রভাব আত্মস্থ করার ফলে তিনি কখনো পার্টি - শৃঙ্খলার নামে রুদ্ধতা দ্বারা আবিষ্ট হননি। প্রচলিত মার্ক্সীয় বাচনও হয়তো ব্যবহার করেননি তিনি; কিন্তু এতে সন্দেহ নেই, মোটামুটি ভাবে প্রগতিশীল বামপন্থী চেতনার সঙ্গে নিবিড় সাযুজ্য তাঁর ছিল। দায়বোধ সম্পর্কে সার্ত্রের ধারণা তাঁকে ভাবিয়েছিল যদিও কোনো ধরনের আক্রমণাত্মক বাচন তিনি ব্যবহার করেননি কখনো। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সভা - সমিতি - সমাবেশ - মিছিল -ভিড়ের যে পরিসরটুকু আছে , আপন স্বভাবে তিনি সর্বদা তা এড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

গেছেন। সেইজন্যে নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে স্পষ্ট ঘোষণা করলেও তার অতিভাষ্য করা সঙ্গত নয়। ১৯৫৫-এর একেবারে শেষে মিশেল ফুকোর সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। দু'জনের স্বভাবে প্রকট বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও মানসিক প্রবণতায় সাযুজ্য থাকার ফলে তাঁদের মধ্যে দ্রুত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অবশ্য সেই বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৫৬ সালের শুরুতে কিছুদিন ধ্রুপদী কণ্ঠসঙ্গীতে তালিম নিয়েও স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। এ বছরের মাঝামাঝি থিয়েটার পপুলেয়ারের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। এর একটা কারণ, CNRS-এর সমাজতত্ত্ব বিভাগে গবেষণা-সহায়কের পদে তিনি নিযুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু এসময় আবার তিনি ব্যস্ত ছিলেন 'Mythologies' বইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে। জীবনের নানা অনুষঙ্গে এসময় বার্ত খুঁজছিলেন আলো ও ছায়ার বৈপরীত্য—লক্ষ করছিলেন কীভাবে কিছু কিছু অনুপুঙ্খ আত্মপ্রকাশক হয়ে ওঠে। ভাবাদর্শগত ভাবে যা - কিছু স্বভাবের বিকৃতি, তাদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করাই তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল তখন। বার্ত নিজেই জানিয়েছেন The starting point of these reflections was usually a feeling of impatience at the sight of the 'naturalness' with which newspapers, art, and common sense constantly dress up a reality which, even though it is the one we live in, is undoubtedly determined by history, In short, in the account given of our contemporary circumstances, I resented seeing Nature and History confused at every turn, and I wanted to track down, in the decorative display of what-goes-without-saying, the ideological abuse which, in my view, is hidden there.' (Mythologies 1972 :11)। এসময় পেটি-বুর্জোয়া সামাজিক জীবনের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া ও ঐ প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী রিক্ততা তাঁর চিন্তায় আবর্ত তুলছিল। দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে পাশাপাশি গড়ে ওঠে মিথ্যার আয়তন আর রূপক ও প্রতীকের দ্যোতনা, তা লক্ষ করতে - করতে এই উপলব্ধিতেও পৌঁছাচ্ছিলেন তিনি সার্ত্রীয় বা ব্রেখটীয় বা মার্ক্সীয় তত্ত্ব এইসব চিহ্নায়কদের পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে না।প্রত্নকথা দৈনন্দিন জীবনের আশ্রয়ে যেভাবে অনবরত ফুটে ওঠে, তাতে একই সঙ্গে দেখা যায় তার অন্তর্বৃত মিথ্যা ও মায়া নির্মাণের প্রবণতা। বার্তের চিন্তাসূত্রে যদি ছায়াছবির ছায়াজগতের কথা মনে করি, তাহলে ঐ যুগপৎ মিথ্যা ও মায়ার স্বরূপ স্পষ্ট বুঝতে পারব। যা-ই হোক, সোস্যুরের ভাববিশ্ব থেকে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের ধারণা গ্রহণ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বার্ত তাঁর প্রত্নকথার সন্ধানকে চিহ্নায়কের সন্ধানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তুলেছেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে পরবর্তী পর্যায়ে এল 'Elements of Semiology' বইটি। তাঁর জীবনের পাঠকৃতিতেও তখন নতুন পর্যায়ের সূচনা হয়েছে। দিদিমার সম্পত্তি লাভ করে বার্ত আর্থিক সচ্ছলতা ও কিছুটা বিলাসের মুখ দেখেছেন। ১৯৫৬-এর গ্রীষ্মে বার্নার্ড ডর্ট-এর সঙ্গে ছুটি কাটাতে সাগরের উপকূলে দিদিমার অবকাশ-নিবাসে গেছেন। সূর্য ও সাগর সম্পর্কে খানিকটা অনীহা থাকলেও সদ্য অর্জিত প্রাচুর্যের কল্যাণে যেন আত্মনির্মিত দর্পণে নিজেরই পেটি-বুর্জোয়া অবয়ব দেখেছেন বার্ত। পেটি-বুর্জোয়া জগতের প্রত্নকথা নির্মাণ ও চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া যুগপৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। উমবের্তো একো এই বইয়ের মধ্যে চিন্তার প্রণালীবদ্ধ সংগঠন তৈরির চেষ্টা লক্ষ করেছেন (১৯৮২ ২৫)। বস্তুত ইউরোপীয় চিন্তা-জগতের গুরুত্বপূর্ণ কৃৎকৌশল আকরণবাদ এই বই-এর সূত্রে আসন্ন-এক বৌদ্ধিক প্রত্নকথার পূর্বাভাস নিয়ে এল যেন। 'Mythologies' (১৯৫৭), 'Elements of Semiology' (১৯৬৪) এবং 'The Fashion System' (১৯৬৭)—এই তিনটি বই নিয়ে গড়ে উঠেছে রোলাঁ বার্তের আকরণবাদী পর্যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই সময়পর্বে 'On Racine' (১৯৬৩) ও 'Criticism and Truth' (১৯৬৬) বই দুটি রচিত হলেও স্বভাবের দিক দিয়ে এরা স্বতন্ত্র চিন্তা-পরিসরের প্রতিনিধি। এতে আরো একবার প্রমাণিত হচ্ছে, বার্তের চিন্তাজগৎ কখনো রৈখিকভাবে বিকশিত হয়নি। তাৎপর্যের দিক দিয়েও তাঁর নিরন্তর প্রতিবেদনের সন্ধান কোনো পর্যায়ে একস্বরিক ছিল না। এই অনেকার্থদ্যোতক বিচ্ছুরণের উৎসভূমি হিসেবে তাঁর জীবনের পাঠকৃতিকে নিবিষ্টভাবে অনুসরণ করি যখন, বুঝতে পারি, মননের প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে ধারাবাহিকতা ও দ্বিবাচনিক সমান্তরাল উপলব্ধি।

সময়ের দিক দিয়ে কাছাকাছি হলেও স্বভাবের দিক দিয়ে যেহেতু শেষোক্ত দুটি বই পুরোপুরি আলাদা, তাদের মধ্যে অভিব্যক্ত পার্থক্য-প্রতীতিকে স্বীকার করে নেওয়াই সমীচীন। একদিকে ফরাসি প্রাতিষ্ঠানিক সমালোচনা ধারা এবং অন্যদিকে তরুণতর নব্য সমালোচকদের সংঘর্ষে বার্ত স্পষ্টত ছিলেন শেষোক্ত পক্ষে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে রচিত তিনটি প্রবন্ধের সংকলন হল 'On Racine' বইটি। প্রথম রচনা 'Racinian man' আধুনিক মনঃসমীক্ষণ ও নৃতত্ত্বের সমন্বয়ে রাসিনের নাট্যরচনার পুরোপুরি নতুন ও মৌলিক ব্যাখ্যা দিয়েছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'Racine spoken' আসলে ১৯৫৮ সালে পরিবেশিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

কিছু নাটকের দীর্ঘ আলোচনা মাত্র। এতে বার্ত সমসাময়িক অভিনয়-শৈলীকে আক্রমণ করেছেন কেননা এদের মধ্যে রাসিনের নাট্যকথা কিছু ভাষণের সমাবেশে পরিণত হয়েছে। নাটকে মনস্তাত্ত্বিক স্বভাববাদ বিষয়ে বার্তের বহুদিনকার আপত্তি এতে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে পরিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধ 'History or literature?' প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে প্রচলিত সমালোচনাত্মক বয়ানের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হিসেবে গণ্য। 'Writing Degree Zero' বইতে নতুন সাহিত্য-ইতিহাসের পক্ষে যেসব যুক্তি দেখিয়েছিলেন বার্ত, এতে তা আরো সম্প্রসারিত হয়ে রাসিন সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়েছে। পরম্পরাগত পাণ্ডিত্য ও স্বপ্রমাণ সাহিত্যবিধির ধারণাকে এখানে আক্রমণ করা হয়েছে। রাসিনের মহত্ত্ব বিচার নয়, তাঁর প্রায়োগিক তাৎপর্য অনুধাবন করাই বার্তের অভিপ্রায়। অতীত গৌরবের মোহে ঐতিহ্য-স্তুতি সমালোচনার লক্ষ্য হতে পারে না কেননা সমালোচক থাকবেন সমকালের পরিসরে। সমস্ত সাহিত্যই বর্তমানের প্রতি অস্তিত্ববাদী প্রত্যাহ্বান ঘোষণা করে। বার্তের বিখ্যাত মন্তব্য 'To write is to jeopardise the meaning of world' (পৃ. ix); অর্থাৎ যথাপ্রাপ্ত বয়নে হস্তক্ষেপ করে যথার্থ লেখা চিরাগত তাৎপর্যের অচলায়তনে ফাটল তৈরি করে। বস্তুত জগৎ ও জীবনের রৈখিক দ্যোতনাকে প্রতিহত না করলে নতুন তাৎপর্যের জন্ম হয় না। এইজন্যে লেখা মানে নতুন জগৎ, নতুন জীবন, নতুন সম্ভাবনা।

সাহিত্য তাকেই বলব যা নিরন্তর প্রত্যাহ্বান জানায় আর প্রশ্নবিদ্ধ করে। স্থবির অবস্থানের পরিপোষক মূল্যবোধের উপর তা শিল্পের আঙরাখা চাপিয়ে দেয় না। সুতরাং রাসিনের নাট্যকর্ম নিয়ে যেসব সমালোচকেরা ভাবছেন, তাঁরা নিজস্ব ইতিহাস ও নিজস্ব স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়ে নিজস্ব সময়ের কণ্ঠস্বরই প্রকাশ করবেন রাসিনের রচনার কাব্যিক-ঐতিহাসিক-মনস্তাত্ত্বিক-দার্শনিক সত্য অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। লেখক-জীবনের সূচনায় বার্ত যেসব অস্তিত্ববাদী জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাদের প্রলম্বিত ছায়া যেন দেখতে পাচ্ছি এখানে। এ পর্যায়ে রচিত 'Critical Essays' (১৯৬৪) বইতেও একই প্রবণতা দেখা যায়। এই দুটি বইতে যেন আধুনিকতার খণ্ড-খণ্ড কিছু ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে। ব্রেখ্‌ট-রবেগ্রিয়ে-কাফকা-বাতাইল প্রমুখ লেখকদের কথা বলে বার্ত এমন একটা বিকল্প পরম্পরার আদল তৈরি করতে চেয়েছেন যা সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে বর্তমানের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলে। ইতিহাসের সংস্রবমুক্ত ও সীমাতিযায়ী প্রতিভা হিসেবে যাঁরা রাসিনের চারদিকে প্রত্নকথার জ্যোতির্বলয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

তৈরি করেন, তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করে বার্ত এ ধরনের প্রক্রিয়াকে 'essentially a security operation' (পৃ. ১৪৯) বলেছেন। এসময় ফরাসি আলজেরিয়ায় সন্ত্রাসবাদ তীব্রতম হয়ে উঠেছিল; সম্ভবত সমসাময়িক সেই অভিজ্ঞতার ধূসর ছায়া এসে পড়েছে তাঁর বাচনে। তিনি মনে করেন, রাসিনের কৃতিত্ব আলোচনার ছলে প্রত্নকথার নির্মিতি আসলে 'Seeks to domesticate Racine, to strip him of his tragic elements, to identify him with ourselves, to locate ourselves with him in the noble of classic art, but enfamille; it seeks to give the themes of the bourgeois theatre an eternal status, to transfer to the credit of the psychological theatre the greatness, of the tragic theatre, which at its origin, we must not forget was a purely civic theatre in the myth of Racine, eternity replaces the city' (পৃ. ১৫৯)। বার্ত রাসিনের নাটকে দ্ব্যর্থবোধকতা ও সংঘর্ষকে দেখেছেন স্বাভাবিক বিধি হিসেবে; লক্ষ করেছেন তার মধ্যে তাৎপর্যের ইনফের্নোকে। স্বভাবত প্রথাসিদ্ধ সমালোচনা দিয়ে নাট্য-পাঠকৃতির গভীর দ্যোতনা অনুভব করা অসম্ভব।

রাসিন-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রেমন্ড পিকার অবশ্য বার্তের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, তাঁর উদ্ভাবিত রাসিন আসলে ভ্রান্ত ও বিকৃত পাঠের নিদর্শন। পিকারের অভিযোগ অনুযায়ী বার্তের রচনা পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত, ধ্বংসাত্মক, বিভ্রমময়, বিশৃঙ্খল, বিচারহীন ও অতিমাত্রায় যৌনতাক্রান্ত। তাঁর মতে মনোবিশ্লেষণ শুধুমাত্র রোগীদের জন্যে, সাহিত্যের জন্যে নয়। বার্তের রাসিন আসলে পরাবাস্তববাদী আভাঁগার্দ সাহিত্য-ধারার স্বতোলিখনের দৃষ্টান্ত মাত্র। তাই বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। পিকারের এই আক্রমণাত্মক সমালোচনা সেসময় ঝড় তুলেছিল। সাহিত্যকে যুক্তি-নিষ্ঠ, শান্ত, স্বচ্ছ ও মহান ইত্যাদি যে বলেছিলেন পিকার, তা কোনো-কোনো পরবর্তী আলোচক অবশ্য ক্লিশে বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আর, বার্ত নিজে কী ভেবেছেন, তার বিবরণ রয়েছে 'Criticism and Truth' (১৯৬৬) বইতে। তিনিও ভাষার প্রশ্নের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং আধুনিকীকরণ বিষয়ক যুক্তিবিন্যাসের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। ১৯৬৫-তে এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, তিনিই জাতীয় মূল্যবোধের প্রকৃত অভিভাবক, পিকার নন, কেননা আধুনিক পাঠকদের কাছে ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনর্নির্ণীত সম্পদ তিনি তুলে ধরেছেন (The Grains of the Voice ১৯৮১ ৪১)। পরম্পরাগত সমালোচনাত্মক বয়ানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

শব্দভাণ্ডারে প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য এবং অন্ধবিন্দু সম্পর্কে বার্তের বক্তব্য 'Criticism and truth' বইতে পাওয়া যায়। সমালোচনার নৈর্ব্যক্তিকতা বিষয়ক প্রচলিত ধারণার প্রকৃত অর্থ হলো দ্ব্যর্থবোধকতা বা অনেকার্থকতার প্রতি অবহেলা আর এই ভান করা যে সমালোচকের অবস্থান অস্থিরতাশূন্য ও নিরপেক্ষ। কিন্তু বাকি সবাই পক্ষপাতদুষ্ট ও অল্পবুদ্ধি (পৃ. ৩৬-৩৯)। তেমনি পিকার-কথিত 'সুরুচি'ও গুণবাচক নয়, ভাষার অন্যান্য সম্ভাব্য বাচনের বিরুদ্ধে উচ্চারিত প্রতিষেধ। 'স্বচ্ছতা'ও সংযোগের কৃৎকৌশল না-হয়ে 'পবিত্র বাচন' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে—যা কিছু কিছু নির্দিষ্ট অভিব্যক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করে। এভাবে পরম্পরাগত সমালোচনাকে বার্ত ভাষার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন যার ফলে বাচনের সহজাত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অবশ্য কারো কারো মতে বার্তের নিজস্ব বাচনভঙ্গি এখানে ক্রমাগত রূপকের দ্যুতি বিকীরণ করেছে বলে সাহিত্য ও শিক্ষার বিষয়বস্তু ও অন্তঃসার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা ঝাপসা হয়ে গেছে। ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্লেষ-সম্বলিত বিতর্ক-রচনা হিসেবে সার্থক হলেও বইয়ের শেষভাগে যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিকতার প্রসঙ্গ লক্ষ্যভেদী হতে পারেনি। পিকারের সঙ্গে বিতর্ক যেসব প্রশ্ন তুলে ধরেছে, তার সম্পূর্ণ মীমাংসা সম্ভবত আজও হয়নি। তবু ষাটের দশকের মাঝামাঝি নব্যসমালোচনাপ্রস্থান যে অতীত-মোহের বদলে নবনব উন্মেষপ্রবণ প্রজ্ঞার সম্ভাব্য উদ্ভাসনের দিকে তর্জনি সংকেত করতে চাইছিল—এর গুরুত্ব অসামান্য। বার্ত তখন সময়ের যথার্থ কণ্ঠস্বরই শুনতে পেয়েছিলেন। সাম্প্রতিক মুহূর্ত-সমবায়ের প্রয়োজনকে স্বীকৃতি জানানো তাঁর কাছে অভিপ্রেত ছিল। ছদ্মবিনয় ও সতর্কতার নামে রক্ষণশীল চিন্তা যখন অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চায়, সময়-প্রহরী হিসেবে সেই ক্ষতিকর প্রবণতার প্রতি তর্জনি-সংকেত করে তিনি বুদ্ধিজীবীর প্রকৃত দায়ই পালন করেছেন। সাহিত্যের তাৎপর্য সম্পর্কিত বৌদ্ধিক বিবাদ অবশ্য সহজে নিরসন হওয়ার নয়, হয়ওনি। কেউ কেউ বলেছেন, এই বিতর্ক আসলে ঐতিহ্যবাদী ও প্রাতিষ্ঠানিক সর্বোনের মর্যাদাধন্য বৌদ্ধিক গোষ্ঠী এবং নব্যচেতনাপন্থী, স্বল্পপরিচিত ও প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত একোল প্রাতিক দ্য আউতে এতুদে-র চিন্তাবিদদের অনিবার্য ব্যবধানের ফলশ্রুতি। অর্থাৎ এ ধরনের বিতর্ক ও ব্যবধান দেশে-দেশে যুগে-যুগে ছিল, আছে ও থাকবে। নব্যপাঠকৃতির কেতন উড়াতে চেয়েছেন বার্ত বারবার। কিন্তু আপন সময় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পরিসরে গ্রথিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সূক্ষ্ম ও বহুমাত্রিক তাৎপর্য তিনি কখনো ভুলে যাননি। বার্ত বিশ্বাস করতেন, আধুনিক জ্ঞানের সামগ্রিক কাঠামো ও অন্তঃসার বিধৃত থাকে নিরন্তর মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপনে। তাই কী সাহিত্যে কী জীবনে সমস্ত তাৎপর্য-ই আপাত-তাৎপর্য; চূড়ান্ত নয় কিছুই। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থান থেকে সম্ভাব্য পাঠকেরা ঐসব আপাত-তাৎপর্যে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে তাদের ক্রিয়াত্মক করে তোলেন। তাই সমালোচকের জন্যেও নেই কোনো শাশ্বত শীর্ষবিন্দু। পরবর্তী দুই দশক ধরে দেশে-বিদেশে সৃষ্টিশীল পাঠকৃতি ও সমালোচনাত্মক প্রতিবেদন সম্পর্কে বার্তের বক্তব্য নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে চুলচেরা আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোনের মধ্যে কোনটি কেন প্রাসঙ্গিক, এখানে তা তত জরুরি নয়। লক্ষণীয় শুধু বার্তের নিরবচ্ছিন্ন বহুমুখী সন্ধান। পথ ও পাথেয় যুগপৎ তৈরি করছেন যিনি, বৌদ্ধিক জীবনের প্রস্তুতি-পর্বেই প্রাথমিক কিছু পদক্ষেপ দিতে গিয়ে তিনি চিন্তার অনেকান্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আত্মবিকাশের দ্বিবাচনিকতায় প্রধান ও গৌন প্রবণতাগুলি অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। শুধু বাদী সুর দিয়ে সঙ্গীতের স্থাপত্য গড়ে ওঠে না। সম্বাদী সুরেরও অনিবার্য ভূমিকা থাকে। বার্তের জীবন ও মননের নির্মীয়মান পাঠকৃতি অনুসরণ করে অনুরূপ উপলব্ধিতে পৌঁছাই আমরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

আকরণের খোঁজে পথ থেকে পথান্তরে

১৯৫৪ থেকে বার্তের অন্তর্জীবনে যে-সমস্ত তোলপাড় হচ্ছিল, ১৯৫৬ নাগাদ তার একটি পর্ব শেষ হলো যেন। চিন্তা ও অভিব্যক্তির নতুন প্রকরণ সন্ধান কীভাবে 'Mythologies'-এর রচনাগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে, ইতিমধ্যে আমরা তা দেখেছি। এখানে আমরা লক্ষ করব, কীভাবে তা ইউরোপীয় চিন্তাবিশ্বের বিখ্যাত আকরণবাদী পর্যায়ে যুক্ত হয়েছে। অবশ্য প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ক্লদ লেভিষ্ট্রস যে-অর্থে আকরণবাদের প্রবক্তা, বার্তকে সেভাবে গ্রহণ করা যায় না। তবে বার্তের জীবনের পাঠকৃতি বারবার সময়ের প্রখর সংরাগে রূপান্তরিত হয়েছে বলে তাঁর মনন সর্বদা বহতা সময়ের অনুভূতিতে স্পন্দিত। সমকালীন ফ্রান্সের বৌদ্ধিক জগৎ যখন আকরণবাদী দর্শনের বিচ্ছুরণে উদ্ভাসিত, বার্তও ছিলেন তার শরিক। ব্যক্তি-অস্তিত্ব বা একক বস্তু বা ব্যষ্টির চেতনা যে বৃহত্তর সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও দার্শনিক আকরণের দ্বারা নির্ণীত ও পুনর্নির্ণীত হচ্ছে—এই উপলব্ধি হলো আকরণবাদী ভাবনার সূচনা-বিন্দু। ক্লদ লেভিষ্ট্রস, জাক লাকাঁ, লুই আলত্যুসের ও মিশেল ফুকোর মতো রোলাঁ বার্তও এই মৌল উপলব্ধি থেকে যাবতীয় মানবিক প্রতীতির আমূল পুনর্বিন্যাস ঘটানোর কথা ভেবেছিলেন। এই চিন্তাপ্রস্থানে ব্যক্তিসত্তার প্রান্ত থেকে জগৎ-প্রতীতির প্রক্রিয়া শুরু হয় না। আকরণবাদ জীবন ও জগতের বিশ্লেষণ শুরু করে বৃহত্তর নৈর্ব্যক্তিক সামূহিক বাচনের প্রান্ত থেকে।

ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আকরণবাদের মৌল প্রেরণা। তাঁর প্রস্তাবিত Langue অর্থাৎ ভাষাপদ্ধতি বা সামূহিক বাচন এবং Parole অর্থাৎ ভাষা-ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত উচ্চারণ বা একক বাচন নতুন তত্ত্ববিশ্বের প্রধান দুটি স্তম্ভ। এছাড়া সোস্যুর ভাষা-বিশ্লেষণের দুটি প্রধান পদ্ধতির কথা বলেছেন Synchronic অর্থাৎ যা কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে ভাষার আকরণিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পরিস্থিতি পরীক্ষা করে এবং Diachronic অর্থাৎ যা ভাষার ঐতিহাসিক বিকাশ ব্যাখ্যা করে। এই সূত্রেই জরুরি হয়ে ওঠে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের ধারণা। ব্যক্তিগত চিহ্নের দ্বিবিধ প্রকাশ বলে এই দু'টি পারিভাষিক শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন সোস্যুর। চিহ্নায়নের প্রক্রিয়া সর্বদা প্রসঙ্গ-নির্ভর অর্থাৎ ভাষাতীত জগতের প্রতি তার ইঙ্গিত। স্পষ্টত এই ভাবনা প্রাণিত করেছিল বার্তকে। সুনির্দিষ্ট, বিপুল ও প্রণালীবদ্ধ আকরণের মধ্যে ব্যক্তি-অস্তিত্বের অজস্র অভিব্যক্তি কীভাবে সম্পর্কিত—এই জিজ্ঞাসা থেকে জেগে উঠেছে আকরণবাদ। মানুষের অন্তর্জগতের যাবতীয় সূক্ষ্ম বিভঙ্গ সহ জীবনের পাঠকৃতি যেহেতু মূলত সামাজিক নির্মিতি, এই নির্মিতি-বিজ্ঞানকে অনুসরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়ে উঠল আকরণবাদী চিন্তাপ্রস্থানের মূল উপজীব্য। বার্তের প্রথম রচনা 'Writing Degree Zero' - তেও উদীয়মান চিন্তাপ্রস্থানের প্রাথমিক কিরণসম্পাত অনুভব করা সম্ভব। তবে কীভাবে 'Mythologies' বইতে এই চিন্তাধারার প্রথম নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে, ইতিমধ্যে আমরা তা লক্ষ করেছি। পাশাপাশি আমরা এও দেখেছি, বার্তের জীবন ও মননের পাঠকৃতি মূলত একই জিনিসের দুরকম উৎসারণ মাত্র।

কিন্তু সমকালীন সমালোচকেরা বার্তের দ্বারা পরিশীলিত দ্বিবাচনিক ভাবনার জায়মান আকরণিক চরিত্র ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেননি। বিশেষত দক্ষিণপন্থী আলোচকেরা বার্তকে শত্রু মনে করে তীব্রভাবে, কখনো কখনো অশালীন ভাষায়, আক্রমণ করেছিলেন। কেউ তাঁকে নিন্দা করেছিলেন 'Progressive idiocies' এর জন্যে আর কেউ বা তাঁর 'Mythologies' বইতে দেখতে পেয়েছিলেন 'Part interpretive delirium and part pedantic jargon'! অবার কেউ তাঁর বইকে 'Holiday book choice' বলে তাচ্ছিল্য করেছেন। কিন্তু আমরা আগেই লিখেছি, ফ্রান্সের বৌদ্ধিক জীবনের জন্যে চমৎকার কিছু আকল্পের প্রস্তাবনা বয়ে এনেছিল বইটি। তাই তা কেবল সাংবাদিক ও সমালোচকদের প্রভাবিত করেনি, জাঁ লুক গদারের মতো 'নবতরঙ্গ' বর্গভুক্ত চলচ্চিত্রকার এবং ঔপন্যাসিকদেরও প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। তখনকার বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের জন্যে নতুন দিশার সংকেত বয়ে এনেছিল 'Mythologies'! সময়ের স্ববিরোধ বা বাস্তবতার ক্রমিক বিলয় থেকে বার্ত যে সরে দাঁড়াননি, এর স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে সংকলিত নিবন্ধগুলিতে। তিনি নিজেই জানিয়েছেন 'What I claim is to live to the full the contradiction of my time, which may wellmake sarcasm the condition of truth' (পৃ. ১২)। দ্রষ্টা চক্ষু অধিগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ছিল বলেই সমসাময়িক ফ্রান্সের দৈনন্দিন অনুপুঙ্খের মধ্যে তিনি প্রত্নকথার নির্মিতি-বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছেন। আকরণিক আকল্পের মৌলিক উদ্ভাসন বার্তের নিবন্ধগুলিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, প্রত্নকথাগুলি গড়ে ওঠে কিছু কিছু অর্থের প্রচ্ছন্নতার ভিত্তিতে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থকে প্রকাশ্য করে তোলা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনি চিহ্নায়নের নৈতিকতাও লক্ষ করেছেন।

জাপানি অভিনয়রীতি বা ধ্রুপদী গ্রিক নাট্যকলা বা বাণিজ্যিক ভাবে প্রদর্শিত কুস্তির বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি—সমস্তই চিহ্নায়ক। পণ্যলোভন করে তোলার জন্যে কৌশলে কীভাবে তাদের ঘিরে গড়ে তোলা হয় মায়াবি ঘেরাটোপ ও কিংবদন্তি—এ আমাদের ভারতীয় অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা জেনেছি। কুস্তিগীরদের নিয়ে সুকৌশলে রূপকথার আবহ গড়ে তোলার ফলশ্রুতিতে একসময় বিনোদনের অন্য শক্তিশালী মাধ্যম চলচ্চিত্রেও আমরা ষাট ও সত্তরের দশকে দেখেছি, রুস্তম, কিংকং, হারকিউলিস ইত্যাদির ছড়াছড়ি। এই প্রক্রিয়ায় কুস্তিগীর দারা সিং রূপান্তরিত হয়ে যান বোম্বাই ছায়াচিত্রের কল্পনায়কে। কিংকং, ব্রাউন বম্বার ইত্যাদি নামের আড়ালে পেশাদার ব্যক্তি ঢাকা পড়ে যায়; অপরিণত মন জুড়ে জেগে-থাকা প্রত্নকথার কুয়াশা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়। বার্তের কাছে পাওয়া ইঙ্গিত অনুযায়ী আমরাও লক্ষ করি, ভারতের চলচ্চিত্র জগৎ ও ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ঘিরে রয়েছে ঐ একই ধরনের প্রত্নকথা নির্মিতির প্রক্রিয়া।

এই বইয়ের 'myth today' রচনাটি এইজন্যে আলাদাভাবে লক্ষণীয়। বিষয়বস্তু ছাড়াও এতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আকরণবাদী ভাবনা এবং পূর্ববর্তী মিশেলে-বিষয়ক বইতে ব্যবহৃত পদ্ধতির যুগ্ম উপস্থিতি। পঞ্চাশের দশকে পণ্যায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা শাসিত জনপ্রিয় সংস্কৃতির বিভিন্ন অনুপুঙ্খ বার্তের আকরণবাদী আকল্পের ভিত্তি হয়েছিল। আজকের ভারতবর্ষে তাঁর প্রস্তাবিত সূত্রগুলি যদি সার্থকভাবে প্রয়োগ করি, সাম্প্রতিক জীবনের মঞ্চসাজ আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দূরদর্শনের কল্যাণে আজ যখন আমাদের জীবনে ঝকঝকে রেমণ্ড স্যুটিং ও সম্পূর্ণ মানুষের ধারণা কিংবা লাক্স ও চিত্রতারকার সৌন্দর্য কিংবা পেপসি-ক্ষিপ্রতা ও কোকাকোলা-উদ্দামতা গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে বিজ্ঞাপন-সর্বস্ব প্রতিজগৎ গড়ে তুলছে, বেঁচে থাকার সঙ্গে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে প্রত্নকথা ও কিংবদন্তি। এদিক দিতে বার্তের 'Mythologies' আজও আমাদের পক্ষে সমান প্রাসঙ্গিক। জীবন ও মননের পাঠকৃতিকে নিয়ত মেলানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

চেষ্টা করেছেন বলেই বার্তের উপস্থাপনা এত সার্থক। এই আলোচনায় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Introduction to the structural analysis of narratives' (১৯৬৬) নিয়ে আসাটা জরুরি। অবশ্য সামূহিক পদ্ধতি ও একক অস্তিত্বের আকরণগত সম্পর্ক কতদূর গ্রাহ্য হতে পারে, এই নিয়ে স্বয়ং বার্তের সংশয় মাঝে মাঝে নজরে পড়ে। পরে 'The Fashion System' বইতে বার্ত লিখেছিলেন, একবার জগতে নিবিষ্ট হওয়ার পরে সমস্ত চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াই বহমান জগৎ ও জীবনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে একসময় ঐ পদ্ধতির অনুপুঙ্খগুলি নিজেরাই নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতএব, তাঁর মতে 'In order to comprehend the world, it must withdraw from it, a profound antinomy separates the model for productive behaviour and that for reflexive behaviour, systems of actions and systems of meanings.' (পৃ. ২৯০)। দৈনন্দিন জীবনের রাজনীতি বিভিন্ন বর্গীয় উচ্চারণের মধ্যে যে-আততি তৈরি করে, বার্ত সে-বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর অবস্থানকে কেউ কেউ বামপন্থী পরিসরে সম্পৃক্ত বলে মনে করেছেন। জীবন ও জগতের দিকে তিনি যেভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং যেভাবে সাংস্কৃতিক বিদূষণের লক্ষণগুলি শনাক্ত করেন, তাতে তাঁর বিশ্ববীক্ষার সম্ভাব্য শ্রেণি-চরিত্রও স্পষ্ট হয়ে যায়।

দুই

এইজন্যে 'Mythologies' বইয়ের সমাপ্তি-পর্বে বার্তের এই মন্তব্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে 'The speech of the oppressed can only be poor, monotonous and immediate his destitution is the very yardstick of his language he has only one, always the same, that of his actions; metalanguage is a luxury, he cannot have access to it...this essential barrenness produces rare threadbare myths : either transient or clumsily indiscreet.' (পৃ. ১৪৮)। নিপীড়িত বর্গের বাচনে এই যে মৌল বন্ধ্যাত্ব লক্ষ করেছেন বার্ত, তাতে তাঁর স্বচ্ছ সামাজিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। তার মানে, আকরণবাদী আকল্পের সঙ্গে সামাজিক দায়বোধের পরিসরও খুঁজেছেন বার্ত। অর্থাৎ কোনো ক্ষেত্রেই রৈখিকতা কাম্য ছিল না তাঁর। এই পর্যায়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পাঠকৃতিতেও ছোট-বড়ো পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের পর থেকে বার্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

জীবনে থিয়েটারের ভূমিকা কমে এসেছিল; তিনি ইচ্ছে করেই হয়তো দূরত্ব তৈরি করেছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, একে কিসের চিহ্নায়ক বলে পড়ব আমরা! আসলে বার্তের জীবনে বারবার এব্যাপার ঘটেছে। অভ্যাস যখন আকরণ হিসেবে পরিচিত হয়ে যায়, নিজেকে তিনি সরিয়ে নেন। পুরোনো গণ্ডি মুছে নেওয়ার জন্যে নিজেরই গড়ে-তোলা উদ্যম থেকে তিনি দূরত্ব তৈরি করেন। নোঙর তুলে নিয়ে বন্দরের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়ায় বার্তের মানসিক প্রবণতা স্পষ্ট। তাই দেখি, ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মে থিয়েটার পপুলেয়ারে ব্রেখ্‌টের 'মাদার কারেজ' সম্পর্কিত প্রবন্ধটি ঐ পত্রিকায় তাঁর শেষ রচনা। এক মাস পরেই 'Arguments' কাগজে তিনি বহুপরিচিত 'Ecrivains et Ecrivants' প্রবন্ধটি লিখলেন যাতে বোঝা গেল নতুন পথে তাঁর চিন্তা এখন বয়ে যাচ্ছে। মতাদর্শের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত পরিসর তৈরি করাই ছিল এই কাগজের লক্ষ্য। শুরু থেকেই বার্ত সম্পাদকীয় সমিতিতে ছিলেন। তবে ১৯৬০-এর পর থেকেই এতে তাঁর প্রচুর আলোচনা প্রকাশিত হয়। ঢিলেঢালা ধরনের মার্কসবাদী ভাবনা এই কাগজের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হত। বার্ত ও এর মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক অবচেতনার উপযুক্ত প্রকাশ-মাধ্যম পেয়ে গেলেন। একটু আগে যে-নিবন্ধটির কথা উল্লেখ করেছি, তার প্রথম শব্দে অকর্মক লিখন-প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। আর, দ্বিতীয় শব্দটিতে রয়েছে সকর্মক লিখনের দ্যোতনা। প্রথম বর্গের লেখক ভাষা নিয়ে কাজ করবেন বলে লেখেন। কিন্তু শেষোক্ত বর্গের লেখক নিজে যা ভাবেন, তা প্রকাশ করার জন্যে লেখেন। জীবনের এই পর্যায়ে একান্তভাবে নিজের মুখোমুখি হয়ে বার্ত এধরনের চিন্তাবীজ তৈরি করে নিয়েছেন।

এসময় তিনি প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং খানিকটা উৎসুক শিশুর মতো নিউইয়র্কে মহানাগরিক আধুনিকতার অভিব্যক্তি দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন। হয়তো গভীরতর কোনো স্ববিরোধিতার জন্যেই বার্তের অবচেতনে মার্কসবাদের প্রতি প্রত্যয়ের পুনর্ঘোষণা জরুরি হয়ে পড়ে। তাঁর বৌদ্ধিক অস্তিত্বেও আরো একটি প্রক্রিয়া নিঃশব্দে সক্রিয় ছিল। 'The Fashion System'-এর প্রাথমিক খসড়া তৈরি হচ্ছিল তখন যাতে সামাজিক চিহ্নায়ন সম্পর্কে বার্তের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে বার্ত লেভিস্ট্রসকে তাঁর প্রস্তাবিত গবেষণা-সন্দর্ভের নির্দেশক হওয়ার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু লেভিস্ট্রস সম্মত হননি কেননা, বার্তকে তিনি অতিরিক্ত সাহিত্য - ঘেঁষা বলে মনে করতেন। অবশ্য তা সত্ত্বেও লেভিস্ট্রস তাঁকে মূল্যবান কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। বার্ত লেভিস্ট্রসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

কথায় ভ্লাদিমির প্রপের 'Morphology of the Folktale' বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করেন। এই পাঠে গ্রাইমাসও তাঁর সহযোগী ছিলেন। বার্ত পরে জানিয়েছিলেন, প্রপের চিন্তাবিশ্ব আবিষ্কার করার ফলে তিনি আখ্যান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চিহ্নতত্ত্ব প্রয়োগ করতে পেরেছেন। একসঙ্গে অনেক কিছু নিয়ে ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা এসময় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে ভাষাতত্ত্ব, অন্যদিকে পোষাকের বিচিত্র ধরন; একদিকে লিখনতত্ত্ব, অন্যদিকে সমাজতত্ত্ব সমান্তরাল ভাবে উপস্থিত বার্তের চেতনায়। এতে যেমন পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত বস্তু-সম্বন্ধ তৈরি হয়েছে, তেমনি কূটাভাসেরও অভাব হয়নি। সমস্তই তাঁর নির্মীয়মান পাঠকৃতিতে অন্তর্বয়নের আকর। এইজন্যে লেভিষ্ট্রস যে-অর্থে আকরণবাদের প্রবক্তা, বার্ত কখনো তা নন। তিনি ফিরিয়ে দেননি সময়ের উপার্জনকে ; কিন্তু তাই বলে কোনো আকল্পের মধ্যে স্বেচ্ছাবৃত বন্দিত্বও নয় তাঁর। মূলত ভাষা-ভাবুক হিসেবে নিজেকে বারবার নতুন করে নিয়েছেন তিনি। তাঁর উপলব্ধির মৌল প্রেরণা হলো, ভাষা অস্তিত্ব-দ্যোতক, সর্বত্র তার উপস্থিতি। মানুষের বিষয়ীসত্তাও ভাষা দ্বারা গঠিত।

কেউ কথা বলছে—এই প্রতীতি লিখন-সংক্রান্ত উদ্যমের অন্তর্নিহিত সঞ্চালক। আর, এই হলো বার্তের অনুসৃত আকরণবাদের প্রধান বনিয়াদ। তাই যেখানে সোস্যুরের বক্তব্যে ভাষাবিজ্ঞান হলো চিহ্নতত্ত্ব নামক বিশাল বিজ্ঞানের একটি অংশমাত্র—বার্ত সেখানে মনে করেন, ভাষাবিজ্ঞানের বিপুলতর পরিসরে চিহ্নতত্ত্ব কেবল একটিমাত্র দিকের প্রতিনিধি। মানুষের আগেই ভাষার অস্তিত্ব সর্বদা গ্রাহ্য; এইজন্যে মানুষকে ভাষার ব্যবহারবিধি শেখার জন্যে উদ্যম নিতে হয়। আজীবন এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন বার্ত। তাই ১৯৭৬ সালে কলেজ দ্য ফ্রাঁসের বিখ্যাত উদ্বোধনী ভাষণে তিনি জানিয়েছিলেন, ভাষা স্বভাবে ফ্যাসিবাদী অর্থাৎ ব্যবহারকারীকে ভাষাই নির্দিষ্ট বাচনে পৌঁছাতে বাধ্য করে। বৈজ্ঞানিক বা গবেষক ভাষার প্রতি যে-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যান তাঁদের কাজে, সেই এক্রিভাঁসের বিরুদ্ধে বার্ত দাঁড়ান এক্রিচারের সপক্ষে। একে হয়তো বা তাঁর স্ববিরোধিতাও বলা চলে, কেননা তিনি নিজে কয়েক বছর ধরে গবেষণার কাজ, অনিয়মিত ভাবে হলেও, করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এ আসলে তাঁর জীবন ও মননের পাঠকৃতিতে দ্বিবাচনিকতার আরো একটি অতিরিক্ত প্রমাণ। গবেষণা-প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত না-হলে লেখার মুক্ত পরিসরের জন্যে এত অকুণ্ঠভাবে প্রতিবেদন তিনি তৈরি করতেন কি? লিখিত বয়ানের পরিধিতে পোষাক - রীতি সম্পর্কিত বক্তব্যকে বিন্যস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

করার জন্যে লেভিষ্ট্রস পরামর্শ দিয়েছিলেন বার্তকে। একাজ করতে গিয়ে আকরণবাদের প্রায়োগিক বৈধতা পরখ করে নেওয়ার সুযোগ হাতে এল। পোষাক কীভাবে পরা হচ্ছে, সেদিকে তিনি নজর দিলেন না; তাদের সম্পর্কে কী লেখা হচ্ছে—সেটাই বিবেচ্য হলো। অন্যভাবে বলা যায়, পোষাকরীতিকে হাতে-কলমে নয়—আখ্যানের আধেয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন বার্ত।

এসময় মেজঁ দ্য লেত্যুরের সঞ্চালক ওলিভিয়ের বুর্গেলিন থিয়েটার সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে বার্তকে আমন্ত্রণ করেন। সবাইকে বিস্মিত করে তিনি ফ্যাশন সম্পর্কে ভাষণ দিলেন। উপস্থাপনা ও ভাষ্যের অভিনবত্ব শ্রোতাদের কাছে বৈপ্লবিক মৌলিকতার বার্তা বয়ে এনেছিল। ঐ বিষয়কে উপজীব্য করে বার্ত ক্রমশ বিবর্তিত হলেন এক পাঠকৃতি থেকে অন্য পাঠকৃতিতে। সঙ্গে-সঙ্গে আকরণবাদের প্রায়োগিক বৈধতা আর তাঁর নিজস্ব পরাপাঠের সম্প্রসারণও পরীক্ষিত হল নিম্নোক্ত নিবন্ধগুলিতে 'The history and sociology of clothing', 'Language and clothing', 'Knitting at home', 'Towards a sociology of clothing'! ১৯৬০-এর গ্রীষ্মে বার্ত তাঁর গবেষণা-সন্দর্ভ লেখার কথা ভাবছিলেন; কিন্তু তাঁর নিজেরই এক্রিভাঁৎ বিষয়ক ধারণা অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে সামূহিক জীবন সম্পর্কে পূর্ব-নির্ধারিত কিছু সিদ্ধান্তের জন্যে ঘটল বন্ধুবিচ্ছেদ। আলজেরিয়ার বিপ্লবে যারা রাষ্ট্রবিরোধী বলে বন্দি হয়েছিলেন, তাদের বিচারের দিন ধার্য হলে সার্ত্রর 'লে তেঁপ মদার্ন' এবং মরিস নাদোর 'লে লেত্যুর নোভেলে' পত্রিকাগোষ্ঠী বিচারাধীন বন্দিদের সপক্ষে ১২১ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত ইস্তাহার প্রকাশ করে। কিন্তু ক্লদ লেভিষ্ট্রস এবং রোলাঁ বার্তের মতো এমনও অনেক বুদ্ধিজীবী ছিলেন যাঁরা ঐ ইস্তাহারে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাঁ পল সার্ত্রর চেতনালোক থেকে বার্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং পুরোনো বন্ধু মরিস নাদো ও বার্নাড ডোর্টের সঙ্গেও তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। এর কারণ, রাজনীতি সম্পর্কে বার্তের যাবতীয় প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র বৌদ্ধিক পরিসরে। প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দেওয়া বা নিজের মতবাদ সোচ্চার ভাবে ঘোষণা করতে প্রবল অনীহা তিনি বোধ করেছেন সবসময়। এতে তাঁর রাজনৈতিক অবচেতনের সঙ্গে কোথাও কোনো স্ববিরোধিতা তৈরি হচ্ছে কিনা, তা তিনি ভেবে দেখেননি। একদিকে তিনি জীবনের ও মননের আকরণ নিয়ে ভেবেছেন আবার অন্যদিক দিয়ে নিজেই আকরণের নির্দিষ্ট আয়তন থেকে সরে এসেছেন। বার্তের জীবন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ব্যাপ্ত পাঠকৃতিতে আকরণের নির্মাণ ও উন্মোচন চলেছে ধারাবাহিক ভাবে। আমরা একটু আগে লক্ষ করেছি, পোশাক-রীতির অনুশীলনেও বাচনের নিজস্ব আকরণ ব্যবহার করেছেন তিনি। তাঁর পরিকল্পিত রূপকল্প একদিকে প্রচ্ছন্ন তাৎপর্যকে প্রকাশ্য করে তোলে এবং অন্যদিকে ভাষ্যের মধ্য দিয়ে বিশদ করে। তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় সেইসব আকরণের প্রতি 'that girdle the hot zone of semantic fertility which is literary style.' (Rick Rylance ১৯৯৪ :৪০)। 'The Fashion System'-কে বার্তের সুলিখিত রচনা বলে সাধারণত গণ্য করা হয় না কেননা তত্ত্ব ও প্রয়োগের সামঞ্জস্য তাতে রক্ষিত হয়নি। উপরন্তু পণ্যায়ন-সর্বস্ব পেটি-বুর্জোয়া জগতের প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ কারো কারো মতে পাঠকৃতিকে নৈরাশ্যমেদুর করে তুলেছে। এই বইয়ের অন্যতম পরিচিত রূপক অনুযায়ী 'fashion is an endless round about of circuits, networks and pathways which is simultaneously imposed and demanded' (পৃ. ২১৫)। সাধারণ জনতা কীভাবে নিজেদের সৃষ্ট সাংস্কৃতিক অপ্রাচুর্যের জালে জড়িয়ে পড়েছে, তা তিনি লক্ষ করেছেন। স্থিতাবস্থাপন্থী সমালোচকরা অবশ্য মনে করেন, বার্ত এই বইতে জনপ্রিয় জীবনের আকরণকে বাণিজ্যিক আকরণের সঙ্গে একাকার করে ফেলেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার অঙ্গ হিসেবে গবেষণা-সন্দর্ভ লেখার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৫৭-তে আর শেষ হয়েছিল ১৯৬৩-তে। এই ছ'বছরে বার্তের জীবন ও মননে বেশ কিছু গুরুতর পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাই রচনা-শৈলীর মধ্যেও এই রূপান্তরের ছাপ পড়েছে।

আকরণবাদী আকল্প অনুযায়ী নির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা ভাবলেও লেখক স্বয়ং তাঁর বীক্ষণের সংগঠনকে স্বরান্তরের উপযোগী করে তুলতে চেয়েছেন। ফলে মূর্ত ও বিমূর্ত, শ্লেষ ও সংবেদনা বাচনের মধ্যে সর্বত্র একইভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এছাড়া বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল মিশেল ফুকোর বিখ্যাত আকরণবাদী ধ্রুপদী পাঠকৃতি 'The Order of Things'-এর সঙ্গে সাদৃশ্য। দুটি বইতেই উপস্থাপনার পদ্ধতি বিশ্লেষিত হয়েছে। বার্ত তাঁর প্রাক্‌কথনে জানিয়েছেন, আকরণ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অস্তিত্ব নয়, একই সঙ্গে তা স্বয়ং যৌক্তিকতার নিষ্কর্ষ এবং 'image system of our time' (পৃ. XI)। অর্থাৎ আকরণকে যান্ত্রিকভাবে দেখেননি তিনি, দার্শনিক অনুষঙ্গ হিসেবেই দেখেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন কীভাবে মানুষ ত্রিশঙ্কুর মতো প্রলম্বিত 'between things and words'! বস্তুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

এটা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম। আর, এখানে ফুকোর গ্রন্থনামের ছায়াও স্পষ্ট। বস্তু ও বাচন একটি আকরণ-নির্ভর পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত। এই পদ্ধতি বীক্ষণের অন্তঃসারকে নির্দিষ্ট কিছু প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে যুক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসে এবং বাস্তবতাকেও করে সংগঠিত। বার্ত যখন নানা ধরনের ফ্যাশন-পত্রিকা নিয়ে কথা বলেন, আমরা বুঝতে পারি, তিনি আকরণবাদী চিহ্নতত্ত্ব দিয়ে এদের বিভিন্ন বর্গকে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্লেষণ খুব একটা রসগ্রাহী হয়নি। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে আকরণের উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা ও সংশয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে : 'It is the sequence of constraints, and not that of freedoms, which best describes this structure.'(পৃ. ১৬১)

অথচ ভোগবাদী সমাজের শোষণ-প্রবণতার চক্রক আবর্তনকে বার্ত স্পষ্ট ও তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এতে তাঁর বিশ্ববীক্ষার রাজনৈতিক মাত্রা প্রকট হয়ে পড়েছে। আকরণবাদের ভিন্নতর অবয়ব ব্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারত। ভ্রষ্ট সমাজে কীভাবে সত্তার বিদূষণ ঘটে এবং ক্রমশ তা অকল্পনীয় রিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছে যায়—এ বিষয়ে সার্ত্রীয় বয়ানের ছায়া যেন লক্ষ করি আমরা। পণ্যবাদী সমাজে আকাঙ্ক্ষা নিম্নগামী হতে বাধ্য এবং এরই ফলশ্রুতিতে সমস্ত বস্তু-সম্বন্ধের তাৎপর্য বিকৃত ও ভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং বিলুপ্ত হয়ে যায় স্মৃতির পরিসর। বার্তের এই পরাপাঠ স্থিতাবস্থাপন্থী সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা। বার্ত যখন ফ্যাশনকে 'Amnesiac substitution of the present for the past' (পৃ.২৮৯) বলে বর্ণনা করেন, এর গভীর দ্যোতনা নিশ্চয় মনোযোগ দাবি করে। আকরণবাদী ভাবনার ছত্রছায়ায় থেকেও সমসাময়িক ছিন্নমূল সমাজের অনিবার্য বিচ্ছিন্নতাকে বার্ত আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। জনপ্রিয় জীবনচর্চাকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন তার চিত্রিত আঙরাখাটি সরিয়ে নিয়ে। আজ পুনঃপাঠ করার মুহূর্তে আমরা বিশ্বপুঁজিবাদের সন্ত্রাস-ভরা কালবেলাকে এই বইয়ের প্রেক্ষিতে নতুনভাবে চিনে নিতে পারি। সমর্থন করতে পারি রিক রাইল্যান্সের এই মন্তব্যকেও 'The fashion system is one of the earliest of post-modern consumer wastelands a world of manufactured, inauthentic desire endlessly recycling itself without memory or purpose' (১৯৯৪ ৪২)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

তিন

১৯৬০-এর শুরু থেকেই বার্তের জীবনের পাঠকৃতিতেও নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। জীবনের নতুন আকরণ মানে চিহ্নায়নের নতুন পরম্পরা আর নতুন চিহ্নায়িতের দিকে তাদের যাত্রা। এবছর একোলে প্রাতিক দ্য হাউতে এতুদের অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগে তাঁর নিযুক্তি হয়। দু'বছর পরে 'Sociology of science, symbols and representations' বিভাগের সঞ্চালক হিসেবে তাঁর পদোন্নতি হয়। এই পদে তিনি আঠারো বছর কাজ করেছেন অর্থাৎ কলেজ দ্য ফ্রাঁসে নির্বাচিত না-হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। 'কমিউনিকেশনস' নামক আলোচনা-পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতেও তিনি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এই বছরই 'তেলকোয়েল' নামক সর্বজনবিদিত পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে শুরু করে। তরুণ ঔপন্যাসিক ফিলিপ সোলের ঐ কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৩ তে সোলেরের সঙ্গে বার্তের পরিচয় এবং জীবন-ব্যাপ্ত সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। মূলত সোলেরের উদ্যোগে বার্তের বিখ্যাত নিবন্ধ 'Literature and signification' 'তেলকোয়েল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এসময় থেকে ফুকোর সঙ্গে বার্তের সম্পর্ক শীতল হতে শুরু করে এবং অচিরেই তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। পাঠকৃতির নানা বিচিত্র বিভঙ্গের মতো বার্তের জীবনের প্রতিবেদনেও বারবার এভাবে বন্ধুত্বের উদয়াস্ত ঘটেছে। তাতে অন্তর্জগতে উপলব্ধির মেরু-বদল না ঘটুক, নিশ্চিতভাবে কিছু কিছু আকল্প, তাদের অভিব্যক্তি এবং চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার আধার ও আধেয়তে গুরুতর মাত্রাভেদ ঘটে গেছে। সূক্ষ্মভাবে অন্তর্বয়নেও পরিসরগত অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে।

১৯৬৪ সালে ফ্রান্সের রাজনৈতিক আবহও প্রবলভাবে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বিশেষভাবে বামপন্থীদের মধ্যেও কম্যুনিস্ট পার্টি ও তার ছাত্র শাখার সংঘর্ষ জটিল প্রতিক্রিয়া তৈরি করছিল। এ-সময় বার্ত বিভিন্ন ধরনের শিল্প-প্রকরণের তাৎপর্য অনুধাবনের প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি পুনর্বিন্যস্ত করে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। সাহিত্য-সমালোচনার নতুন ধরন ও প্রতিবেদনের আধুনিকতা বিষয়ে মুখপাত্র হিসেবে ক্রমশ বিবেচিত হচ্ছিলেন বার্ত। ইতিমধ্যে তাঁর 'Critical Essays' বইটিও প্রকাশিত হয়ে গেছে। তরুণ সমাজের প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা বস্তুত বিস্ফোরক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তখন। স্বভাবত কালান্তরের দ্যোতনা নতুন চিহ্নায়কের বার্তা বয়ে এনেছে। চিহ্নতাত্ত্বিকের সমালোচনাত্মক দৃষ্টি দিয়ে সমাজকে দেখার প্রবণতা যেমন দেখা যাচ্ছে একদিকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

তেমনি অন্যদিকে সাহিত্যিক পাঠকৃতির নতুন আবিষ্কারমূলক পাঠ প্রস্তাবিত হচ্ছে। বার্ত আকরণবাদী চিহ্নতত্ত্বকে আপন স্বজ্ঞা দিয়ে পুনর্নির্মিত করার কথা ভাবছেন। সার্ত্র, মার্কস, সোস্যুর থেকে প্রেরণা-সূত্র নিয়ে বার্ত ইতিমধ্যে যে নিজস্ব বয়ন তৈরি করে নিয়েছিলেন, তার সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হয়েছে য়্যাকবসন, বেনভেনিস্ট, বাখতিন এবং লাকাঁর চিন্তানুষঙ্গও। বলা বাহুল্য, সমস্ত ধরনের উচ্চারণকে নিজস্ব আকল্প অনুযায়ী আত্মস্থ করে নিয়েই বার্ত তাঁর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছেন। পাথেয় যদিও প্রয়োজনমাফিক বিভিন্ন উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন, পথ ও গন্তব্য একান্ত তাঁরই। বার্তের সংশ্লেষণী প্রবণতা লক্ষ করে কেউ কেউ ভেবেছেন, মৌলিক তাত্ত্বিক হিসেবে তিনি গ্রাহ্য নন।

কিন্তু এধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে ভেবে নেওয়া প্রয়োজন, তত্ত্ব কাকে বলে আর মৌলিকতা-ই বা কী! যে-গ্রিক ক্রিয়ামূল থেকে থিয়েটার, থিয়োরি, থিয়োরেম উদ্ভূত হয়েছে—তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বিশেষ ধরনের দেখার সংকেত। দ্রষ্টা চক্ষুকে জাগিয়ে তোলার জন্যে জীবন ও জগতের সমস্ত অনুষঙ্গকে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেন যিনি, তাঁর মুক্ত মতি সম্পর্কে দ্বিধা থাকার কোনো কারণ নেই। আর এখানেই মৌলিকতা বিষয়ে সব সংশয়ের অবসান হয়ে যাওয়ার কথা। বার্ত জানতেন, অন্বিষ্ট সত্যে পৌঁছানোর জন্যে সময়-স্বভাবের অনুশীলন সবচেয়ে জরুরি প্রাক্‌শর্ত। সময়-স্বভাব উপলব্ধির অন্য নাম হলো চেতনাগত প্রেক্ষিতের বোধ। এই বোধের উদ্‌ভাসন ঘটানোর প্রকরণই তত্ত্ব। এই প্রক্রিয়াকে যদি অনুধাবন না করি, তাত্ত্বিকতা জীবন-বিচ্ছিন্ন বিমূর্ততার প্রতিশব্দ হয়ে উঠবে। ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অনিবার্য দাবিতে মৌলিকতা কখনো একস্বরিক আর কখনো বহুস্বরিক বলে প্রতিভাত হয়। বার্তের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে তাঁর ভাববিশ্বের আকরণবাদী পর্যায়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। সময়-স্বভাবের সঙ্গে বার্তের তাত্ত্বিক বাচন কতটা সম্পৃক্ত ছিল, এর আরো একটি অতিরিক্ত প্রমাণ, Morphology প্রকাশিত হওয়ার পরে এর বিচ্ছুরণ সামূহিক প্রতিবেদনের গোত্রলক্ষণ হয়ে পড়েছিল। তখনকার সাংবাদিক বয়ানে ঐ বইটির বিশিষ্ট ধরন অনুসৃত হচ্ছিল। জাঁ-লুক-গদারের ছবিতে, জর্জ পেরেকের পুরস্কার-বিজয়ী উপন্যাস 'Things'-এ প্রাগুক্ত বিচ্ছুরণের শিল্পসম্মত সম্প্রসারণ লক্ষ করি। জীবন ও মননের যুগলবন্দি যাঁর চেতনায় স্বতঃসিদ্ধ, তাঁর তত্ত্ব-ভাবনার এই সৃজনশীল পরিগ্রহণই তাত্ত্বিক হিসেবে তাঁকে প্রাসঙ্গিক ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। বার্তের প্রতিটি বইয়ের মধ্যে রয়েছে অন্তর্বৃত সংযোগসূত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

Morphology-তে ভোগবাদী পণ্যসমাজের বিজ্ঞাপন-লুব্ধতা তীব্র সমালোচনার বিষয়। ১৯৬৩-তে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞাপন-জগতের কর্ণধারেরা চিহ্নতত্ত্বের বিকাশমান চিন্তাপ্রস্থান সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। 'কাহির দ্য লা পাবলিসিটে' পত্রিকার অনুরোধে বার্ত 'বিজ্ঞাপনের বার্তা' সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখেন যা পরে 'স্বপ্ন ও কবিতা' নামে প্রকাশিত হয়। নামকরণের এই রূপান্তরে খুব তাৎপর্যপূর্ণ সংকেত রয়েছে। বিজ্ঞাপনের অন্বিষ্ট বার্তা ও মাধ্যম, বিজ্ঞাপনদাতা ও তার গ্রহীতা—এই সমগ্র প্রক্রিয়াকে চিহ্নতাত্ত্বিক বয়ান দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন বার্ত।

স্বভাবত প্যারিসের বৃহত্তম বিজ্ঞাপন-সংস্থা পাবলিসিজ্-এর গবেষণা বিভাগের প্রধান জর্জ পেনিনো-র দৃষ্টি বার্তের প্রবন্ধের দিকে আকৃষ্ট হল। তিনি একাধারে দর্শন-জিজ্ঞাসু ও সাহিত্যরসিক ছিলেন। বার্তের সেমিনারে ছাত্র হিসেবে যোগ দিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই বার্তের চমৎকার বিশ্লেষণ, বাচনভঙ্গি, বহুমাত্রিক পাণ্ডিত্য ও চিন্তার অপ্রত্যাশিত দিগন্ত-বিস্তারের ক্ষমতা লক্ষ করে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে পড়লেন। 'বিজ্ঞাপনের চিহ্নতত্ত্ব' বিষয়ে পি. এইচ. ডি ডিগ্রির জন্যে গবেষক হিসেবে নিজের নাম নথিভুক্ত করলেন জর্জ। দ্রুত তাঁদের সম্পর্ক ইতিবাচক ভাবে বিকশিত হল। ফলে জর্জ হয়ে উঠলেন বিজ্ঞাপন-জগতে যুগান্তরের হোতা এবং সেইসঙ্গে চিহ্নতত্ত্বে নতুন পর্যায় সূচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা। ফলে বার্তের অভিজ্ঞতার বলয় আরো প্রসারিত হল। তিনি পাবলিসিজের কার্যালয়ে গিয়ে আধিকারিকদের কাছে ভাষণ দিলেন এবং পরে রাষ্ট্রায়ত্ত রেনো সংস্থার চিহ্নতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার সঙ্গে বৈষয়িক জগতের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটালেন। বিভিন্ন চিত্রকল্প, ফটোগ্রাফ ও পোস্টার বিশ্লেষণ করে নতুন মোটর গাড়ি বিক্রির জন্যে বিজ্ঞাপনী কৃৎকৌশল সম্পর্কিত বয়ান তৈরি করলেন তিনি। নিঃসন্দেহে এ এক নতুন বার্ত এবং এ তাঁর জীবনের পাঠকৃতির অন্তর্গত স্ববিরোধিতা আর কূটাভাসেরও প্রমাণ। পেটি-বুর্জোয়া মূল্য-চেতনাকে যিনি একদা শ্লেষ-বিদ্ধ করেছিলেন, তিনিই জীবনের এই পর্যায়ে পণ্যায়নের ধারক ও পরিপোষক বুর্জোয়া বর্গের আয়ুধে পরিণত হলেন। এতে প্রমাণিত হচ্ছে, বিদ্যাচর্চার কোনো ধারাই যেমন সমাজ-নিরপেক্ষ নয়, তেমনি কোনো কিছুই সার্বভৌম শ্রেয়োনীতির সঙ্গে একমাত্রিক ভাবে সম্পৃক্ত নয়। কোনো চিন্তাপ্রস্থান হয়তো জীবনের অন্তর্বৃত চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকে নতুন ভাবনার কিরণসম্পাতে উদ্ভাসিত করে তোলে; আবার ব্যবহারকারীর অবস্থান অনুযায়ী তা-ই চেতনার আচ্ছাদক হয়ে উঠতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

চার

কিন্তু বার্ত যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে দীর্ঘদিন স্থির থাকেননি, তাঁরই বয়ানে ভেতর থেকে উঠে আসে আত্মসমালোচনার প্রস্তাবনা। বিজ্ঞাপনের জগৎকে মনোবিশ্লেষণের আওতা থেকে সরিয়ে তিনি যে বিকাশমান চিহ্নতত্ত্বের পরিসরে নিয়ে এলেন, এতে নতুন চিন্তাপ্রস্থানেরও যাত্রা সূচিত হল যেন। ১৯৬৪-এর নভেম্বরে 'কমিউনিকেশন্‌স' পত্রিকায় বার্ত 'rhetoric of the image' শীর্ষক আক্রমণাত্মক নিবন্ধটি লিখলেন। এতে পাঠকৃতি ও চিত্রকল্পের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর নতুন ধরনের বক্তব্য প্রকাশিত হল। এবছরই প্রকাশিত হল আকরণবাদী ভাববলয়ের পরিচয়বাহী 'Elements of Semiology' বইটি। কেউ কেউ এই বইতে আদ্রেঁ মার্তিনেতের 'Elements of General Linguistics' বইয়ের প্রভাব লক্ষ করেছেন। বার্ত এতে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে সোস্যুর-পরবর্তী ভাষা-চিন্তার প্রমাণ রেখেছেন। তাঁর অন্বিষ্ট হল পরাভাষাতত্ত্ব বা Trans-Linguistics। বিভিন্ন ধরনের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় কীভাবে বিভিন্ন মানবিকীবিদ্যার অন্তর্বয়ন ব্যক্ত হয়—বার্ত সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে চিহ্নতত্ত্ব হল যুগ-পরিসরের সামূহিক কল্পনার অভিব্যক্তি। এই সূত্রে তিনি সোস্যুরের কাছ থেকে পাওয়া Synchronic চিন্তাবীজের অনুসৃতি লক্ষ করেছেন সংস্কৃতিতে আর এভাবে তাঁর প্রথম বই 'Writing Degree Zero' -তে অনুসৃত সাহিত্য-ইতিহাসের 'diachronic' ধারণাকে যেন অতিক্রম করতে চেয়েছেন।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। কীভাবে বস্তু-সম্বন্ধ সক্রিয় হয়ে ওঠে, এবিষয়ে মনোযোগী হওয়ার ফলে আকরণবাদ কার্যত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে উদাসীন ও নিরপেক্ষ। যিনি বাচন ও রচনার উৎসে শূন্যায়তন খুঁজেছেন, তাঁর কাছে এই নিরপেক্ষতা খুব আকর্ষণীয়। নবজায়মান গণ-সমাজ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার বোধ যখন জনপ্রিয় সংস্কৃতির ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই পর্যায়ে আকরণবাদের প্রাগুক্ত চরিত্রে বার্ত যথার্থ বিশ্লেষণী কৃৎকৌশল খুঁজে পেয়েছেন। জগৎ যেহেতু ভাষার নির্মিতি, ভাষা সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টিকোন তিনি মেনে নেননি। অর্থাৎ শব্দ ও বস্তুর প্রত্যক্ষ সংযোগ স্বীকার করেননি তিনি কিংবা ভাষা দর্পণের প্রতিকল্প—এমনও মনে করেননি। সামাজিক নির্মিতি বলেই ভাষা নানা উৎস থেকে উপকরণ শুষে নিয়ে তাদের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় আত্তীকৃত করে নেয়। গণসংযোগের কৃৎকৌশলগুলি যখন অজস্র ধারায় বিকশিত হচ্ছিল, বার্ত চিহ্নায়নের পুরোপুরি নতুন ধরন খুঁজে পাচ্ছিলেন দ্রুত ধাবমান সমাজে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

তাঁর বিশ্লেষণে চিহ্নতত্ত্ব বিমূর্তায়িত নয় কখনো, বরং সমাজের সঙ্গে তার যোগ অত্যন্ত গভীর। লক্ষণীয় ভাবে একক বাচনের চেয়ে সামূহিক বাচন তাঁর মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করেছে। এই বইয়ের যুক্তিশৃঙ্খলা অনুসরণ করে আমাদের মনে হয়, তাঁর লেখক-জীবনের শুরুতে জীবনের অস্তিত্ববাদী ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে যেমন প্রাণিত করেছে, তেমনি এই বইয়ের প্রতিবেদনেও ঐ পরিসর যেন পুনর্নবায়িত হয়েছে।

বস্তুত 'Elements of Semiology' এবং 'The Fashion System' যেন একই ভাবনাবৃন্তে ফুটে-ওঠা দুটি কুসুম; আবার, এদের মধ্যে নিবিড় ছায়াপাত করেছে 'Mythologies'-এর পরাপাঠ। তবে শেষ দুটি বইতে পণ্যসর্বস্ব পুঁজিবাদী সমাজের ভয়ঙ্কর ছবি যেভাবে গভীর সাংকেতিকতায় চিত্রিত হয়েছে, তাতে এই দু'টি পাঠকৃতিকে কখনো বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলে না। বার্তের মননে তাঁর জীবনের পাঠকৃতি ঐ সময় নিশ্চিতভাবে প্রদোষের ছায়াম্লান ভঙ্গুর জগতের আকল্পকে নিরঙ্কুশ করে তুলছিল। এমন-এক সম্পত্তি-লুব্ধ অপজগতের আদল এই বইদুটিতে ফুটে উঠেছে যার কোনো সাংস্কৃতিক মূল্য নেই। এই জগৎ টাকা-মানুষদের সন্ত্রাসে তৈরি বলে বিলাস-বৈভবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পোষাক, প্রসাধন, খাদ্য, আসবাব, যানবাহন প্রভৃতির জন্যে আকাঙ্ক্ষার আকরণ দিয়ে তা গঠিত। স্বভাবত এতে প্রকৃত সৃজনশীলতার অনুপস্থিতি প্রকট এবং কোনো ধরনের দ্বিবাচনিকতার অবকাশও এই অপজগতে নেই। বার্ত আমাদের জানিয়েছেন প্রবলভাবে ক্রিয়াত্মক জগতের কথা যেখানে 'Relation of the technical and the significant are woven together' (পৃ. ৪২)। বিচিত্র ধরনের চিহ্নায়ন অন্যোন্য-নিবিষ্ট হয়ে সমসাময়িক জগতে এমন ধরনের তাৎপর্য-প্রতীতির পদ্ধতি গড়ে তুলছে যাদের অতিরিক্ত চিহ্নায়ন-সচেতনতা কার্যত সর্বগ্রাসী। তাই সত্যবোধের বদলে উদ্ভূত হচ্ছে শুধু সত্যভ্রম, যার বাইরে বাস্তবতার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাহলে কি বার্ত আমাদের জন্যে চিহ্নতাত্ত্বিক বন্দিশালা শনাক্ত করে দিয়েছেন? নিবিড় পাঠে বুঝতে পারি, চিহ্নতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রতিবেদন মূলত ভাবাদর্শগত অবস্থানের নিশ্চিত ফলশ্রুতি। নিটোল বাস্তবতার উপরে মানুষ স্বভাববশত যে-সমস্ত স্বকপোলকল্পিত কুহেলির আবরণ চাপিয়ে দিতে চায়, তাদের প্রতি তর্জনি-সংকেত করে জীবনের মৌল অভিপ্রায় পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছেন বার্ত। এদিক দিয়ে নিশ্চয় বলা যায়, চিহ্নতত্ত্বকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

নিছক বৌদ্ধিক প্রয়োজনে অধ্যয়ন করেননি তিনি। বরং সমকালীন জীবনের পক্ষে সুসমঞ্জস এই তত্ত্বের সাহায্যে তিনি দেখাতে চেয়েছেন বাস্তবতা কীভাবে বিভাজিত হয়, কীভাবেই বা তাতে তাৎপর্য যুক্ত হয় এবং সবশেষে জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

চিহ্নতাত্ত্বিক সামূহিক বাচন কোন উপকরণ ও কৌশলের মধ্য দিয়ে সমাজে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তা বুঝে নেওয়াই আকরণবাদী চিহ্নতাত্ত্বিকের লক্ষ্য। তিনি পৌঁছাতে চান ঐতিহাসিক নৃতত্ত্বের সেই অন্তর্দীপ্ত পরিসরে যে-বিন্দু থেকে আমরা বুঝতে পারি, কীভাবে তাৎপর্যপুঞ্জ পরস্পর-সংবদ্ধ হয়ে বাস্তবতাকেই আড়াল করে দেয়। কিন্তু বার্ত কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক চিহ্নায়কের বন্দিশালা থেকে অন্বিষ্ট বাস্তবতাকে মুক্ত করতে চান, এমন নয়। তিনি জানেন প্রচলিত সাহিত্যের মতো ভাষাও মানুষের একান্ত প্রয়োজন। তবে ভাষা হোক সঞ্চরমান ও গতিশীল, এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। যদি কোনো কারণে স্থিরত্বের মোহে ভাষা শীতল স্তব্ধতা মেনে নেয়, তাহলে সামাজিক প্রতাপের আধার হিসেবে মান্যতা-প্রাপ্ত ও আধিপত্য-প্রবণ ভাবাদর্শ ভাষার উপর দখলদারি কায়েম করবে। বার্ত এও জানেন, টাটকা সু-বাতাস বয়ে-আনা চিহ্নতত্ত্বও সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাসের দ্বারা গ্রস্ত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ভাষ্যের কৃৎকৌশল নিরন্তর পুনর্বিন্যস্ত করে অভিপ্রেত উত্তাপ অটুট রাখা সম্ভব। এই উত্তাপ যতক্ষণ আছে, সমালোচনাত্মক বয়ানের পরিসরও বজায় থাকবে। এইজন্যে প্রয়োজন সামাজিক প্রতিবেদনের নিরন্তর অধ্যয়ন। আর, একথা মনে রাখা, মানুষ পরিবর্তমান সময়ের অনুভব অনুযায়ী প্রতীক গড়ে তোলে এবং নিজেই আত্ম-নির্মিত প্রতীককে ভেঙে দেয়। এইজন্যে কোনো চিহ্নায়কই পুরোপুরি পুরোনো হয় না আবার নতুনও থাকতে পারে না।

এই সূত্রে নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-বিনির্মাণ যথার্থ চিহ্নতাত্ত্বিকের অভিজ্ঞান ও অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে। বার্তের জীবনের পাঠকৃতি জুড়ে তাই এত পথ থেকে পথান্তরে যাত্রা, স্বর থেকে স্বরান্তরে প্রয়াণ। জীবনের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় নানা দৃষ্টিকোন থেকে আলো ফেলে তিনি ক্রমাগত এগিয়ে গেছেন এক লক্ষ্য থেকে অন্য লক্ষ্যে। এইজন্যে চিন্তাবিদ হিসেবে বিশ্রামহীন পরিক্রমাই তাঁর অনন্য গোত্রচিহ্ন। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দিতে টেরেন্স যেমন জানিয়েছিলেন, 'আমি মানুষ, মানুষের পৃথিবীতে কোনো কিছু থেকেই আমি বিচ্ছিন্ন নই' (Homo sum; Humani nil a me alienum puto) তেমনি বার্তও মানবিকী বিদ্যার সম্ভাব্য সমস্ত আধার থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

চিহ্নায়ক ছেঁকে নিতে তৈরি ছিলেন। তাই 'Elements of Semiology' বইয়ের প্রধান রূপকগুলি তিনি আহরণ করেছেন অর্থনীতি, গণিতশাস্ত্র ও ভাষা-বিজ্ঞান থেকে। এই বইতে বার্ত arthrology নামক নতুন প্রশাখার প্রস্তাব করেছেন যা গড়ে উঠবে চিহ্নতত্ত্ব ও বর্গবিভাজন অধ্যয়ন করে। একটু আগে বাস্তবতার উপর আরোপিত আকল্পের কথা লিখেছি; এই নতুন শাখা এদের পর্যালোচনা করবে। বস্তুত এই প্রস্তাব বার্তের অন্যতম প্রধান সমালোচনাত্মক আকল্প হিসেবে ধারবাহিকভাবে উপস্থিত। এই প্রবণতাকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাসম্মত বলা যায় কিনা, এ বিষয়ে স্বয়ং বার্ত পরবর্তী কালে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এও তাঁর নিরন্তর আত্ম-বিনির্মাণের আরো একটি প্রমাণ। লেখাকে যিনি চলিষ্ণুতার অন্য নাম বলে মনে করেন, তাঁর কাছে কোনো তাত্ত্বিক স্থিতি চূড়ান্ত নয়। দ্বিবাচনিকতার মৌল বিধি অনুযায়ী চিহ্নায়নের আকল্প প্রস্তাব করেও তাকে মুছে ফেলাই তাঁর কাছে পাঠকৃতির প্রাক্‌শর্ত। কেউ কেউ এর মধ্যে বার্তের স্ববিরোধিতা ও কূটাভাসের প্রমাণ পেয়েছেন। কিন্তু জীবন-ব্যাপ্ত বয়ানের সামগ্রিকতাকে যদি মনে রাখি, একেও তাঁর স্বাভাবিক চিহ্নায়নের শরিক বলে বুঝতে হবে।

এই পর্যায়ে অবশ্য বার্ত তাৎপর্যের আকরণে কোনো ধরনের 'continuous differential' এর অস্তিত্ব স্বীকার করেননি; একপক্ষীয় পদ্ধতির অনিবার্যতার কথাই বলেছেন (পৃ.৫৩)। তাৎপর্য উপলব্ধির পদ্ধতিকে প্রকাশ করার প্রকরণ হিসেবে চিহ্নতত্ত্ব যেন একধরনের স্বগতকথনে জড়িয়ে যায়। সামাজিক চিহ্নায়নের অন্তরালে এভাবে বুঝিবা কূটাভাস হিসেবে প্রচ্ছন্ন থাকে গভীর শূন্যায়তন, যার সন্ধান বার্তের অবচেতনে জাগ্রত ছিল লেখক-জীবনের শুরু থেকেই। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান থেকে বিশ্লেষণের ধরন আত্তীকৃত করার পরেও তিনি একে যুগপৎ প্রয়োজনীয় ও অস্থায়ী বলেছেন—'a particular taxonomy meant to be swept away, by history, after having been tree for a moment' (পৃ. ৮২)। এই বইতে তিনি নিজে যে-সমস্ত বিশ্লেষণী কৃৎকৌশল প্রয়োগ করেছেন, তাদের সম্পর্কে উপসংহারে এই স্বীকারোক্তি করেছেন যে এরা 'purely operative and inevitably in part arbitrary.' (পৃ. ৯৮)। মুক্তমতি চিন্তাবিদ বলেই বার্ত কখনো আত্মসৃষ্ট তত্ত্ববীজদের মোহে আচ্ছন্ন হননি; নির্দ্বিধায় ও নির্মোহভাবে গেছেন পথ থেকে পথান্তরে। কেননা তিনি জানতেন, কোনো যথার্থ চিন্তা কখনো পিঞ্জর তৈরির অজুহাত হতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

না। চিহ্নতত্ত্বও তাই তাঁর কাছে পিঞ্জর হয়ে ওঠেনি; আসলে তিনি নিজেই হতে দেননি। প্রাগুক্ত মন্তব্যে এর সমর্থন পাচ্ছি। সামূহিক বাচন (langue) ও একক বাচন (parole) এর ব্যবধান কীভাবে সামাজিক পরিসর, অবচেতন পরম্পরা ও পদ্ধতি-নির্ভর মননক্রিয়ার ফসল—সেদিকে বার্ত মনোযোগী। কেউ কেউ বলছেন, এতে বোঝা যাচ্ছে, সামূহিক বাচনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে একক বাচন। একজন যথার্থ চিহ্নতাত্ত্বিক কি একক বাচনের স্বাধীনতাহীনতা অর্থাৎ পরিসরশূন্যতা মেনে নিতে পারেন? ভাষা যেহেতু অনবরত পূর্বধার্য সীমা পেরিয়ে যেতে চায়, সামূহিক বাচনের তথাকথিত অনমনীয়তা কতদূর মেনে নেওয়া সম্ভব? সবচেয়ে বড়ো কথা, সাহিত্যিক পাঠকৃতির মধ্যে পরিবর্তন বা নতুনের আবির্ভাব তাহলে কিসের ভিত্তিতে হবে? ভাষার মধ্যে কিছু কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চল ও সীমান্ত বিভাজনের কথা বলেছেন বার্ত। এবিষয়েও পরবর্তী সমালোচকেরা সমস্যায় পড়েছেন। প্রতিবেদনের সীমানা যখন প্রসারিত হয় ও চিহ্নায়নের নিবিড়তা বেড়ে যায়, বার্তের প্রাগুক্ত আকল্পগুলি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে—এই হল বক্তব্য। আকরণবাদ সমস্ত পদ্ধতিকে যে একাকার করে ফেলতে চায়, এই যান্ত্রিক দৃষ্টিকোন সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। নানা ধরনের লেখায় যখন বহুস্বরিকতা প্রকাশ পায়, তখন তার অন্তর্বৃত চিহ্নায়নের রূপান্তরকে কোনো ধরনের যান্ত্রিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেননা চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় বিপুল নৈঃশব্দ্যের পরিসর, যাকে আমরা বার্তার অতীত উদ্ধৃত্ত অঞ্চল বলতে পারি। বার্তের বক্তব্য সম্পর্কে অধিকাংশ আপত্তি তাই খণ্ডিত দৃষ্টির নিদর্শন।

পাঁচ

সামাজিক পাঠকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিবেদনের সোচ্চার ও নিরুচ্চার পর্যায়কে যিনি অনবরত মেলাতে মেলাতে আর ভাঙতে ভাঙতে এগিয়েছেন, তাঁর রচনায় ব্যক্তিস্বর ও সমষ্টিস্বর, ব্যক্তিচেতনা ও সমষ্টিচেতনা, সঞ্চরমান বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা গভীর দ্বিবাচনিকতায় জড়িয়ে আছে। এই প্রতীতি যতক্ষণ না হচ্ছে, নিজেদের অজ্ঞাতসারে বার্তের প্রতি অবিচারই করব আমরা। বাচনাতীত পরিসর ও ব্যক্তিগত উচ্চারণ সম্পর্কে কতখানি অবহিত ছিলেন বার্ত, এর অভ্রান্ত প্রমাণ মেলে এই বইতেই যেখানে তিনি শৈলী প্রসঙ্গে বলছেন 'The

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

inventiveness of the poetic zone of speech' (পৃ. ৭০) এর কথা। এভাবে চিহ্নতত্ত্বের অধ্যয়ন থেকে বার্তের স্বজ্ঞা, আত্মবিনির্মাণ, শৈল্পিক সংবেদনশীলতা ও সামাজিক সংবিদের নিবিড় উপকূল-রেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। সামূহিক জীবনের উপলব্ধি যেমন ব্যক্তি-জীবনের পরিসরকে উদ্ভাসিত করতে সাহায্য করেছে, তেমনি সমান্তরাল ভাবে ব্যক্তি-অস্তিত্বের প্রান্ত থেকে সামূহিক অস্তিত্বের জায়মান চিহ্নায়ন পরম্পরাকে তিনি উন্মোচিত করেছেন।

সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক প্রতিবেদনে তিনি যেমন বিভিন্ন সীমান্ত ও নির্দিষ্ট অঞ্চলের কথা ভাবছিলেন, তেমনি আশ্চর্যভাবে তাঁর জীবনের পাঠকৃতিতেও তৈরি হচ্ছিল নানা সীমারেখা ও অঞ্চলের বিভাজন এবং তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গড়ে উঠছিল নতুন তাৎপর্যবাহী চিহ্নায়নের রূপরেখা। একদিকে প্যারিস ও অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের গ্রামীন নিসর্গ তাঁর অনুভূতির পরিসরকেও বিভাজিত করে দিচ্ছিল। দ্বিমেরুবিষম এই অবস্থানে বার্ত ফরাসি জাতীয় জীবনের প্রতীকিতা লক্ষ করছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭) তিনি জানিয়েছেন 'My own situation maps on to that of most French people. My life, in terms of where I live, has two co-ordinates. As in the case of most French people, there is Paris, and then there is another provincial origin, the lives of most French people are structured around these two points--Paris and everywhere else....In this sense, I am totally representative of my countrymen.'। এতে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বার্তের জীবনের পাঠকৃতিও চিহ্নায়ক খচিত। তিনি যখন লন্ডনে বা নিউইয়র্কে বা জাপানে যান, তখনও মহানাগরিক জীবনের মধ্যে খুঁজে পান চিহ্নায়নের সাম্রাজ্য।

তথ্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য, ১৯৬১ সালে আঁরিয়েতা তাঁর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া গ্রামের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে বেয়োনের কুড়ি কিলোমিটার দূরে উর্ত গ্রামে একটি বাড়ি কেনেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে রোলাঁ যখনই মায়ের সঙ্গে সেখানে যেতেন, শৈশবের চিহ্নায়কগুলি যেন অবারিত হয়ে উঠত। নিসর্গের শান্ত সাহচর্যে আলো-হাওয়া-রোদ-বর্ণের নতুন পরিসর নিজের মধ্যে শুষে নিতে-নিতে বার্ত জীবন ও নন্দনের জায়মান চিহ্নায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। অনুমান করতে বাধা নেই, এসময় তাঁর বৌদ্ধিক জীবন আরো বহুস্বরিক ও অনেকার্থদ্যোতনার সন্ধানী হয়ে ওঠে। ভাষাবিজ্ঞানের কাছে পাওয়া সংকেতগুলিকে একই সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বার্ত চিন্তার নতুন নতুন অভিব্যক্তি খুঁজে নিচ্ছিলেন। একদিকে প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিকতা আর অন্যদিকে ভিন্নমুখী ভাবাদর্শের সংঘাত তাঁকে বয়ানের মধ্যে আলোছায়ার নতুন অঞ্চল আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করছিল। ফলে আকরণবাদের ঘেরাটোপ ভেঙে তিনি ক্রমশ এগিয়ে গেলেন আকরণোত্তর পর্যায়ের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পাঠকৃতির আকরণোত্তর বিন্যাস

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে বার্তের জীবনে একদিকে প্রবল হয়ে উঠল বিতর্কের উত্তাল তরঙ্গ, অন্যদিকে অন্তর্জগতের তীব্র আলোড়ন তাঁকে ক্রমশ নিয়ে গেল নতুন মাত্রাচেতনা সম্পন্ন বয়নের দিকে। ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ করেছি, ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'On Racine' বইটি নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। বিশেষভাবে রেমোঁ পিকারের কটু সমালোচনা বার্তের মনে যথেষ্ট তিক্ততা ও যন্ত্রণার বোধ জাগিয়ে দিয়েছিল। আসলে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার ধারা থেকে বার্ত অনেকখানি সরে এসেছিলেন; তাই তাঁর উপরে নেমে এসেছিল বিদ্রূপ ও আঘাতের শক্তিশেল। এতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। বিরূপ বিশ্বে নিজেকে তাঁর মনে হলো প্রতিরক্ষাহীন ও প্রতিবিধানে অক্ষম এক অসহায় মানুষ। এলান রোবেগ্রিয়ে জানিয়েছেন, প্রতিপক্ষের উল্লাসময় আক্রমণ কার্যত বার্তের মনকে ঘৃণা ও আতঙ্কের জটিল অনুভূতির বুনটে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছিল। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পরে বার্ত অবশ্য আরো গভীরভাবে নতুন চিন্তাপ্রস্থানের পথ নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৬৬ সালে 'তেলকোয়েল' পত্রিকার কল্যাণে প্রকাশিত হলো তাঁর 'Criticism and Truth' বইটি। কিন্তু পিকার ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে যুদ্ধ-পরিস্থিতির কোনো বদল হল না। একে তখন 'সমালোচকদের গৃহযুদ্ধ' বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।

এত তিক্ততা ও শাব্দিক সন্ত্রাসের কারণ, বার্তের অভিনবত্ব ভিমরুলের চাকে ঘা দিয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার পতাকাবাহীরা কখনো মানসিক জাড্য ও রক্ষণশীলতার দুর্গে খোলা হাওয়ার প্রবেশ অনুমোদন করে না। প্রতাপের নিজস্ব যুক্তিশৃঙ্খলা অনুযায়ী এরা প্রত্যাঘাত করে প্রথাবিরোধী চেতনার প্রকাশকে অঙ্কুরেই ধ্বস্ত করতে চায়। বার্তের ক্ষেত্রেও এটাই ঘটেছে। কিন্তু যাঁর জীবন ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

মননের পাঠকৃতিতে চলিষ্ণুতা প্রধান অন্তঃসার, সংবেদনশীলতা সাময়িকভাবে আহত হলেও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া আর বারবার নিজেকে ভেঙে নতুন করে গড়ে নেওয়া তাঁর ফুরোয় না কখনো। অন্য পর্যবেক্ষকদের কাছে প্যারিসের অণুবিশ্বে ক্রমপ্রসারিত তিক্ত বিতর্কের আঁধি বৌদ্ধিক জীবনের সংকট হিসেবে গণ্য হলেও বার্তের পক্ষে সমস্তই নতুন সূচনার প্রাক্‌কথন হয়ে উঠেছিল। বাইরের ঘটনাপঞ্জি ও অন্তরের দিশা-সন্ধান গভীর দ্বিবাচনিকতায় অন্বিত হয়ে আরো একবার প্রমাণ করল, সংশয় ও বিরোধিতার পীড়ন যখন তীব্রতম তখনই প্রতিস্রোত জেগে ওঠে নতুন খাতের আকাঙ্ক্ষায়। এক আকরণ থেকে অন্য আকরণে পৌঁছানো যথেষ্ট বিবেচিত হয় না সেই সন্ধিক্ষণে; আরো প্রখর মুক্তির তৃষ্ণা অবারিত হয়ে আকরণোত্তর চিন্তা-পর্যায়ের জন্ম দেয়।

নির্দিষ্ট কিছু কৃৎকৌশল ব্যবহার করতে-করতে বার্ত তাদের প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতাও উপলব্ধি করছিলেন। বহির্জগৎ তাঁর জীবনের পাঠকৃতিতে ক্রমাগত যে-সমস্ত নতুন বিন্যাস যুক্ত করছিল, অন্তর্জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল তাদের বিচিত্র সূক্ষ্ম বিচ্ছুরণে। নিজের ভেতরে পথ খুঁজতে খুঁজতে নিজস্ব বয়ানে তিনি লক্ষ করছিলেন শৃঙ্খলার অন্তর্গত শৃঙ্খলা-অতিযায়ী প্রবণতা, প্রকরণের মধ্যে প্রকরণাতীত বিন্যাস, ঐক্যবোধের মধ্যে বহুত্বের সম্ভাব্য পরিসর। এককথায় আকরণের মধ্যে আকরণোত্তর সম্ভাবনা। বার্তের জীবন ও মননের যুগলবন্দি যদি অনুসরণ করি, দেখব কীভাবে একটু একটু করে বাচন থেকেই তিনি তৈরি করে নিয়েছেন বাচনাতীত সংকেত। এটা লক্ষ করে জুলিয়া ক্রিস্তেভা বার্তের বয়ানে 'উদ্বৃত্ত বাচন'-এর কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে ষাটের দশকের শেষ দিক থেকেই বার্ত হয়ে উঠেছিলেন 'Laboratory of a ne v discourse'।

আকরণবাদের ভাববলয়ে সম্পৃক্ত চিন্তাবিদদের মধ্যে বার্তই প্রথম নেতিবাচক দ্যোতনার অভিব্যক্তি হিসেবে ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছিলেন। লক্ষণীয়ভাবে এইজন্যে কোনো নির্দিষ্ট দার্শনিক অবস্থান থেকে তিনি তাত্ত্বিকতার বয়ান শুরু করেননি। তাঁর পর্যবেক্ষণের বিষয় ছিল যেহেতু সাহিত্যের সঞ্চরমান পরিসর, নিজের নিরীক্ষাধর্মী দৃষ্টির প্রয়োজনেই তিনি সীমা অতিক্রম করার প্রেরণা শুষে নিয়েছিলেন। আকরণবাদের বয়ানকে যেন ভেতর থেকে উল্টে দিচ্ছিলেন বার্ত। সামূহিক বাচনের আকল্পকে যদি আকরণবাদের ভিত্তি বলি, তা হলে আভাঁগার্দ একক বাচনকে বলতে পারি আকরণোত্তরবাদের ভিত্তি। শেষোক্ত ক্ষেত্রে দেখি, নেতিবাচকতা লেখকসত্তা ও তৎসংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকে ক্রমশ অস্বীকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

করছে। অতএব সাহিত্যের লক্ষ্য হল মুক্তি, সব ধরনের শৃঙ্খল-মোচন। অনেক সময় অর্থের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য ভাষাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। তাই প্রয়োজনবোধে ভাষা এই আনুগত্যকেও অস্বীকার করে। এই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে বাঙালি পাঠকের মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের কথা, যিনি তরুণ বয়সেও এই উচ্চারণ করেছিলেন 'মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে'। আমরা এমন-এক সভ্যতার ঘেরাটোপে অজস্র বন্দিশালা তৈরি করে চলেছি, যেখানে বিষয়ী নানা ধরনের বিষয়ের পিঞ্জরে রুদ্ধ হয়ে যায়। বার্ত ক্রমশ এই উপলব্ধিতে পৌঁছাচ্ছিলেন, ভাষা সংযোগসূত্র না-হয়ে বিষয়ীকে ঐ ভাষা-ব্যবহারের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। ইতিহাস তাদের অন্তর্দীপ্ত করার বদলে পথ রোধ করছে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মুক্তির স্বভাব চিনে নিতে-নিতে বার্ত তাঁর মননেও অভ্যাসের পিঞ্জর ভাঙার আয়োজন করেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন, একমাত্র সাহিত্যই সেই পরিসর তৈরি করতে পারে যেখানে বিচ্ছিন্নতা ও রুদ্ধতা প্রতিবারই একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিবারিত হয়ে থাকে। প্রাগুক্ত নেতিবাচকতা আসলে অভ্যাসের নিগড় ভাঙার জন্যে আর কাঙ্ক্ষিততর অণুবিশ্ব গড়ার জন্যে পরিকল্পিত। ভাষা-চেতনার গভীরে অবগাহন করে বার্ত লক্ষ করেছিলেন, ভাষা যেমন আকরণ ও তাৎপর্য সৃষ্টি করে তেমনি নিজস্ব মৌলিক উপায়ে তাদের স্থিরত্বের অবসানও ঘটায়। আবার ভাষা প্রত্নকথা সৃষ্টি ও প্রয়োগ করার পাশাপাশি তাকে চূর্ণও করে। ষাটের দশকের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে বার্ত নতুন ভাষাবিশ্ব ও পাঠকৃতির নতুন আদলকে মান্যতা না দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেননি।

১৯৭৩ সালে 'The war of languages' নামক নিবন্ধে ঐ সময়কার প্রত্যয় এভাবে তুলে ধরেছেন বার্ত 'Everything suggests that we cannot escape by culture, by political choice we must be committed, engage in one of the particular languages to which our world, our history compels us. And yet we cannot renounce the gratification—however utopian—of a desituated, dis-alienated language. Thus we must hold in the same hand the two veins of commitment and gratification, must assume a plural philosophy of Languages' (১৯৮৬ ১০৯)। একদিকে দায়বদ্ধতাকে ভাষা-চেতনায় সম্পৃক্ত করার প্রবণতা এবং অন্যদিকে ভাষা-দর্শনের বহুত্ববাদী সংবিদ—এই দুয়ের মধ্যে সেতু রচনা আকরণবাদী পর্যায়ে ভাবাই যেত না। বার্তের অন্তর্জগতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বিপুল পরিবর্তনের মূল কারণ খুঁজতে হবে তাঁর জীবনের পাঠকৃতিতে। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে প্যারিসের বৌদ্ধিক জগতে বার্তের বিকাশ, প্রতিষ্ঠা ও বিবর্তনের ইতিবৃত্ত। ফ্রান্সের বিদ্বজ্জনদের মধ্যে একই সঙ্গে তিনি ছিলেন মূল স্রোতের অন্তর্গত আবার ঐ স্রোতের বাইরেও। তাই তাঁর উচ্চারণে একই সঙ্গে বিম্বিত হত যুক্ত ও বিযুক্ত অস্তিত্বের অনুভব। কখনো মনে হত বার্ত প্রান্তিক অবস্থানের প্রতিনিধি আবার কখনো তাঁকে মনে হত পরিশীলিত বৌদ্ধিক বলয়ের মুখপাত্র। তাই একই সঙ্গে দেখা গেছে প্রচলিত সাংস্কৃতিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার অনুসৃতি আবার কখনো যথাপ্রাপ্ত বয়ানের সমালোচনামূলক প্রতিবেদন।

একই সঙ্গে ভেতরে ও বাইরে সংলগ্ন ও অসংলগ্ন হওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে তাঁর জীবনযাপনেও। প্যারিসের মহানাগরিক জীবন ও বেয়োনের নৈসর্গিক পরিসর তাঁর জীবনে যুগপৎ সত্য ছিল। থিয়েটার পপুলেয়ারের পর্যায় থেকে সরে এসে ফিলিপ সোলের, গেরার্ড গ্যানেট ও জাক দেরিদার মতো বুদ্ধিজীবীদের সাহচর্য যখন উপভোগ করছেন বার্ত, তখনো তাঁর মধ্যে সমান্তরাল আগ্রহের প্রবণতা অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। বিরূপ সমালোচনার ঝড় বয়ে গেলে তিনি অবসন্ন বোধ করেন, আবার একান্ত নিজস্ব পরিসরের জন্যে এই আবশ্যিক যন্ত্রণার পরিধি দিয়েই রচিত হয় তাঁর যাত্রাপথ। বিতর্কের ঝড় যখন তুঙ্গে, বার্ত ডুবে যান কাজে ও ভ্রমণে। ১৯৬৬-এর মে মাসে তিনি টোকিওতে গিয়ে আখ্যানের আকরণগত বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। জাপানে প্রতিটি দিন উপভোগ করেছেন তিনি। অদম্য ও অক্লান্ত ঔৎসুক্য নিয়ে নানা ধরনের মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রাচ্যের এই দূরতম দেশে গিয়ে অভিজ্ঞতার নতুন দিগন্ত আবিষ্কারে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন বলে ১৯৬৬ ও ৬৭-এর মধ্যে মোট তিনবার গিয়ে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে আসেন বার্ত।

নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী বস্তুপুঞ্জ থেকে তখন তিনি ছেঁকে নিয়েছেন প্রতীকের নির্যাস। ওখানকার জীবন-যাপনের নিবিড়তা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, স্বপ্ন ও প্রকল্পনার দেশ হিসেবে জাপান তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে চিহ্নের সাম্রাজ্য। তাই জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে তাত্ত্বিক উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ করে বার্ত লিখেছেন 'Empire of Signs' বইটি। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে জাপানি ভাষা সম্পর্কে কিছুমাত্র কৌতূহল তিনি দেখাননি। তাঁর কাছে বরং বহমান জীবন-স্রোত থেকে আহৃত প্রতীকপুঞ্জ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নিজেকে নব্য রবিনসন ক্রুশো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বলে মনে হয়েছে তাঁর। শুধুমাত্র ক্রুশের আধুনিক সংস্করণ হিসেবে তিনি নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হননি, প্রায় সোয়া কোটি মানুষের কোলাহলমুখর আধুনিক মহানগরে স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়েছেন। সেখানকার কথনবিশ্ব বা লিখনবিশ্ব তাঁর কাছে দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মতো সুদূর অপর হিসেবে রয়ে গেছে। এ কেবল ভ্রমণকারীর কালযাপন নয়, বেপরোয়া অভিযাত্রী দ্বারা সময় ও পরিসরের অভিনব গ্রন্থিবন্ধনও বটে। কেননা ভাষা সেখানে সংযোগের চিহ্নায়ক হিসেবে রচিত নয়, পারাপারহীন চিরস্থায়ী বিয়োগের সংকেত-গ্রন্থনা। নিজের সমকামী প্রবণতা সম্পর্কে বার্ত চিরকালই অন্তর্বৃত; তাই জাপান-প্রবাসের যৌন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ইশারা মাত্র করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে, জীবন-যাপনের প্রণালীবদ্ধ আকরণ থেকে নিষ্ক্রমণের জোরালো ইঙ্গিত সে-সময় বার্তের জীবনকথা ও মনন-বয়নে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দুই

১৯৬৬-এর অক্টোবরে আমেরিকার বাল্টিমোরে জনস্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সাহিত্য-সমালোচনার ওপর আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বার্তের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন দেরিদা, টোডোরোভ ও জর্জ পোলের মতো বিশ্ববন্দিত চিন্তাবিদরা। সমালোচনার ভাষা ও মানববিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বার্ত। এসময় বিচিত্র বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখছিলেন তিনি। জীবনের এমন কোনো অনুপুঙ্খ ছিল না যাকে বার্ত লেখার বিষয়-বহির্ভূত বা মনোযোগের অযোগ্য বলে ভাবতেন। তাই আইফেল টাওয়ার থেকে আরম্ভ করে মিশরীয় লিপি পর্যন্ত নানা বিষয়ে লিখে গেছেন তিনি। এর প্রথম কারণ, নিজের বিশিষ্ট দার্শনিক বীক্ষা অনুযায়ী বার্ত জীবন ও জগতের সমস্ত অনুপুঙ্খকে তাৎপর্যবহ ও চিহ্নায়ক হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করতেন। যা-কিছু মানুষের জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত, তা-ই তাঁর কাছে অপরিহার্য ছিল। দ্বিতীয় কারণ, অজস্র পত্রিকার অনুরোধ মেটাতে গিয়ে তাঁকে দৃষ্টির বহুত্ব ও বাচনের অনেকান্তিকতার ওপর আস্থা রাখতে হয়েছিল। তৃতীয় কারণ, নিজস্ব প্রকল্প অনুযায়ী লেখার সুযোগ সর্বদা হয়ে উঠত না বলে তাঁকে মানববিজ্ঞানের ও মানবিক অনুসন্ধিৎসার নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার করে নিয়ে হয়েছিল। তবু এতে কোনো সংশয় নেই যে সব কিছুর মধ্যেই অদৃশ্য সুতোর মতো উপস্থিত থাকত তাঁর লিখন-তত্ত্ব বিষয়ক মৌল প্রতীতি। একটু আগে আমরা যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

লিখেছি, এই অজস্রতাকে ব্যাখ্যা করা যায় আকরণের নির্দিষ্টতা ও রুদ্ধতা থেকে মুক্তি-প্রয়াসের নিদর্শন হিসেবেও। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা লক্ষ করা প্রয়োজন। সাধারণত দেখা যায়, সৃষ্টিশীল লেখক ও নিত্যনবায়মান দক্ষ শিক্ষক একটি অভিন্ন ব্যক্তিত্বের বলয় গড়ে তোলেন না। ফলে কলাকুশলী শিক্ষক ও মননশীল স্রষ্টা কদাচিৎ পরস্পরের পরিপূরক হয়ে থাকেন। কিন্তু বার্তের ক্ষেত্রে এই দু'টি সত্তার সমান্তরাল প্রকাশ দেখি। একোলে দ্য হাউতে এতুদেতে যেহেতু বার্তকে যথেষ্ট সময় দিতে হত, নিজের নিশ্ছিদ্র ব্যস্ততার সঙ্গে লড়াই করে তাঁকে প্রবন্ধ ও বই লেখার সময় বের করে নিতে হয়েছে। তিনি ছিলেন বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের স্নায়ুকেন্দ্র; শিক্ষকতাকে সৃজনশীল প্রয়োগে রূপান্তরিত করেছিলেন বলে তাঁর সেমিনারে কেবল উৎসুক ছাত্রদের সমাগম হত না। ক্রিস্তিয়ান মেৎজ, বার্নার্ড ডর্ট, ওলিভিয়ের বুর্গেলিন ও রবার্ট ডেভিডের মতো বন্ধুরাও বার্তের পাঠকক্ষে নিয়মিত আসতেন। পাঠ্যবিষয় যেহেতু বারবার বদলে নিতেন বার্ত, তাঁর ওপর চাপ কখনো কমত না।

তবে শিক্ষকতার সূত্রে নিজের লেখক-সত্তাকে উসকে দেওয়ার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। যেমন ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত সমসাময়িক চিহ্নায়ন পদ্ধতি পাঠ্যবিষয় হিসেবে নির্দিষ্ট থাকায় 'The Rhetoric of the Image' এবং 'Elements of Semiology' লেখা সহজ হয়ে উঠেছিল। মননের নতুন দিগন্ত প্রসারিত হয়ে গড়ে উঠল সামাজিক চিহ্নবিজ্ঞানের পরিসর। প্রতিটি বছরের শুরুতে বিদ্যার্থীদের সেমিনারের পাঠ্যক্রম সহ মৌলিক পরিভাষাসূচি জানিয়ে দেওয়া হত। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ বার্তের পাঠদানের বিষয় ছিল : 'Studies on Rhetoric' যাতে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত লেখকদের রচনা কালানুক্রমিক ভাবে অনুসরণ করা হত। 'The genres of discourse' এবং 'Metarhetoric as narrative' ঐ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিশ্লেষিত হয়েছে। টোডোরোভ ও জুলিয়া ক্রিস্তেভার মতো তত্ত্ববিদ তখন বার্তের সেমিনারে ছাত্র হিসেবে যোগ দিয়েছেন। এই পর্যায়কে বলা যায় আকরণবাদের ছায়া থেকে আকরণোত্তর চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর। মননের উদ্ভাসনে অন্তর্জীবন নয় শুধু, জীবিকার পরিসরও সমানভাবে দীপ্যমান ছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা, তত্ত্বচিন্তা থেকে সমাজচিন্তা বিচ্ছিন্ন ছিল না কখনো। এইজন্যে রাজনীতি-মনস্ক ছাত্রদের নতুন প্রজন্ম বার্তের সেমিনারে এমন কিছু পেয়েছেন যা অন্যত্র দুর্লভ ছিল। একদিকে প্রচলিত রীতির বাইরে আকর্ষণীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পাঠদান পদ্ধতি এবং অন্যদিকে তাত্ত্বিক বিধিবিন্যাসের প্রতি বিশ্বস্ত চিন্তাপ্রণালী ছাত্রদের তখনকার আত্মিক প্রয়োজন মেটায়নি কেবল, নিজস্ব পথে বিকশিত হতে প্রেরণা দিয়েছে। ফলে ছাত্রেরা লুই আলত্যুসের, জাক লাকাঁ ও রোলাঁ বার্তের চিন্তা-পরিসরে নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারলেন। বিশেষত বামপন্থী ছাত্রেরা বার্তকে সাধারণভাবে মুক্তমতি বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম অগ্রণী বলে মনে করতেন। থিয়েটার পপুলেয়ার ও আর্গুমেন্টস্ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় তাঁকে ইতিবাচক বামপন্থার প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হত। এভাবে ফ্রান্সের ইতিহাসের আরেক সন্ধিক্ষণে, ১৯৬৮ সালের মে মাসে, ছাত্র-অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৬৬-১৯৬৭ সালে বার্ত সেমিনারে 'প্রতিবেদনের ভাষাতত্ত্ব' মুখ্য বিষয় হিসেবে পড়িয়েছেন। আখ্যানমূলক পাঠকৃতির আকরণগত বিশ্লেষণের সূত্রে বালজাকের Sarrasine এসেছে মনোযোগের কেন্দ্রে। ১৯৭০-এ 'S/Z' নামে প্রকাশিত হওয়ার পরে সাহিত্য-বিশ্লেষণে আকরণোত্তর চেতনার আবির্ভাব-বার্তা ঘোষিত হল যেন। এভাবে জীবিকাকে বার্ত মনন-উদ্ভাসনের সোপান হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। সেমিনারের পাঠকক্ষ ছিল তাঁর নিবন্ধ ও বইয়ের সূতিকাগার; সেখানে তাঁর চিন্তার প্রসার ও পরীক্ষা সম্পন্ন হত। যিনি বাচনের শিল্প, দর্শন ও সংবিদ বিষয়ক ভাবনাকে অস্তিত্বের বিভিন্ন মাত্রায় যুক্ত করে নিয়েছেন, তাঁর কাছে পাঠকক্ষের পারস্পরিক বিনিময়ও নিরীক্ষাগারের কৃৎকৌশল হয়ে উঠেছিল। বিনিময় বলছি একারণে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-ঐতিহ্যে কথন-বিশ্বের মহান রূপকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেও বার্ত লিখন-প্রকল্পের মধ্যে কথকতার শৈলীকে নিবিষ্ট করতে পেরেছিলেন। নিশ্চিতভাবে এর প্রাথমিক নিরীক্ষাধর্মী প্রয়োগ ঘটত তাঁর সেমিনারে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম স্বরন্যাস ছাড়াও আরো স্পষ্ট বিনিময়ের নিদর্শন পাই। যেমন দেখি, জুলিয়া ক্রিস্তেভার আলোচনা থেকে বাখতিনের দ্বিবাচনিকতা সহ রাবেলে-ডস্টয়েভস্কি-জয়েসের সাহিত্যকৃতির কথা জানার পরে বার্তের বিশ্লেষণে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি যুক্ত হয়েছে। এ সময় ক্রিস্তেভা ছাড়াও গ্যারার্ড গ্যানেট, ক্রিস্তিয়ান মেৎজ, ফিলিপ সোলের, টোডোরভ প্রমুখ নিজেদের প্রকল্প অনুযায়ী প্রতিবেদন পেশ করেছেন। বাচনের বহুত্ব সম্পর্কে বার্তের নিজস্ব ধারণা এতে সমর্থিত ও প্রসারিত হয়েছে।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রবলভাবে সক্রেটিসপন্থী হওয়াতে তিনি ছাত্রদের কথিত বা লিখিত বাচনে কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না। সবাইকে স্বাধীনভাবে বিকশিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

হওয়ার সুযোগ দিতেন। অনুমান করতে বাধা নেই, তা সত্ত্বেও তাঁর ভাববলয়ের বিচ্ছুরণ থেকে কেউ মুক্ত ছিলেন না। তার চেয়েও বড়ো কথা, স্বাধীন চিন্তা যে কখনো নির্দিষ্ট আকরণের মধ্যে বন্দি থাকতে পারে না, এ বিষয়ে বার্তের প্রত্যয় ক্রমশ দৃঢ়মূল হয়েছে সেমিনার থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার সূত্রে। ক্রমাগত পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন বলে প্রতিটি শিক্ষাবর্ষ পূর্ববর্তী পর্যায়ের মৌল স্বভাব ও সংগঠনের তুলনায় কিছু-না-কিছু ভিন্ন হয়ে পড়ত। ইতিমধ্যে বার্ত বেনভেনিস্ট, দেরিদা, গ্রাইমাস, ফুকো প্রভৃতি তাত্ত্বিকের সাম্প্রতিক বইগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন। বৌদ্ধিক স্বাধীনতা ও বিনিময়ের পরিসর উত্তরোত্তর শানিত ও প্রসারিত হচ্ছিল তখন। কার্যকরী পদ্ধতির সন্ধান করতে-করতেই বার্ত আশ্চর্যভাবে পদ্ধতির নির্দিষ্টতা সম্পর্কে বিশ্বাস হারাচ্ছিলেন। তাই সমসাময়িক জায়মান তত্ত্বগুলিতে নিষ্ণাত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সচেতনভাবে তাত্ত্বিক আকরণ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছিলেন। এসময় তাঁর চিন্তা তত্ত্বের প্রয়োগ-সম্ভাবনা নিয়ে এতটা ব্যাপৃত ছিল না, যতটা ছিল তত্ত্ব ও প্রয়োগের পরস্পর-সম্পৃক্ত উপস্থাপনায়। প্রতিবেদনের স্বতঃসিদ্ধ বহুস্বরিকতা মনে রেখে বার্ত চিহ্নায়নের বিভিন্ন স্তরের দিকে তর্জনি সংকেত করছিলেন। জীবনের প্রতিটি আপাত-তুচ্ছ অনুপুঙ্খও যে 'signifying matrix' সন্ধানের যোগ্য—এবিষয়ে বার্ত-চিন্তাবৃত্তের প্রত্যেকে অবহিত হয়ে উঠছিলেন।

কথা ও লেখার জটিল আন্তঃসম্পর্ক ও তুলনামূলক মর্যাদা সম্পর্কে বার্ত ধীরে ধীরে যে-ধারণায় পৌঁছেছিলেন, তাতেও সূক্ষ্মভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আত্মিক আকরণ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা। উত্তম বক্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু সর্বদা কথনবিশ্ব সম্পর্কে তাঁর অবিশ্বাসের কথা বলেছেন। কেননা, তাঁর মতে, কথার মধ্যে শ্রোতাকে জেনে-শুনে বিপথে পরিচালিত করার ভ্রষ্টাচার লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ কথা প্রতারক মাত্র। সোচ্চার শব্দ মায়াবি ভ্রম রচনা করে যাতে সত্য আড়ালে পড়ে যায়। চতুর মিথ্যার নিপুণ ফাঁদ এড়ানোর জন্যে বার্ত সব ধরনের আকরণকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি জানিয়েছেন 'কথা বলার চেয়ে লেখা আমি বেশি পছন্দ করি। বক্তৃতা দেওয়া আমার কাছে খুবই অস্বস্তিকর কেননা আত্মনাট্য রচনার আশঙ্কায় আমি সর্বদা ত্রস্ত থাকি'। তিনি আরো বলেছেন, মানুষের জীবন সচেতন ও অবচেতন চিহ্নায়নের দ্বারা শাসিত। কথক স্বতশ্চলভাবে যথাপ্রাপ্ত মানবিক অভ্যাসের বশবর্তী হয় বলে ঐসব কায়িক ও মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু লেখক তাঁর লিখন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

প্রক্রিয়ায় এ বিষয়ে সচেতন থেকে প্রয়োজন বোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন। তিনি বলেছেন 'I am afraid of theatricality of what might be termed hysteria. I am afraid that while I am speaking I may get carried away and find myself giving conspiratorial glances, winking at the audience...involved in more or less willing seductions.' (১৯৭৫ ১৭)। এই বয়ান থেকে যে-নিষ্কর্ষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো, কথা কখনো বিভ্রমের প্রতিষেধক হতে পারে না। লেখা তা পারে। পাঠকৃতি সব কুয়াশা সরিয়ে দিয়ে সূর্যালোকের স্বচ্ছতা ও উত্তাপ এনে দেয় কারণ লিখনবিশ্ব তার অবলম্বন। বার্ত-চিন্তাবৃত্ত গড়ে উঠেছে মূলত এই দার্শনিক আকল্পের ভিত্তিতে।

১৯৬৭ ফ্রান্সের বৌদ্ধিক জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তখন দেরিদা-লাকাঁ-লেভিস্ট্রস-ফুকো তাঁদের যুগান্তকারী বই দিয়ে চিন্তাজগতে অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছিলেন। বার্ত এর যাবতীয় উত্তাপ নিজের মধ্যে শুষে নিয়েও স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী সমস্ত ধরনের প্রকাশ্য ও উত্তাল অভিব্যক্তি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। ১৯৬৮-এর মে মাসে প্যারিস যখন ছাত্রদের মহাবিক্ষোভ জনিত উত্তেজনায় বেপথুমান, অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনার প্রায়-উন্মত্ত অভিব্যক্তি সর্বস্তরের মানুষকে হতচকিত করে দিচ্ছিল। বুদ্ধিজীবীরা অনুভব করছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এ আরেক মহাসন্ধিক্ষণ সমাসন্ন। তখন, শেক্সপীয়রের ভাষায়, 'The time is out of joint!' প্যারিসের বসন্তে সেদিন যে-ঝড় উঠেছিল, তাতে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও অবান্তর হয়ে পড়েছিল রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক মেরুবিন্যাস। যুবশক্তি সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে সমাজের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সংঘর্ষ, আন্দোলন,ব্যারিকেড ইত্যাদি বার্তের সমর্থন পায়নি। বত্রিশ বছর আগে সর্বোনের যে-চত্বরে বার্ত স্বয়ং রাজনৈতিক মাত্রা-সম্পন্ন নাট্যাভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন, সেই চত্বরেই যখন ছাত্রেরা সত্যিকারের রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের সূচনা করতে চাইল, শিক্ষক বার্ত কিন্তু তাদের সঙ্গে সামিল হতে পারলেন না।

যাঁর চিন্তা-জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সামাজিক চিহ্নায়নের নিরন্তর সন্ধান, তিনিই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে জ্বলন্ত সময়ের চিহ্নায়কদের পাঠ করতে ব্যর্থ হলেন। বুর্জোয়া ব্যবস্থার অচলায়তন চূর্ণ করার লক্ষ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক তরুণ প্রজন্ম যখন লেনিন, মাও, ট্রটস্কি, চে গুয়েভারার ছবি নিয়ে রাজনৈতিক আকরণ ভেঙে ফেলতে চাইছে—গভীর বিতৃষ্ণায় তরঙ্গবিক্ষোভ থেকে বার্ত নিজেকে সরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

নিলেন। তাঁর কাছে ছাত্র-অভ্যুত্থান লক্ষ্যহীন ও অশালীন বলে মনে হয়েছিল। ভিড় সম্পর্কে সাধারণভাবে যে-ভীতি দৃঢ়মূল ছিল বার্তের মনে, তার সঙ্গে স্ববিরোধিতা যুক্ত হয়ে প্রবল করে তুলল তাঁর জীবনব্যাপ্ত পাঠকৃতির অন্তর্বর্তী অন্ধবিন্দুগুলি। ঐ সময় একোলের শিক্ষকেরা কৌতূহলী পর্যবেক্ষক হিসেবে ছাত্রদের সভায় যোগ দিয়েছিলেন নয়তো সরাসরি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিলেন। লুসিয়েন গোল্ডম্যান পর্যন্ত আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর অপ্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। অন্যদিকে বার্ত ভাষা ও ছাত্র আন্দোলনের সম্পর্ক বিষয়ে একটি সেমিনার পরিচালনা করার সঙ্কল্প ঘোষণা করায় তা বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

এর প্রতিক্রিয়ায় বার্ত পুরো ঘটনা-প্রবাহের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন। এই পর্যায়ে বিভিন্ন সময় তিতিবিরক্ত বার্ত সমসাময়িক ঘটনা-প্রবাহের পেটিবুর্জোয়া শিকড় ও নতুন ছাত্র-প্রজন্মের নার্সিসাস-সুলভ মনোভঙ্গি সম্পর্কে কিছু কটু মন্তব্য করায় তাঁর সম্পর্কে ছাত্রদের মনোভাব আরো বিরূপ হয়ে পড়ে। পরে কেউ কেউ বলেছেন, ১৯৬৮-এর ঘটনাবলীর প্রতি বার্তের বিরাগের প্রধান কারণ এই যে ছাত্র-সমাজের অতিরিক্ত ভাষণ-প্রবণতা তাঁর তাত্ত্বিক বীক্ষণ অনুযায়ী শূন্যগর্ভ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কেননা ভাষণ গড়ে ওঠে কথিত শব্দের আতিশয্যময় বিন্যাসে। সর্বোনের তৎকালীন পরিবেশে লেখার কোনো মূল্যই ছিল না যেহেতু কথার মধ্য দিয়ে নিরন্তর যুক্তি-শৃঙ্খলার প্রসার প্রত্যেকের মন অধিকার করেছিল। লিখিত শব্দের এই অবমূল্যায়ন এবং পাঠকৃতির প্রতি চরম অশ্রদ্ধা বার্ত সহ্য করতে পারেননি।

সর্বদা আভাঁগার্দ চিন্তাধারার অংশীদার হিসেবে ১৯৬৮-এর ঘটনাপ্রবাহকে বার্তের সমর্থন জানানোর কথা ছিল। কিন্তু তিনি এর প্রতি কখনো ন্যূনতম উৎসাহও দেখাননি। এই শীতলতা তাঁর প্রত্যাখ্যান নয় শুধু, কোলাহলের উল্টো মেরুতে দাঁড়ানোর সাহসী প্রয়াসেরও প্রমাণ দেয়। এর তিন বছর পরে 'Sade/ Fourier/Loyola' বইতে তিনি লিখেছিলেন 'Politics does not allow for desire, except in the case of the neurosis of politicizing' (১৯৭৭ ৮৫)। এই মন্তব্যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, ভিড়ের আকারহীন স্থূলতা ও কোলাহল যেহেতু ব্যক্তির পরিসর ও আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করে না—বার্ত জনসমর্থন হারানোর ঝুঁকি নিয়েও ছাত্র-বিক্ষোভের প্রতি তাঁর অনমনীয় অসমর্থন ব্যক্ত করছিলেন। এই পর্যায়ে একদিন অকারণেই বার্তের নাম জড়িয়ে গেল সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ছাত্রদের সভায় গৃহীত একটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে 'Structures donot take to the streets'! কয়েক মাসের মধ্যে আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে একটি জনপ্রিয় স্লোগান হিসেবে তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ছড়িয়ে গেল। অবশ্য ততদিনে এর আনুষঙ্গিক তাৎপর্য খানিকটা বদলে গেছে। প্রতিষ্ঠান-বিরোধী প্রতিবাদ হিসেবে বিশ্লেষণের সমস্ত আকরণবাদী আকল্পকে প্রত্যাহ্বান জানানোর প্রবণতা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল। কোনো সংশয় নেই, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে বার্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার বিদূষণই কেবল দেখতে পেলেন এতে। তাঁর লেখা, সযত্ন-রচিত সেমিনার, বিশ্ববীক্ষা—সমস্তই কিছুদিনের জন্যে বিচিত্র সংকটের আবর্তে পড়ে গেল।

পাশাপাশি এসময় জাঁ পল সার্ত্র সর্বোনে বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। ছাত্রসমাজ চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিল। বার্ত নিজেকে আরো প্রান্তিকায়িত বলে ভাবতে শুরু করলেন। তখন উন্মাদ ভিড় থেকে স্পর্শাতীত দূরত্বে যাওয়ার জন্যে তিনি পাঠকক্ষ থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র তেলকোয়েলের সভায় যোগ দিয়েছেন। এবছর নভেম্বরে বন্ধু জর্জ ফোর্নির মৃত্যু গভীর বিষাদে তাঁকে অবসন্ন করে দেয়। ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে শিক্ষকতার কাজ শুরু করলেন আবার; বালজাকের ছোটগল্প বিষয়ক আলোচনা ধীরে ধীরে 'S/Z' বইয়ের রূপ নিচ্ছে তখন। কিন্তু জীবনের বহিরঙ্গ দিক অপরিবর্তিত থাকলেও ভেতরে-ভেতরে বার্ত যে বদলে গেছেন অনেকখানি —তা প্রমাণিত হল যখন মরক্কোর রাবা শহরে মহম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের শিক্ষকতার কাজ নিলেন। জীবন ও মননের অভ্যস্ত আকরণ ভেঙে ধারাবাহিকতায় বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইছিলেন তিনি।

তিন

কিন্তু তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি কারণ সেখানকার ছাত্রদের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার প্রবণতা যথেষ্ট প্রবলভাবে উপস্থিত। তাছাড়া নব্য ঔপনিবেশিক সাহিত্যের প্রত্যাখ্যানও তখন দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু বার্ত লক্ষ করেছেন, এই প্রতিবাদও ব্যক্ত হচ্ছে ঔপনিবেশিক শক্তিরই ভাষায় অর্থাৎ ফরাসিতে। এই বিষয়টি তাঁর চিন্তাকে উসকে দিয়েছে। বুর্জোয়া বর্গের বিরোধিতা বিদ্রোহী মননের পক্ষে স্বাভাবিক; আবার এও অনস্বীকার্য যে ভাষা কোনো কৃত্রিম প্রাচীর স্বীকার করে না। তাই প্রতিবাদী মানসিকতার অন্তরালেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

রয়ে যায় দ্বৈততার চিহ্ন। মরক্কোয় বার্ত যথারীতি নিজস্ব রীতিতে পড়িয়েছেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে যথাসম্ভব খোলামেলা রাজনৈতিক আলোচনা করার পরেও নিজস্ব মতামতের জন্যে কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি তাঁকে। এর কারণ, সে-দেশে যাওয়ার আগেই অগ্রণী বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর পরিচয় শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য তাঁর পাঠকৃতি সম্পর্কে খুব কম লোকেরই যথার্থ ধারণা ছিল। প্যারিসের বিক্ষুব্ধ সময় সম্পর্কে বিরাগ নিয়ে বার্ত অন্যদেশে গিয়েছিলেন; কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি বিস্ফোরণ-উন্মুখ হওয়ার ফলে এক বছরের বেশি তাঁর থাকা হলো না।

সামান্য কিছুদিন মা ও ভাই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেখানে থাকার সময় 'Empire of Signs' এর পাণ্ডুলিপিকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন তিনি আর পাশাপাশি 'S/Z' বইয়ের প্রাথমিক খসড়াও তৈরি করেছেন। এছাড়া তখন প্রতিচ্ছবির চিহ্নতত্ত্ব বিষয়ে নবার্জিত কিছু ধারণা 'Camera Lucida' নামক বইয়ের প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করেছিল। মরক্কোর মতো পিছিয়ে-পড়া দেশে যাওয়ার ফলে বার্তের জরুরি কিছু উপলব্ধি অবশ্যই হয়েছিল। বলা যায়, অপরতার প্রান্ত থেকে তিনি নিজের ব্যক্তি-পরিসর ও ঐতিহাসিক অবস্থানকে নতুনভাবে বুঝে নিয়েছিলেন। জীবন ও মননের পাঠকৃতিতে অপরতার বোধ ও পার্থক্য-প্রতীতি কত গুরুত্বপূর্ণ, এবিষয়ে সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করলেন। আরো একটি দিক দিয়েও ভিন্ন-এক বার্তকে পাওয়া গেল এই পর্যায়ে। সাধারণত নিজের সমকামী প্রবণতাকে লুকিয়ে রাখলেও মরক্কোয় স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাবেই তা প্রকাশ করে ফেলেছেন বার্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অগ্রণী বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর উচ্চবর্গীয় পরিচয়কে যেন স্বেচ্ছায় অন্তর্ঘাত করেছেন তাঁর গোপন যৌন জীবন দিয়ে। একমাত্র মায়ের কাছ থেকে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখা ছাড়া সাধারণভাবে তিনি প্রায় বিপজ্জনক মাত্রায় গিয়ে নিজের অভ্যাসকে প্রকট করে ফেলেছেন। এভাবে কয়েকমাস যাওয়ার পরেই প্রবাস-জীবনে তাঁর আর কোনো স্পৃহা রইল না। প্যারিসে ফিরে আসার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। হয়তো ততদিনে বুঝতে পেরেছিলেন, কোথাও কোনো নিরাপদ আশ্রয় নেই এবং সময় ও সমাজের যুগলবন্দি থেকে পলায়ন অসম্ভব।

প্যারিসে ফিরে এসে আবার স্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হলেন তিনি। ১৯৭০-৭১-এ তাঁর পাঠদানের বিষয় ছিল 'The notion of the ideolect' আর তারপরের বছর পড়ালেন 'চিহ্নতত্ত্বের দশ বছর'। এসময় তিনি কিছুদিন জেনেভা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কথাশিল্প বিষয়টি পড়িয়ে এসেছেন। ছাত্র-বিক্ষোভের সময় বার্ত কয়েক মাসের জন্যে হলেও লোকচক্ষুর আলোককেন্দ্র থেকে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই পর্যায়ে তা নিতান্ত ধূসর স্মৃতিমাত্র। সেমিনারকে তিনটি শাখায় বিভক্ত করে বার্ত যদিও ছাত্রসংখ্যা সীমিত করতে চাইছিলেন, তাঁর তারকা-মর্যাদা ইতিমধ্যে প্রায় কিংবদন্তি হয়ে গেছে। সেমিনার শুরু হওয়ার অনেক আগে অনাহূত উৎসুক শ্রোতারা এসে ভিড় জমাতেন; এমনকী, বারান্দায় ও সিঁড়িতে পর্যন্ত তিলধারণের জায়গা থাকত না। বার্ত বিরক্ত হয়ে লোকজনকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। প্যারিসের বৌদ্ধিক জীবনে ইতিমধ্যে তাঁর সেমিনার, তাঁরই পরিভাষা অনুযায়ী, নাগরিক লোকশ্রুতিতে রূপান্তরিত। তাই, সামাজিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় তাঁর সেমিনার আকর্ষণীয় প্রদর্শনী হিসেবে চিহ্নায়িত হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে 'Empire of Signs' এবং 'S/Z' বই দু'টি প্রকাশিত হওয়ার ফলে বার্তের অন্তর্জীবনে নতুন দিগন্তের উদ্ভাসন স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রথমোক্ত বইটিতে আনন্দের নিবিড় অনুভূতিকে সাধারণ দ্যোতনার বাইরে নতুন তত্ত্বীজ হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি। বার্ত লিখেছেন 'The pleasure I experienced not just in travelling around Japan but also in writing this text, was intense, total, both raw and subtle at the same time. And since I believe desire to be the essential thing in writing, I can say that in writing Japan I carried out the mission of writing, which was the fulfilment of a desire.' (১৯৮৩ ১১৭)। এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আকাঙ্ক্ষাকে লেখার নির্যাস হিসেবে ভেবেছেন বার্ত এবং সেইসঙ্গে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের পাঠকৃতিতে মূল সঞ্চালক হিসেবেও তাকে চিহ্নিত করেছেন। জীবন ও নন্দনের নবায়িত যুগলবন্দিতে আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছে যুগপৎ আধার ও আধেয়। এই ভাববীজ অদূর ভবিষ্যতেই বৃক্ষায়িত হয়েছে 'The Pleasure of the Text' বইতে। বার্ত নিজেই জাপান-ভ্রমণের বয়ান থেকে অর্জিত উপলব্ধির সূত্রে জানিয়েছেন, তাঁর সমস্ত পূর্ববর্তী রচনা থেকে আলাদা পাঠকৃতির জন্ম হয়েছে 'This text represents rupture with my previous writing since here, perhaps for the first time, I entered fully into the play of the signifier.' (তদেব)। এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। কারণ বার্ত চিহ্নায়িতকে গৌন করে চিহ্নায়কের মুক্ত সঞ্চরণের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে, আকরণবাদী পর্যায় থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আকরণোত্তর চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর মননবিশ্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

'S/Z' বইতে আন্তঃপাঠ বা intertextuality-এর ধারণাকে চমৎকার ব্যবহার করেছেন বার্ত। এতে আকরণোত্তর চেতনার অভিব্যক্তি স্পষ্টতর হলো। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি, সৃজনশীল বিনিময়ে বিশ্বাসী বলে বার্ত তাঁর ছাত্রদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। যেমন, জুলিয়া ক্রিস্তেভার কাছে তিনি অন্তর্বয়নের ধারণাটি পেয়েছেন। 'S/Z' এর উপস্থাপনা অনুসরণ করে আমরা বুঝতে পারি, এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পাঠকৃতির রচয়িতা নিতান্ত গৌন ও ঝাপসা হয়ে নামমাত্র অস্তিত্বে পর্যবসিত হচ্ছেন। এমনকী, তাঁকে কার্যত তাঁরই রচিত পাঠকৃতি থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হচ্ছে। নতুন ভাবনা অনুযায়ী প্রতিটি সার্থক পাঠকৃতি পাঠ-পরম্পরার ধারায় এবং অজস্র পাঠানুষঙ্গের সৃষ্টিশীল সমবায়ে নির্মিত। অন্যভাবে বলা যায়, পরম্পরাক্রমে অর্জিত বিভিন্ন অপরসত্তার গ্রন্থনায় জেগে ওঠে বর্তমান পাঠকৃতি। সুতরাং এতে যেমন প্রাক্তনের অনুবৃত্তি রয়েছে, তেমনি রয়েছে সচেতন রূপান্তরও। তবে কোনো অবস্থাতেই পূর্বতন চিহ্নায়কের যান্ত্রিক পুনরুত্থাপনকে নতুন পাঠকৃতির অভিজ্ঞান হিসেবে মান্যতা দেওয়া যাবে না। এমন হতেই পারে যে পূর্বাগত কোনও তাত্ত্বিকের তত্ত্ববীজ ব্যবহার করছেন লেখক, শুধু দেখতে হবে, এই প্রয়োগ তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি ও স্বজ্ঞার উন্মোচন ঘটাতে পারছে কিনা। বার্তের লিখনবিশ্বকে যদি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করি, দেখব, আগাগোড়া নানা ধরনের তাত্ত্বিক কৃৎকৌশল ব্যবহার করেছেন তিনি। কিন্তু এই পর্যায়ে এদের পুনরুত্থাপনে সমান্তরাল অন্তর্বয়নের সঞ্চরমান উপস্থিতি প্রবল হয়ে উঠেছে। একে আমরা আকরণোত্তর চেতনার অভিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই পর্যায়ে লেখক কিংবা তাঁর পূর্ব-নির্ধারিত চিহ্নায়িত আর তত গুরুত্বপূর্ণ রইল না। লেখক কার্যত হয়ে উঠলেন সূত্রধারমাত্র—জায়মান তাৎপর্যপুঞ্জের আদি-প্রস্তাবক। অর্থাৎ, তাঁর রচনা সম্ভাব্য পাঠকৃতির অনিবার্য প্রথম ধাপ হিসেবে গণ্য। তাৎপর্য-প্রতীতির পরবর্তী ধাপগুলিতে চিহ্নায়কগুলি আলোকসম্পাতের লক্ষ্যস্থল বলে সূত্রধার-লেখকের ভূমিকা গৌন হয়ে পড়ে।

পাঠকৃতির উৎস আর বাইরে খোঁজার প্রয়োজন নেই; কোনো নিয়ামক আকল্পের কাছে বশ্যতা স্বীকারও অবান্তর। পাঠকৃতির গভীরে প্রচ্ছন্ন থাকে যাবতীয় তাৎপর্যের পরিসর এবং তার বিকাশের সম্ভাবনা। লেখকের জীবনকথায় নয়, তাঁর বয়ানের গভীরে নিহিত থাকে উৎসের প্রতি সংকেত। তাই আমরা দেখি 'S/Z' বইতে প্রথাসিদ্ধ আকরণিক বিশ্লেষণ নেই। পাঠকৃতিতে উপস্থিত তাৎপর্যের সূত্রগুলি অনুসরণ করতে চেয়েছেন বার্ত। এইজন্যে পাঠকৃতিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পরস্পর-গ্রথিত এমন কিছু অংশে তিনি বিভক্ত করে নিয়েছেন যাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের পাঠ-একক ব্যক্ত হয়েছে। লক্ষণীয় ভাবে কোনো একক গড়ে উঠেছে একটিমাত্র শব্দে অর্থাৎ গল্পের শিরোনাম দিয়ে। আবার কোথাও কোনো একক আঠারোটি পঙ্‌ক্তির সমষ্টি। বালজাকের গল্পকে তিনি ৫৬১টি এককে বিন্যস্ত করেছেন। বার্তের সম্পূর্ণ পাঠকৃতি মোট ৯৩টি অধ্যায়ে সংগঠিত। এই সংখ্যার তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বার্ত জানিয়েছেন, ঐ সংখ্যাটি আসলে তাঁর মায়ের জন্মসালের স্মারক।

আসলে বিন্যাসের এই নতুন ধরনের মধ্য দিয়ে বার্ত তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন। মরক্কো থেকে ফিরে এসে ১৯৬৮-পরবর্তী প্যারিসে পুরোপুরি নতুন আবহের সংকেত সামূহিক জীবনের প্রতিবেদনে পাঠ করতে পারছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মানববিজ্ঞানের চর্চা তখন ক্রমাগত জোরালো হয়ে উঠছিল। কিন্তু এই সবই আবার তাঁর মধ্যে প্রবল স্ববিরোধিতার ক্ষেত্র তৈরি করে দিচ্ছিল। বার্তের সারস্বত ও রাজনৈতিক অবস্থানে এবং চিন্তায় ও কর্মে তখন পরস্পর-বিরোধিতা প্রকট। একদিকে তিনি নিজে 'Empire of Signs' এবং 'S/Z' এর মতো বই প্রকাশ করছেন, আর অন্যদিকে তাঁর ছাত্রদের প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাকেন্দ্রের নিয়ম এবং তাদের শিক্ষক ও পরীক্ষকদের অনুভূতিকে মান্যতা দেওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন। নিজে তিনি আকরণের যান্ত্রিকতা পরিহার করছেন তখন অথচ ছাত্রদের বলছেন, 'The Fashion System' এর শৈলী অনুযায়ী লেখার আকাঙ্ক্ষাকে শানিত করাই তাদের কর্তব্য। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারটিকে বার্তের স্ববিরোধিতা মনে করলেও আসলে তা নয়। তিনি জানতেন, কোনো পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ক্রমাগত নিজেকে শানিত করে না-নিলে পরবর্তী ধাপে পৌঁছানোই সম্ভব নয়। কোনো পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পথ-পরিক্রমা সম্পূর্ণ না-হলে ঐ পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার জন্মায় না। বার্ত নিজে আকরণবাদী চিন্তাপ্রণালীকে নিঙড়ে নেওয়ার পরেই আকরণোত্তর চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাই উত্তরসূরিদের তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির শরিক করে নেওয়ার জন্যেই তিনি চেয়েছিলেন, তাদের প্রস্তুতিও পর্বে-পর্বে বিন্যস্ত হোক। এইজন্যে আগে স্বীকরণ এবং পরে প্রত্যাখ্যান—এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তাদের পরিণত করে নিতে চাইছিলেন। এতে কোথাও কোনো স্ববিরোধিতা নেই। এছাড়া অন্য একটি দিক দিয়েও বিষয়টি মনোযোগ দাবি করে। বার্ত বিশ্বাস করতেন, উত্তরাধিকার সূত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

অর্জিত সমস্ত যথাপ্রাপ্ত প্রতিবেদনকে আত্মস্থ করে নিয়ে অর্থাৎ বিশেষ অর্থে তাদের ধ্বংস করে নতুন বয়ানের জন্ম দেওয়া সম্ভবপর। এতে পুরোনো পাঠকৃতির মৃত্যু বা বিলয় হয় না; নতুন রূপে ও চরিত্রে তা পুনর্জন্ম লাভ করে। বার্ত যখন আন্তঃপাঠের কথা বলেন, সে-সময় এই প্রতীতি বারবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই আত্তীকরণের প্রক্রিয়া প্রকৃত অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য। যা-কিছু এতে পরোক্ষভাবেও বাধা সৃষ্টি করে কিংবা নতুন কোনো রুদ্ধ পরিসরের আশঙ্কা তৈরি করে—তিনি তাকে সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখেছেন। এইজন্যে ১৯৭১-এ বন্দিশালায় বিদ্রোহ সংক্রান্ত ঘটনায় মিশেল ফুকো ও গিলে দেলেউজ জড়িয়ে পড়লেও বার্ত কিন্তু নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। ঐ একই সময় সমকামীরা প্রকাশ্যে নিজেদের সংগঠন গড়ে তুললেও তিনি এধরনের কাজকর্মকে হিস্টিরিয়া বলে মনে করেছেন। সেসময় তাঁর বন্ধুরা এই দুটি গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেও বার্ত এদের প্রতি কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করেননি। এতে অবশ্য মিশেল ফুকোর সঙ্গে তাঁর মানসিক ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। যাই হোক, নতুন সময় নতুন প্রবণতা নিয়ে চিন্তার দিগন্তকে যে উথালপাথাল করে দিচ্ছে, বার্ত এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। পাশাপাশি আকরণবাদী ভাষাবিজ্ঞানীদের তরফ থেকে তাঁর উপর আক্রমণ ক্রমশ শানিততর হচ্ছিল। তখন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছিল নতুন নতুন অবস্থান। নিত্য জাগ্রত মনের অধিকারী বলেই বার্ত এই পরিবেশের নিরবচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া হিসেবে নিজের তাত্ত্বিক প্রকরণ ক্রমাগত পাল্টে নিচ্ছিলেন। আন্তঃপাঠের হোতা হিসেবে তত্ত্ববিশ্বে নতুন পর্যায়ের সূচনা করে তিনি বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলেন। বারবার দিগন্তের পরিবর্তন ঘটানোর মধ্যে আশ্চর্য সজীব চিন্তাবিদের পরিচয়ই আমরা পাই।

চার

এইজন্যে দেখা যায়, 'S/Z'-এর পরে যেসব বই তিনি লিখেছেন, তাদের সঙ্গে সোস্যুরের ভাব-পরম্পরা কোনো ভাবেই সম্পর্কিত নয়। এই বইগুলির মধ্যে রয়েছে 'Sade/Fourier/Loyola', 'The Pleasure of the Text', 'A Lover's Discouse' এবং 'Camera Lucida'।' ইতিমধ্যে 'তেলকোয়েল' পত্রিকা-গোষ্ঠীর সঙ্গে ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে; তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

মাওবাদ সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। সমকালীন বুদ্ধিজীবীরা এতে ঐ পত্রিকা সম্পর্কে অনীহা প্রকাশ করলেও বার্ত কিন্তু অকুণ্ঠ ভাবে ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখেছেন। ঐ সময় ফরাসি দূরদর্শনে প্রচারিত একটি সাক্ষাৎকারে বার্ত তাঁর শৈশব, স্বাস্থ্য-নিবাসে তাঁর সময়-যাপন এবং বৌদ্ধিক বিকাশ সম্পর্কে অনেক কথা বলেন। এতে তিনি জানান, ঐ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ব্যক্তিগত স্তরে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, তাত্ত্বিক ভাবনা সম্পর্কে ঐ পত্রিকার আন্তরিকতা তাঁর মতে সংশয়ের অতীত। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই পত্রিকাগোষ্ঠীর রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষাকে তিনি যথার্থ বলে মনে করেন। বুর্জোয়া সমালোচকেরা বার্তের এইসব উচ্চারণকে সহজবোধ্য কারণে যতটা সম্ভব লঘু করে দেখাতে চেয়েছেন। বৈপ্লবিক রাজনীতির দ্বন্দ্বমূলক অভিব্যক্তিতে আভাঁগার্দ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে বার্ত জানিয়েছিলেন, পশ্চিমের বৌদ্ধিক ইতিহাসে এই পত্রিকাগোষ্ঠী অনন্য। এদের সম্পর্কে একটি কৌতূহলজনক কথা ব্যবহার করেছিলেন তিনি—'Textual operators'।

এসময় বার্তের ব্যক্তিত্বের অন্য-একটি অজ্ঞাতপূর্ব দিক উন্মোচিত হতে শুরু করে। সত্তরের দশকের শুরু থেকেই তিনি চিত্রকলা সম্পর্কে উৎসাহী হতে শুরু করেন। জাপান ও মরক্কোয় 'calligraphy' বা লিপিবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ প্রথম প্রবল হয়ে ওঠে। একে তিনি লেখার বিশিষ্ট বিস্তার বলে মনে করতেন। আসলে এই সবই তাঁর চিহ্নায়ক খোঁজার ধরন। চিহ্নায়িতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য চিহ্নায়কের বিন্যাস নিয়ে এই পর্যায়ে খুব ভেবেছেন বার্ত। এর অন্যতম অভিব্যক্তি হলো, চিত্রকলার প্রতি তাঁর নবার্জিত আকর্ষণ। বার্ত তখন প্যাস্টেল ও কালিতে ড্রয়িং করেছেন, জলরঙে ছবি এঁকেছেন কিন্তু তেলরঙে কিছু করেননি। তাঁর জীবদ্দশায় ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে ঐসব দ্বিমাত্রিক কাজের প্রদর্শনী হয়। এছাড়া ১৯৮০ ও ১৯৮১ তে, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পরে, দু'বার প্রদর্শনী হয়েছিল। লেখা ও ভাষার প্রসারিত রূপ হিসেবে চিত্রকলাকে যিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর জীবনের পাঠকৃতিতে এই প্রবণতা নতুন চিহ্নায়কের সঞ্চরণ হিসেবে বিবেচ্য। ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে একটি সাক্ষাৎকারে জীবনযাপন ও কার্যপদ্ধতির তুচ্ছ অনুপুঙ্খকেও তিনি তাঁর জীবনকথার একক ('biographeme') হিসেবে তাৎপর্যবহ বলে জানিয়েছিলেন।

এতে বোঝা যাচ্ছে, আকরণবাদকে সাহিত্যিক প্রতিবেদন ব্যাখ্যার প্রকরণ হিসেবে অনেক পেছনে রেখে এলেও জীবনযাপনে ও মননবিশ্বের সংগঠনে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

নির্যাসের প্রাসঙ্গিকতা বার্ত একেবারে উড়িয়ে দেননি। তিনি জানিয়েছিলেন, 'It's not for nothing that I'm a structuralist'। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'Roland Barthes by Roland Barthes' বইতে এই সূত্রে, নিজের পাঠকক্ষের খুঁটিনাটি উপকরণের বিন্যাসে চিহ্নায়কের অস্তিত্ব লক্ষ করে, তিনি লিখেছেন 'পরিসরের আকরণে সত্তার অভিজ্ঞান বিধৃত থাকে... বস্তুর সত্তার উপর পদ্ধতির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়' (পৃ. ৪৬)। প্রশ্ন হচ্ছে, এই পদ্ধতি অনুশীলন করার কাজ কোথায় এবং কীভাবে শুরু হবে। বার্ত পরিণত বয়সে যা লিখেছেন, তাকে তাঁর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। আমরা পদ্ধতির প্রাধান্য যখন লক্ষ করব, তখনই পাশাপাশি দেখব, পূর্ব-নির্ধারিত আকল্প যেসব বিন্দুতে ভেঙে পড়ে—তাদের শনাক্ত করতে বার্ত বেশি উৎসাহী। তিনি দেখাতে চান কীভাবে ভাষা আকরণগত ও নান্দনিক ধরনের ওপর অধিকার হারিয়ে ফেলে, আবার নতুনভাবে নিজস্ব পরিসর গড়ে তোলার উদ্যম নেয়। কাহিনির মধ্যে দেখতে পান সমাপ্তিবিহীন আকরণ, বাচনের অনন্ত বিস্তার আর 'open network' যা মুহুর্মুহু 'explodes, disseminates' (Image-Music-Text, পৃ. ১২৭)। আকরণবাদী পর্যায় থেকে আকরণোত্তর চেতনায় বিবর্তন যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, নতুন পদ্ধতির ক্ষেত্রে তখনও পুরোনো পরিভাষা ব্যবহৃত হওয়ার ফলে সংশয় ও ভ্রমের অবকাশ রয়ে গেছে দীর্ঘদিন। বার্তের নতুন অবস্থান লক্ষ করি 'New Critical Essays' বইয়ের একটি নিবন্ধে (১৯৮০ ৭৯) যেখানে তিনি লিখছেন, আকরণবাদের কোনো বিধিবদ্ধ পদ্ধতি নেই, তার দায়িত্ব হলো 'to accomplish...the text's plural!' পাঠকৃতির অন্তর্বর্তী বহুবাচনিক পরিসর আবিষ্কার করাই সমালোচকের কাজ। 'S/Z' বইতে বালজাকের 'Sarrasine' যেভাবে ভাষ্যকারের শল্যছুরিকায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা লক্ষ করে আমরা পড়ার ভিন্ন ধরনের আদর্শ পেয়ে যাই। বার্ত তাতে পাঠ-অভিজ্ঞতার সংগঠনে সক্রিয় পাঁচটি সংকেত (কোড) খুঁজে পেয়েছেন। এই পাঁচটি সংকেত হল ক. তাৎপর্যতাত্ত্বিক (Hermeneutic) যা ভাষ্যসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন উস্‌কে দেয়; খ. চূর্ণক (seme) যা রূপক উল্লেখ প্রভৃতির প্রতীতি দিয়ে গড়া বিপুল বিন্যাসের দিকে ইঙ্গিত দেয়; গ. প্রতীকী (symbolic) যা আলো ও অন্ধকার জাতীয় প্রতীকী বিরুদ্ধতায় খচিত আকরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ঘ. ক্রিয়াত্মক (Action) যা ঘটনা-প্রবাহের যুক্তিশৃঙ্খলার ইঙ্গিত দেয়; ঙ. উল্লেখ-সূচক (reference) যা স্থান, কাল, ঘটনা, সামাজিক, বৃত্ত, প্রচলিত মনস্তত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

প্রভৃতি যাবতীয় সাধারণ জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক চিহ্নায়কে পদ্ধতির প্রসঙ্গ বয়ে আনে। বার্তের এই প্রস্তাবনায় আপাত-দৃষ্টিতে আকরণবাদী ভাববলয় প্রকট। বিশ্লেষণে যে-সমস্ত সংখ্যা, রেখাচিত্র প্রভৃতি দিয়ে প্রণালীবদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের আভাস দিয়েছেন, তাদের মধ্যে আকরণবাদী বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে উপস্থিত। বার্ত সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলেই হয়তো আখ্যানের বিশ্লেষণেও সাঙ্গীতিক স্বরলিপির প্রভাব পড়েছে। তবুও 'S/Z'-র এর আলোচনায় আমরা লক্ষ করি আকরণ-অতিযায়ী চেতনার অভিব্যক্তি। নিজের প্রস্তাবিত সংকেতগুলির মধ্যেও নিজের ভাবনাকে নিবদ্ধ রাখেননি বার্ত। তাই দেখি, চূর্ণক সংকেত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, সর্বদা তা খুব উপযোগী হয় না যেহেতু এদের মধ্যে স্থিরতার অভাব রয়েছে। বার্তের মতে চূর্ণকগুলি হলো 'motes of dust flickers of meaning' (পৃ. ১৯)। বাচনের এককগুলিকেও তেমনি তিনি চূড়ান্ত আকস্মিক ও নিয়মাতিযায়ী বলেছেন। ফলে পাঠকৃতির মধ্যে এরা প্রায়ই অন্তর্ঘাত করে এবং স্বাভাবিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। বার্ত একে মৃদু ভূমিকম্পের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর বিশ্লেষণের ভেতর থেকেই উঠে এসেছে আকরণবাদী বিন্যাসের প্রত্যাখ্যান। পূর্ববর্তী পর্যায়ের বিশ্লেষণে সমস্ত আখ্যান মূলত একই ধরনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে প্রতিপন্ন হয়। তার মানে, সৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পার্থক্য-প্রতীতির অবসান। ভাষার অনন্ত সম্ভাবনাও এতে নিরাকৃত হয়ে পড়ে।

বার্ত আখ্যানের পাঠকদের নৈর্ব্যক্তিক উপভোক্তার স্তর থেকে উত্তীর্ণ করেছেন পাঠকৃতির সক্রিয় স্রষ্টার পর্যায়ে। 'S/Z' বইটি তা হলে পাঠক-সত্তাকে মর্যাদায় অভিষিক্ত করার প্রতিবেদন। অন্যভাবে বলা যায়, পাঠ-প্রক্রিয়া ও পাঠক-সত্তার পুনর্নির্মাণ এতে প্রস্তাবিত। আমরা যখন কোনো পাঠকৃতির মুখোমুখি হই, আসলে জায়মান এক জগতের মোকাবিলা করি। তাই শুরুতেই একটি অস্তিত্ববাদী অবস্থান গ্রহণ অনিবার্য হয়ে ওঠে আমরা কি প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় স্রষ্টা হব নাকি পরোক্ষ ও নিষ্ক্রিয় ভোক্তা হিসেবে নিজের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখব? আমরা কি নিজেদের স্বাধীনতা ও বহুত্ব-সন্ধান অক্ষুণ্ন রাখব অথবা অন্য-সাপেক্ষ হয়ে একবাচনিক পদ্ধতির অনুসৃতি অব্যাহত রাখব? শেষ পর্যন্ত তাই প্রশ্নটা দাঁড়িয়ে যায় বিশ্বাস্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার নিত্যনবায়মান পথে যাত্রার আকাঙ্ক্ষা অথবা প্রশ্নহীন স্থায়িত্বের প্রতি আনুগত্যের অভ্যাস বজায় রাখা নিয়ে। এভাবে বার্ত পাঠকৃতি ও পাঠক-সত্তার নতুন তাৎপর্য আমাদের কাছে উপস্থাপিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

করেছেন। বহুধা-বিচ্ছুরিত জীবন ও জগৎ দার্শনিক ও নান্দনিক প্রতিবেদনে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আখ্যানের ঘটনা-পরম্পরায় এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছানোর মধ্যে যতটুকু ছেদের পরিসর প্রচ্ছন্ন থাকে, তাকেই তিনি নতুন চিন্তা উদ্ভাসনের উপযোগী সূচনাবিন্দু বলে ভেবেছেন।

আখ্যানের বিভিন্ন অংশকে যখন অনেকগুলি এককে বিন্যস্ত করি, পাঠকের মন কীভাবে একের পর এক সিঁড়ি ভেঙে অন্বিষ্ট সমগ্রতায় পৌঁছায়—তা বুঝতে পারি। বার্ত আমাদের জানিয়েছেন, ধ্রুপদী বা পাঠকাভিমুখী প্রতিবেদনের উল্টো মেরুতে রয়েছে পাঠকৃতি-কেন্দ্রিক বা লিখনাভিমুখী প্রতিবেদন। ইচ্ছাকৃত ভাবে বাচনিক অভ্যাসকে ধ্বস্ত করে ঐ নতুন বর্গের পাঠকৃতি। মনে হয় যেন সঞ্চরমান ছায়ার অন্তর্বয়নে গড়ে উঠেছে তার অস্তিত্ব। তাই তাতে কল্পনা ও অভিব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়। ধ্রুপদী বয়ানে স্থির ও নিরেট বস্তুবিশ্বের অনুপুঙ্খ রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় আর পাঠকৃতি-কেন্দ্রিক বয়ানে প্রতিফলিত হয় সঞ্চরমান জগতের ছবি। বিস্ফোরণ, উন্মোচন, ভঙ্গুরতা ও ভূমিকম্পের রূপক বয়ে আনে ভাষা। রাইল্যান্স লিখেছেন 'It is a wandering world, not the organised drift or classic reading the domain of collapse, not solid structure' (১৯৯৪ ৭৮)। ধ্রুপদী লিখনকে যদি রূপকের ভাষায় বুর্জোয়াবর্গের আশ্রয়ভূমি বলা যায়, তাহলে আকরণোত্তর চেতনা-নিষ্পন্ন পাঠকৃতিকে বলতে হবে পরাবাস্তব পরিসর—'A maze, a room without doors, a network with thousand entrances.' (S/Z ৬৫)। এই আপাত-বৈপরীত্যকে বলা যায় আকরণোত্তর পাঠকৃতির অন্তর্বৃত বৈশিষ্ট্য যার পরিসর অনবরত প্রসারিত ও সংকুচিত হয়ে চলেছে। তাই একে একই সঙ্গে ধূলিকণা ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন বার্ত (তদেব ৫)। অন্তর্বয়নের মুক্ত আবর্তনে গড়ে উঠছে বলে এই পাঠকৃতির কোনো সীমান্ত থাকতে পারে না। অর্থাৎ কোনো একটি বইয়ের পরিধিতেও তা রুদ্ধ নয়। পাঠকৃতি নিয়ত বহুস্বরিক, ক্রীড়া-চঞ্চল ও অনন্ত। এভাবে পাঠকৃতির নিয়ত নির্মীয়মান যে-সত্তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন বার্ত, তা আশ্চর্য সাংকেতিকতায় তাঁর জীবনের পাঠকৃতিতেও সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই জায়মান সত্তার মুখোমুখি হব আমরা, সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পাঁচ

তত্ত্বচিন্তার এই বিশেষ বয়ন বার্তের জীবন-ব্যাপ্ত পাঠকৃতির অবশিষ্ট অংশকে অধিকার করে রেখেছে। পাঠকৃতি, পাঠকের আত্মতা ও বিষয়ীসত্তা, সাহিত্যিক প্রতিবেদনের উপজীব্য বিষয়—এই সবই তাঁর মননে ক্রমাগত শানিত হয়েছে। পাঠকৃতির তাৎপর্যকে কেবলমাত্র জাগিয়ে তোলা যায়, প্রচলিত অর্থে বর্ণনার মধ্যে আনা যায় না—এই হল বার্তের মূল বক্তব্য। পাঠকৃতিকে যেহেতু অজস্র চিহ্নায়কের পরম্পরায় আবিষ্কার করে নিতে হয়, ফুকোর মতো তিনিও লেখক-সত্তার বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন। লেখকেরা প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত হতে পারেন; কিন্তু যথার্থ পাঠকৃতি কখনো প্রাতিষ্ঠানিক হয় না এবং এইজন্যে তাকে ধ্বংসও করা যায় না। অসংখ্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবকেন্দ্র থেকে পাঠকৃতির জন্ম হয় বলে এই প্রক্রিয়াকে কেউ থামাতে পারে না। বহুত্ব তার সত্তার মৌল নির্যাস। এই ভাবনা আরো গভীরে পৌঁছাল বার্তের ক্ষুদ্রকায় কিন্তু বিখ্যাত 'The Pleasure of the Text' (১৯৭৩) বইতে। এতে অনেকার্থদ্যোতনার কথা একটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। পার্থক্যবোধের পরিসরকে যেন উৎসবের আনন্দে উপভোগ করেন পাঠক, একথা বললেন বার্ত। পাঠকৃতির অপ্রয়োজনীয়তাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়, একথা জানানোর সূত্রে বার্ত বললেন, সমস্ত প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক তাৎপর্য ত্যাগ করতে হবে। যেতে হবে স্বতোৎসারিত আনন্দের উৎসে। এখানে বলা প্রয়োজন, বার্ত যাকে আনন্দ বলছেন, তা আসলে স্থিতাবস্থার পরিপন্থী শক্তি। আনন্দের এই পারিভাষিক প্রয়োগ খুব সহজবোধ্য নয়।

পাঠকৃতির মধ্যে এক ধরনের জীবন্ত স্ববিরোধিতা লক্ষ করেন তিনি, বলেন দ্বিধাবিভক্ত বিষয়ী-সত্তার কথা। তা যুগপৎ পাঠকৃতির গভীরে নিবিষ্ট হয়ে আত্মবোধের সামঞ্জস্য উপভোগ করে এবং একই সঙ্গে লক্ষ করে তার স্খলন ও ধ্বংস। পাঠকৃতির মধ্যে আনন্দ (pleasure) থেকে ভিন্ন আরেকটি পরাস্তরের কথা বলেছেন বার্ত। মূল ফরাসিতে শব্দটি হল 'jouissance', যাতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যৌন সংরাগের উল্লাস। এই পারিভাষিক শব্দটির যথার্থ বঙ্গীয় রূপান্তর করা খুব কঠিন। বার্ত স্বয়ং বলেছেন 'pleasure can be expressed in words, bliss cannot. Bliss is unspeakable, interdicted.' (পৃ. ২১)। পাঠকৃতির আক্ষরিক ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ আনন্দের নির্ভরস্থল; কিন্তু 'Jouissance' অনিবার্যভাবে উন্মাদনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ও উত্তেজক অস্থিরতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বোধ। পাঠকৃতির মধ্যে অনবরত চলেছে স্থিরতা ও অস্থিরতা, লুকোচুরি, আলো ও ছায়ার পরিসর বিনিময়। সত্তা যখনই তার উৎসগত সাম্য ও প্রশান্তিতে ফিরে আসতে চায়, এই দুটি স্তরের সমান্তরাল উপস্থিতিকে উপলব্ধির গভীরে নিয়ে আসতে হয়। বার্ত বলেন, এরা কখনো পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত হতে পারে না—'Between them there is more than a struggle an incommunication' (পৃ. ২০)। পাঠকৃতির গভীরে এই যে সংযোগশূন্যতার কথা বলেছেন বার্ত, অনেকের মতে তা লাকাঁর মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। লক্ষণীয় ভাবে তিনি পাঠকৃতির পরিণতিতে যৌন সংরাগের সূক্ষ্ম উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে সংস্কৃতি বা তার ধ্বংস সরাসরি যৌন অনুভূতিতে সম্পৃক্ত নয়—'It is the seam between them, the fault, the flaw, which become so.' (পৃ. ৭)। অনিশ্চয়তার মুহূর্তকে যে যৌন অনুভূতিতে সম্পৃক্ত বলে ভেবেছেন বার্ত, এই পর্যায়ে তা তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ববীজ। যা প্রকাশ্য তাতে কামের উপলব্ধি নেই; যা প্রচ্ছন্ন ও সম্ভাব্য তাতেই সংহত হয় কামের উত্তাপ। ভাষা ও অস্তিত্বের প্রান্তিক পরিসরে এই উপলব্ধির সূত্রে দৃষ্টিপাত করেছেন বার্ত। তিনি মনে করেন কী জীবনে কী লেখায় প্রকৃত পুলক জন্ম নেয় প্রত্যাশার পূর্ণতা আর ক্ষয়বোধের অনিশ্চিত ও অসমঞ্জস দ্বান্দ্বিকতায়। এই দ্বান্দ্বিকতা তিনি দেখতে পান সম্ভাব্য ও প্রতিহত পরিসরের মধ্যেও। জীবন ও লিখন তাঁর অনুভূতিতে শরীরী মিলনের পুলক ও সংরাগের সূত্রে একটি অভিন্ন ও অমেয় পরিসরে গ্রথিত হয়ে গেছে। বার্তের তত্ত্বচিন্তা অনুসরণ করে আমাদের মনে হয়, এই বইতে তিনি সাহিত্য-সমালোচনার নতুন ধরন যতখানি দিয়েছেন, তার চেয়ে ঢের বেশি তুলে ধরেছেন জীবনের নির্যাস-গ্রহিষ্ণু দর্শন। তাঁর উপলব্ধিতে জীবন ও সাহিত্যের পাঠকৃতি মুক্ত, অননুমেয় ও অন্তর্ঘাত-প্রবণ। এইসব বৈশিষ্ট্য একইসঙ্গে নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মাত্রা সম্পন্ন। অর্থাৎ বার্ত একবারও জীবন ও সাহিত্যের পাঠকৃতিতে যথেচ্ছাচারের কথা বলছেন না। পাঠকৃতির উপভোগজনিত পুলক তাঁর মতে অনিবার্য, যথাপ্রাপ্তের প্রতি আনুগত্য-মুক্ত ও প্রায়-নৈর্ব্যক্তিক। আকাঙ্ক্ষার মনঃসমীক্ষণাত্মক শৃঙ্খলের সঙ্গে পুলকের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন বার্ত। আবার এও জানিয়েছেন, সোনার হরিণের মতো ঐ পুলকের স্পৃহা আমাদের সক্রিয় করে রাখে কিন্তু কিছুতেই সহজে ধরা দিতে চায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

স্বভাবত জীবন ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশমান পাঠকৃতিতে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিই আসল কথা অর্থাৎ কীভাবে বয়ানের পাঠোদ্ধার করছি, তা-ই বড়ো কথা। এইজন্যে বার্ত, যৌনসম্ভোগ জনিত পুলক অনুভব করার মতো, ধীরে ধীরে পড়ার পক্ষপাতী 'not to devour, to gobble, but to graze, to browse scrupulously, to rediscover—in order to read today's writers—the leisure of bygone readings to be aristocratic readers' (পৃ. ১৩)। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, সাহিত্যের ভাষ্যকে বার্ত কার্যত প্রকল্পনায় রূপান্তরিত করেছেন। নিজের অস্তিত্বকে বাচনে রূপান্তরিত করার উপযোগী ভাষা তিনি খুঁজে নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ আসলে বার্তের দ্বিবাচনিক চেতনারই অসামান্য প্রকাশ। আবার কেউ বলেন, বার্তের বয়ানে আবহমান পরম্পরাই গুরুত্বপূর্ণ, যার সঙ্গে মোকাবিলায় উন্মেষ-প্রবণ নতুন মুহূর্তগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার উল্টো দিক থেকেও বলা যায়, বার্তের পাঠকৃতি সর্বদা ঘটমান বর্তমানে ও উপস্থিত সত্তায় আধারিত বলে তা অতীতকে ধ্বস্ত করে। কেউ বা বলেন, বহুবাচনিকতার ছলে তাঁর পাঠকৃতি কার্যত একই পরিণতির দিকে ছুটে যায় আর স্বগত কথনের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। কেউ বা বলতে চান, পাঠকৃতির আকল্প আসলে তাঁর আত্মনাট্যের রূপকায়িত বয়ান। এইসব অভিমতের মধ্যে আংশিক সত্য নিশ্চয় রয়েছে, কিন্তু কোনোটাই পুরোপুরি সত্য নয়। আসলে আকরণোত্তরবাদী সমালোচনা সম্পর্কে যাঁরা সংশয়গ্রস্ত, তাঁরা বার্তের বয়ানেও দেখতে পেয়েছেন 'a kind of ventriloquism in which literature plays the dummy' (১৯৯৪ ৮৬)।

এর আগের বইতে বার্ত জানিয়েছিলেন, বহুত্ব বিস্মৃতির ওপর নির্ভরশীল। এই বিস্মৃতিকে তিনি ইতিবাচক মূল্যবোধ বলে মনে করেছেন (S/Z : ১১)। স্মৃতি ও বিস্মৃতির অনুষঙ্গ সাহিত্যিক প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবনের পাঠকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে। বস্তুত বার্ত নিরন্তর রূপকের সেতু ব্যবহার করে একবার জীবন থেকে পাঠকৃতিতে, আরেকবার পাঠকৃতি থেকে জীবনে যাতায়াত করেছেন। এইজন্যে তাঁকে অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থবোধকতার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়েছে। কিন্তু অন্যভাবেও তো তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আকরণবাদের নিরুত্তাপ বলয়ে পাঠক নিজেরই অজ্ঞাতসারে বিমানবায়িত হয়ে যাচ্ছিলেন; বার্ত তাঁর তত্ত্বচেতনার আলোয় সাহিত্যিক প্রতিবেদনকে পুনর্মানবায়িত করে তুলেছেন। নিঃসন্দেহে এটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বার্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁর পাঠকৃতির আকল্প ভাবাদর্শ ও প্রতাপের পদ্ধতিকে নিরাকৃত করে বয়ানের বিভিন্ন সংকেতকে আক্রমণকারীর মতো ব্যবহার করেছে—এই ধারণা ঠিক নয়। বহু সূক্ষ্ম স্বর ও স্বরান্তরে বিধৃত ও পর্যায়ক্রমে উন্মোচিত বার্তের মননবিশ্বকে যদি তাঁর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি, এধরনের ভ্রম অনিবার্য। বার্তের কাছে গন্তব্যের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রার পরিপূর্ণতা।

এইজন্যে চিহ্নায়িত নয়, চিহ্নায়ক তাঁর মনোযোগের লক্ষ্য। পাঠকৃতিকে তিনি উপমিত করেছেন 'a galaxy of signifiers' এর সঙ্গে, 'a structure of signifieds' (S/Z ৫) এর সঙ্গে নয়। বার্তের বক্তব্য অনুযায়ী পাঠকৃতি আর সংযোগ নয়, প্রচলিত অর্থে বার্তাও নয়; বার্তার ন্যূনতা ও সংযোগশূন্যতার অনুভূতি পাঠকের পাঠ-প্রক্রিয়ার সূচনা-বিন্দু। ভাষা যতটুকু প্রকাশ করে, তার চেয়ে বেশি তাকে বইতে হয় অপ্রকাশের ভার। তখন নানা উৎসজাত রূপকচূর্ণ দিয়ে তৈরি করে নিতে হয় চিহ্নায়কে প্রবেশের সোপান। ১৯৭১ সালের একটি সাক্ষাৎকারে বার্ত জানিয়েছিলেন 'we must use as many metaphors as possible, because metaphor is a means of access to the signifier' (১৯৮১ ১১৫)। তিনি লক্ষ করেছিলেন, একদিকে ভাষা হল অভিব্যক্তি আর অন্যদিকে রূপান্তর ও সৃষ্টি। এই দুয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান পাঠক যতক্ষণ অনুভব না করছেন, জীবনের প্রতিবেদন ও পাঠকৃতির ভাষা-বয়ন তাঁর কাছে অনধিগম্যই থেকে যাবে।

ছয়

চিহ্নায়িতের বদলে চিহ্নায়কের পরম্পরাকে মর্যাদা দেওয়ার প্রেরণা বহুস্তরান্বিত জীবনেই পেয়েছিলেন বার্ত, একথা না-লিখলেও চলে। আমাদের কেবল লক্ষ করতে হয় তাঁর জীবনের অন্তর্দীপ্ত অনুষঙ্গগুলি। ১৯৭৪-এর এপ্রিলে চিন যখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বজ্র-নির্ঘোষ শুনতে পাচ্ছে, 'তেলকোয়েল'-এর প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বার্ত তিন সপ্তাহ সেদেশে কাটিয়ে আসেন। তাঁর ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন সোলের, ক্রিস্তেভা ও হ্যাল প্রমুখ। এর আগে জাপানে গিয়ে চিহ্নায়কের গৌরব সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠেছিলেন বার্ত, চীনেও একই ধরনের উপলব্ধি অর্জিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী জাপান ও সাম্যবাদী চীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

কখনো অভিন্ন পরিসরের দ্যোতনা বয়ে আনতে পারে না। তাই চীনের কঠোর নৈতিকতা তাঁর পছন্দ হয়নি। তাঁর সমকামী প্রবণতার কোনো প্রশ্রয়ও সেখানে পাননি। তাই সেদেশ থেকে ফিরে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন 'Signs are only important to me if they seduce or irritate me. Signs in themselves are never enough for me. I must have the desire to read them...In China, I found absolutely no possibility of erotic, sensual and amorous interest or inventment.' (১৯৮৬ ২৬৫)। এই মন্তব্যে আসলে বার্তের জীবনের পাঠকৃতিতে নিহিত অন্ধকার বলয়ের সন্ধান পাচ্ছি আমরা।

সমালোচক ক্লদ বয়ও লিখেছিলেন, সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে যিনি কেবল চিহ্নায়কের স্বাধীন সঞ্চরণ দেখতে পান, সেই বার্তও স্বভাবে নিহিত ঐ অন্ধতার বশে চীনের ক্ষেত্রে চক্ষুষ্মান হতে পারলেন না। ইউরোপীয় জীবনের নানা বিচিত্র অনুপুঙ্খে প্রচ্ছন্ন বার্তা যাঁর সূক্ষ্ম গভীর বিশ্লেষণের বিষয় হয়েছিল, বিস্ময়কর ভাবে তিনিই 'found nothing to decode in China, no unconscious to render conscious, no enigma to decipher, no depths to penetrate.' (Lemonde, 24th May, 1974)। আজ যখন আমাদের কাছে বার্তের সম্পূর্ণ জীবনের প্রতিবেদন উন্মোচিত, আমরা এই ব্যর্থতাকে আলোর সহগামী অনিবার্য ছায়া হিসেবে গ্রহণ করব। এই দ্বিবাচনিকতার নিবিড়তম অভিব্যক্তি একদিকে 'The Pleasure of the Text' এবং অন্যদিকে 'Roland Barthes by Roland Barthes' বই দুটি। নিজের দর্পণে নিজেকে দেখা সবচেয়ে কঠিন কাজ। কেননা আত্মসত্তাকে বিশ্লেষণের খাতিরে বিভাজিত করা সম্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত প্রতীয়মান বয়ানের সন্ত্রাসে প্রকৃত পরিসর পর্যুদস্ত হয়ে যায়। তবু এই প্রতিবেদনে বার্ত যেন 'Sade/Fourier/Loyola' বইতে উত্থাপিত পাঠকৃতির গ্রহণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণাকে হাতে-কলমে যাচাই করে নিয়েছেন। তাঁর নিজেরই প্রস্তাবিত সূত্র অনুযায়ী তিনি যেন পাঠককে সেই 'scriptible' পাঠকৃতির মুখোমুখি করেছেন যাকে পাঠক পুনর্লিখনের মধ্য দিয়ে নিজস্ব করে নিতে পারে। কিংবা তাঁর 'মিনি কামসূত্র' হিসেবে বর্ণিত 'The Pleasure of the Text' বইতে শরীরী আকাঙ্ক্ষার পুলক যেভাবে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—তার আদলেও প্রাগুক্ত আত্মসত্তা বিষয়ক প্রতিবেদনটি পুনঃপাঠ করা সম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

এসময় বার্তকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অভূতপূর্ব জ্যোতির্বলয়। গণমাধ্যমের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠার ফলে বার্তের বৌদ্ধিক সত্তাকে বারবার দেখা হচ্ছে আতসকাঁচ দিয়ে। ১৯৭৫-এ অন্তত বার্ত আছেন শুধু বার্তেরই সঙ্গে। আদ্রেঁ জিদ বা পল ভালেরি, জাক লাকাঁ বা জাক দেরিদা কিংবা নীৎশে—এদের সঙ্গে সমস্ত প্রাক্তন সংলগ্নতা এতদিনে পেরিয়ে এসেছেন তিনি। ১৯৭৫-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি একটি সাক্ষাৎকারে নিজস্ব উপলব্ধিকে এভাবে চমৎকার সূত্রায়িত করেছেন বার্ত

'Writing can take on different disguises, different values. At times one writes because of a belief that by doing so one is participating in a struggle. This was the case at the beginning of my career as a writer...then, gradually, the truth emerges, a more naked truth, if I can call it that One writes because, at heart, one enjoys it, because it gives one pleasure. Ultimately, the motivaton behind writing is one of pleasure.'। ঐ একই সাক্ষাৎকারে তিনি রাজনৈতিক প্রতিবেদন সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধতার কথাও বলেছেন। অর্থাৎ কোনো কোনো দিক দিয়ে তাঁর ভাবনা অনেকখানি বিবর্তিত হয়ে পড়েছে। সাফল্যের চূড়ায় অধিষ্ঠিত বার্ত এসময় তাঁর ড্রয়িং ও ছবি সম্পর্কে প্রচুর উৎসাহ দেখিয়েছেন, গবেষণার নতুন নতুন দিগন্ত বিস্তার নিয়ে ভেবেছেন; কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে থিয়েটারের প্রতি তিনি পুরোপুরি বিমুখ।

এসময় রেবেইরোল টিউনিসিয়ায় ফরাসি রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন; সেখানে গিয়ে কিছুদিন প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে কাটিয়ে এলেন বার্ত। আঁরিয়েতা তখন বার্ধক্যজনিত পীড়ায় আক্রান্ত। একদিকে জীবনে অর্জিত প্রভূত যশ ও জনপ্রিয়তার গৌরবছটা, অন্যদিকে সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির জীবন-সায়াহ্নে ঘনায়মান অনিবার্য বিদায়ের বিষাদ-তীব্র অস্তরাগ জীবনের পাঠকৃতি থেকেই চূড়ান্ত ও অনিবার্য কূটাভাসের মোকাবিলা করতে ক্রমশ তৈরি হতে হল বার্তকে। জীবনের বেলাভূমিতে প্রতিনিয়ত অজস্র পদচিহ্ন পড়ে, আবার সময়ের নিঃশব্দ জলরাশি তাদের মুছেও দেয়। কিন্তু জীবনের কিছু কিছু চিহ্নায়ক এমন, বহতা কাল যাকে জীর্ণ করতে পারে না। একই সঙ্গে চিহ্নায়ক পুরোনো আর নতুন; আসলে তার চেয়েও বেশি যখন তা সত্তার অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অভিজ্ঞান। আঁরিয়েতা তো বার্তের মা নন কেবল, শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পর্যন্ত তাঁর চির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

নির্ভরতার উৎস, নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখা। পাঠকৃতির আরম্ভ আছে যেমন, সমাপ্তিও আছে। জীবনের পরিক্রমাও একসময় শেষ হয়ে আসে। প্রদোষের ধূসরতা আসন্ন রাত্রির অমায় রূপান্তরিত হতে থাকে। আঁরিয়েতার জরা নিশ্চিত ভাবে বার্তের পাণ্ডিত্যকেও নিঃসাড় করে দিচ্ছিল, আলোর প্রকৃত উৎস ধীরে ধীরে নিভে যেতে দেখছিলেন তিনি। অথচ তখনই তাঁর কীর্তি শিখর স্পর্শ করছে, খ্যাতির উদ্ভাসনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে জীবন ও মননের পাঠকৃতি। এই কূটাভাসের অনিবার্য নিষ্ঠুরতা মেনে নিয়েই বার্ত পৌঁছালেন তাঁর অনন্য পাঠকৃতির চূড়ান্ত উন্মোচনের পর্যায়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পাঠকৃতির আপাত-সমাপ্তি পাঠ-পরম্পরার সূচনা

১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত বার্তের সেমিনারে মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'A Lover's Discourse' এবং 'The intimidations of Language'। যথারীতি নানা ধরনের বক্তৃতা, লেখা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি নিয়ে তাঁর সময় নিশ্ছিদ্র। খ্যাতির বিড়ম্বনা অনুভব করছেন বারবার। এসময় প্রবলভাবে মানসিক অস্থিরতারও কেননা তাঁর অশীতিপর মা তখন নানা ধরনের অসুখে ভুগছেন। তাঁর সেই সময়কার ছাত্রেরা একবাক্যে জানিয়েছেন, সে-সময় বার্তের সেমিনারে আগের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল না। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্থাৎ কলেজ দ্য ফ্রাঁসে সম্মানিত অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাঁর। এই সূত্রে বহুদিনব্যাপ্ত শীতল দূরত্ব কাটিয়ে ফুকোর সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করেছেন বার্ত। নিয়ম অনুযায়ী তিনি এজন্যে প্রার্থী হয়েছেন এবং মুখ্যত ফুকোর সমর্থনে ১৯৭৬-এর ১৪ মার্চ তাঁকে নবগঠিত 'সাহিত্যিক চিহ্নতত্ত্ব' বিষয়ে বিশেষ অধ্যাপক পদে মনোনীত করা হয়েছে।

দীর্ঘস্থায়ী পীড়া তাঁর শৈশব ও কৈশোরের স্বপ্নকে ধ্বস্ত করে দিয়েছিল। জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে, ৬২ বৎসর বয়সে, সেই স্বপ্ন পূর্ণ হলো। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রান্তিকায়িত ভেবে গ্লানি বোধ করতেন বার্ত। এবার বিপুল গৌরবে অপূর্ণতার সব ক্ষোভ দূর হলো। ১৯৭৭-এর ৭ জানুয়ারি নিয়মমাফিক কলেজ দ্য ফ্রাঁসে তিনি প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়েছেন। এই বক্তৃতার প্রস্তুতি বেশ কয়েকমাস ধরে করেছিলেন বার্ত। পাশাপাশি চূড়ান্ত রূপ দিচ্ছিলেন 'A Lover's Discourse' এর পাণ্ডুলিপিকে। ইতিমধ্যে ১৯৭৬-এর অক্টোবরে, মাকে নিয়ে রোলাঁ একটি দোতলা বাড়িতে চলে আসেন। কেননা তখন আঁরিয়েতা পাঁচতলা বাড়ির সিঁড়ি ভাঙতে পারছেন না। গার্হস্থ্য জীবনের এই অনুপুঙ্খ থেকেও বুঝতে পারি, খ্যাতির আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার পরেও রোলাঁ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বার্তের জীবনের পাঠকৃতিতে মা-ই ছিলেন কেন্দ্রবিন্দু।

তাই তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার সময়ে বার্ত সভাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর মায়ের হাত ধরে। প্যারিসের গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবীদের ভিড়ে সভাকক্ষে সেদিন তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। এদের মধ্যে প্রথম সারিতে বসেছিলেন আঁরিয়েতা। ভাষণের শুরুতে তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে অর্জিত প্রীতি ও বন্ধুত্বের কথা অকুণ্ঠভাবে স্মরণ করেছিলেন বার্ত। জীবন ও মননের পাঠকৃতিতে যিনি চিরকাল খুঁজেছেন চিহ্নায়কের বিন্যাস, তাঁর অভিব্যক্তি ও বাচনে মা ও বন্ধুদের প্রবল উপস্থিতি নিঃসন্দেহে সংকেতগূঢ়। সেদিনকার ভাষণে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠস্বর অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়েছিল। সেদিন তিনি বলেছিলেন 'But language is never reactionary nor progressive; it is quite simply fascist; for fascism does not prevent speech, it compels speech.' (১৯৮২ ৪৬১)। কথাটি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল; অনেকেই বিমূঢ় বোধ করেছিলেন, ভুলও বুঝেছেন।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভাষার সক্রিয় উপাদান হিসেবে এইসব 'অশুদ্ধ' অনুপুঙ্খের উল্লেখ ...'the fears, the appearances, the intimidations, the advances, the blandishments, the protests, the excuses, the aggressions, the various kinds of music out of which active language is made.' (তদেব ৪৭১)। এই উচ্চারণের সময় সমগ্র জীবনের ছায়াঞ্চল সম্ভবত মনে পড়ছিল তাঁর। বক্তৃতার উপসংহারে আরও একটি কৌতূহলজনক কথা বলেছিলেন বার্ত 'এমন একটি যুগ আসন্ন যখন আমরা যা-জানি না তা-ই পড়াব। এই যুগকে বলা যায় 'গবেষণা'। এখন সম্ভবত অন্য আরেক ধরনের অভিজ্ঞতার যুগ আসছে, তা হল শিক্ষা-বিস্মৃতির যুগ।' (তদেব ৪৭৮)। শ্লেষ ও বিষাদ ভরা এই উচ্চারণ প্রকৃতই এক প্রাজ্ঞ মনীষীর। ভুল শিক্ষার দম্ভ ও আস্ফালন যখন আকাশচুম্বী, তাকে পুরোপুরি ভুলে যেতে না পারলে নতুন চিন্তাবীজ অঙ্কুরিত হবে না কখনো। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তনের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করার পরে বার্তের এই উচ্চারণে যেন সক্রেটিসের প্রাজ্ঞ ঔদাসীন্য অনুরণিত হয়েছে। এমনও বলতে পারেন কেউ, সিসিফাসের মতো তিনিও হয়তো চারপাশে দেখছিলেন কেবল নিঃসীম শূন্যতার সম্ভাবনাগর্ভ পরিসর যা আবার নতুন অধ্যবসায় সূচনারও প্রাক্‌মুহূর্ত। একদিকে জীবনব্যাপী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তাৎপর্য অর্জন যেমন প্রমাণিত, অন্যদিকে নতুন জীবন-পাঠ বা ভিটা নুওভার নতুন আরম্ভ তেমনি সংকেতিত হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুই

কিন্তু খ্যাতির বিড়ম্বনাও আছে। কয়েকজন নির্বাচিত ছাত্রদের নিয়ে সেমিনারে যেভাবে নিবিড় পাঠ পরিচালনা করতেন বার্ত, এই পর্যায়ে তা অতীতের সুখস্মৃতি মাত্র হয়ে রইল। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দ্বিবাচনিক বিনিময় সম্ভব হলো না আর; কেননা বার্ত এখন ভিড়ের মানুষ। যে-কোনো ধরনের প্রকাশ্য অভিব্যক্তি বা সোচ্চার উপস্থিতিকে যিনি এতদিন 'হিস্টিরিয়া' বলে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন, এই পর্যায়ে তার অভিঘাত এড়ানো কঠিন হলো। এসময় বেশ কিছু সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে তাঁকে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নিজের চিরাচরিত অবস্থানের উল্টো মেরুতে যেন দাঁড়িয়ে গেছেন। একবার তিনি পাঠকের দৃষ্টিকোনের বদলে লেখকের প্রেক্ষিতকে সমর্থন করেছেন। জানিয়েছেন, শুধুমাত্র গৌরব লেখকের পক্ষে যথেষ্ট নয় যেহেতু পেশাদার মানুষ হিসেবে তাঁর কিছু অর্থনৈতিক চাহিদা রয়েছে। বই বিক্রির স্বার্থে তাঁকে বেতার বা দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। এইসব কথা একেবারেই বার্ত-সুলভ নয় বলে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কেউ, দার্শনিক ব্যক্তিত্বের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল ব্যবহারিক বোধ সম্পন্ন অন্য-এক বার্তের অবয়ব।

তবে ঐসময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তাঁর তৃতীয় বেতার সাক্ষাৎকার। তাতে 'the pleasure of the image' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি পরবর্তী বই 'Camera Lucida'-র মূল উপজীব্য সম্পর্কে খানিকটা পূর্বাভাস দিয়েছেন। জানিয়েছেন, প্রতিচ্ছবির সবচেয়ে বড়ো মূল্য হল এই প্রতীতির নীরব ঘোষণা এই বস্তুটি কোনো-এক অস্তিত্বের প্রতিনিধি। কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট সময় ও পরিসরে উপস্থিতি-সূচক অভিজ্ঞান হিসেবে এর তাৎপর্য চিরকালীন হয়ে যায় প্রতিচ্ছবিতে। এই সাক্ষাৎকার দেওয়ার মুহূর্তে বার্তের অবচেতনে প্রগাঢ় ছায়া ফেলেছে তাঁর মায়ের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা। তাই তিনি বলেছেন 'What I really find fascinating about photographs, and they do fascinate me, is something that probably has to do with death'! একদিক দিয়ে মৃত্যুর ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে ভবিষ্যতের পথিক হয়ে ওঠে প্রতিচ্ছবি। অস্তিত্বের চিহ্নায়ক হিসেবে তার লক্ষ্য যেন সর্বদা ঘটমান বর্তমানের অঙ্গ হয়ে ওঠা!

ইতিমধ্যে ১৯৭৭-এর বসন্তে প্রকাশিত হলো 'A Lover's Discourse' যার পাঠকৃতিতে ভাষার তথাকথিত 'অশুদ্ধ' টুকরোগুলো বয়নের অংশ হয়ে উঠেছে। আর, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, দীর্ঘস্থায়ী পীড়ার অতীত-স্মৃতি পুনর্জীবিত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বর্তমানের সঙ্গে সেতু তৈরি করেছে। প্রথম পুরুষের উচ্চারণ মিশেছে উত্তম পুরুষের বাচনে। একই সঙ্গে বইটি প্রেম-বিষয়ক প্রতিবেদন আবার আত্মজৈবনিক উপন্যাসের আদি-পাঠ। অভূতপূর্ব বিক্রি হয়েছিল এর। ১৯৭৮-এর মধ্যে মোট ৭৯,০০০ কপি। জীবন একদিকে কেড়ে নেয়, অন্যদিকে অন্যভাবে ফিরিয়েও দেয়। ১৯৭৭-এর জুনে প্রায় পঞ্চাশজন গবেষক-লেখক বার্তের জীবন ও কৃতি বিষয়ে সপ্তাহব্যাপী আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করেন। তখনই বার্তের অনুসরণকারীদের মধ্যে দুটি প্রধান শিবির লক্ষ করা যায়। স্বয়ং বার্ত বলেছিলেন, এই মতভেদ প্রমাণ করে, আধুনিকতার প্রতিবেদন অনবরত পাল্টে যাচ্ছে। বস্তুত তিনি নিজেও তখন পরিবর্তিত ব্যক্তিত্ব। এই পর্যায়ের তিনটি প্রধান বইতে (Roland Barthes by Roland Barthes, A Lover's Discourse, Camera Lucida) কোনো তাত্ত্বিক মহাসন্দর্ভের অনুসৃতি লক্ষ করি না। চিহ্নতত্ত্ব, মনঃবিশ্লেষণ বা মার্ক্সবাদ—সব কিছুর ছায়াকে পরম ঔদাসীন্যে মুছে নিয়ে নতুন পথে যাত্রা করেছেন বার্ত। স্বভাবত তাঁর পাথেয় ও গন্তব্য—কোথাও আর পূর্বানুসৃতি নেই। বারবার নিজেকে রূপান্তরিত করেছেন বলে বার্ত-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তখনই নানা শাখা-প্রশাখা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকের কাছেই প্রশ্নাতীত ছিল তাঁর 'নিজস্ব বার্ত' এর ভাবমূর্তি। যেমন, দীর্ঘদিনের সঙ্গী রবে-গ্রিয়ে বার্তকে আধুনিক ঔপন্যাসিক বলেছেন কেননা তাঁর পাঠকৃতি আধুনিক উপন্যাসের মতো 'purely fragmentary and these fragments, into the bargain, always describe the same thing, which is almost nothing' (১৯৭৮ : ২৫৮)।

তিন

একদিকে বার্তকে ঘিরে যখন ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে অমরতার জ্যোতির্বলয়, তখন তাঁর মা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন অনিবার্য মৃত্যুর অন্ধকার বয়নের দিকে। ১৯৭৭-এর গ্রীষ্মে বার্ত উৎকণ্ঠায় ও আশঙ্কায় বিধুর। ঐসময় কিছুদিন তিনি দিনলিপি লিখেছেন। ১৩ জুলাই মর্মভেদী বেদনায় লিখছেন 'Depression, fear, anxiety; I see the death of a loved one, I panic'! কিছুকাল উর্টে কাটিয়ে প্যারিসে ফিরে এলেন বার্ত। ২৫ অক্টোবর এল সেই ভয়ঙ্কর দিন আঁরিয়েতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। উর্টের নির্জনতায় মায়ের মরদেহ সমাহিত করে প্যারিসে ফিরে এলেন রোলাঁ ও মিশেল। যেসব ঘনিষ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বন্ধুরা বহুবছর ধরে আঁরিয়েতা ও রোলাঁকে জানতেন, তাঁরা প্রত্যেকে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন তখন। কেননা ৬২ বছর বয়সেও বার্ত মায়ের ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। তাই মায়ের মৃত্যুতে পৃথিবী আর আগের মতো রইল না, পাঠকৃতির বয়ান থেকে অন্তর্হিত হল নির্যাস। মর্মস্পর্শী ভাষায় বার্ত 'Camera Lucida' বইতে লিখেছিলেন 'For what I have lost is not a figure (the Mother), but a being; and not a being, but a quality (a soul) not the indispensable but the irreplaceable.' (পৃ. ৭৫)। তবু, নিজের সান্ত্বনাহীন শোককে, সত্তায় অন্তর্গূঢ় রাখলেন তিনি।

বাহ্যত আরো সক্রিয় হয়ে উঠলেন, এমনকী খানিকটা লঘুতাও দেখা গেল কখনো কখনো। আঁদ্রে টেশিনের ছায়াছবিতে উইলিয়াম থ্যাকারের ভূমিকায় দুটি দৃশ্যে অভিনয়ও করলেন। এই শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে অবশ্য কোনো আগ্রহ তাঁর ছিল না। ১৯৭৮-এর মার্চে মিশেল ফুকো ও গিলে ডেলেউজের সঙ্গে প্যারিসের আধুনিক সঙ্গীত গবেষণাকেন্দ্রের একটি কাজে অংশ নিলেন। তারপর টিউনিশিয়ায় বন্ধু রেবেইরোলের কাছে এক সপ্তাহের ছুটি কাটাতে চলে গেলেন তিনি। এবছর কাজের চাপ অনেক বেশি ছিল। লে নোভেল অবজার্ভেত্যুর পত্রিকায় সাপ্তাহিক নিবন্ধ লিখতে শুরু করেছেন বছরের শেষে, পরের বছরের প্রথম তিন মাস পর্যন্ত লিখে গেছেন প্রতি সপ্তাহে। এসময় খ্যাতির শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও অকারণ নিন্দা ও আক্রমণের শিকার হতে হয় তাঁকে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে প্রাগুক্ত পত্রিকায় কলম ধরেছিলেন তিনি। তারপর একসময় সব কিছু সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়লেন। বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমাজকে কীভাবে সমালোচনা করা উচিত, এবিষয়েও তখন কিছুদিন ভেবেছেন তিনি। কিন্তু সব কিছুর উপরে ছিল নিজস্ব প্রতিবেদনের নতুন পর্যায়ে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা। নভেম্বরে আট দিনের জন্যে নিউইয়র্কে গিয়ে প্রুস্ত সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন বার্ত। জীবনের সূচনাপর্বের মতো তখন অদ্ভুত ভাবে নিজের লেখাপত্র সম্পর্কে সংশয় জেগেছে মনে। বিচিত্র ও জটিল সংকট তাঁর ভাবনাকে মথিত করছে তখন। সাধারণ মানুষ তাঁকে চিন্তাবিদ হিসেবে দেখতে চায়, স্রষ্টা হিসেবে নয়। এতবার যাঁর বিশ্ব বিবর্তিত হয়েছে, তিনি খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছেও তৃপ্তি বোধ করবেন না—এ তো খুব স্বাভাবিক। যাই হোক, প্যারিসে ফিরে আসার পরে, সিউল প্রকাশন-সংস্থার সঙ্গে বার্তের সম্পর্কের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

একটি অনুষ্ঠান করা হল—যাতে ঐ ক্ষণিকের মেঘ কেটে গেল। কেননা তাতে প্যারিসের বৌদ্ধিক জগতের সমস্ত দিকপাল নক্ষত্র উপস্থিত ছিলেন। পরিণত বয়সেও বার্ত এভাবে প্রীতির নীলাঞ্জন ছায়ায় থাকলে স্বস্তি বোধ করতেন।

চার

কয়েক মাস পরে সোলেরের উপরোধে পুরোনো কিছু প্রবন্ধ পরিমার্জন করে একটি সংকলন প্রকাশ করলেন তিনি 'Sellers, Writer'। একাধারে ঔপন্যাসিক ও তাত্ত্বিক হিসেবে ফিলিপ সোলেরকে 'এক্রিভঁ' বর্গভুক্ত করেছিলেন বার্ত। এতে মনে হয়, বন্ধুকৃত্য করলেও সোলেরের উপন্যাসই তাঁর বেশি পছন্দসই ছিল। ঐসময় কথাপ্রসঙ্গে ওলিভিয়ের বুর্গেলিনকে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে প্রতিটি প্রতিবেদনই মূলত 'fictional'! কথাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে নানা বিষয়ে মনোনিবেশ করে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছিলেন বার্ত। কারণ, লে নোভেল অবজার্ভেত্যুরে তাঁর শেষ রচনার অব্যবহিত পূর্ববর্তী লেখায় তিনি জানিয়েছিলেন একঘেয়েমি ও অবসাদের কথা। আবার এই অবসাদ কাটাতেই সম্ভবত কয়েকদিন পরে 'Camera Lucida' লেখার কাজ শুরু করলেন। ১৫ এপ্রিল থেকে ৩ জুনের মধ্যে পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে গেল।

এই লিখন-প্রয়াসের পরাপাঠ হল অনুপস্থিতির বহুস্বরিক ব্যঞ্জনা। যতদিন তাঁর খ্যাতি থাকবে, ততদিন মায়ের স্মৃতিকে অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখবেন—এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। সমগ্র জীবন মায়ের সঙ্গে কাটিয়েছেন বলে তাঁকে যন্ত্রণার অসহনীয় দহনও সইতে হবে : এই প্রত্যয় তখন তাঁর সত্তার অংশভাক্ হয়ে গেছে। জীবনের সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে আন্তরিক উচ্চারণে তিনি লিখেছেন 'It is said that mourning, by its gradual labour, slowly erases pain; I could not, I cannot believe this; because for me time eliminates the emotion of loss (I do not weep), that is all. For the rest, everything has remained motionless...I could live without the Mother (we all do, sooner or later); but what life remained would be absolutely and entirely unqualifiable.' (পৃ. ৭৫)। এই উচ্চারণ যে আমাদের বিদ্ধ করে, তা কেবল অশ্মীভূত অশ্রু ও পারাপারহীন নৈঃশব্দ্যের জন্যে নয়। সাধারণভাবে বৌদ্ধিক জগৎ যেখানে নিরুত্তাপ বিচারশালা মাত্র, সেখানে শুদ্ধতম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

মানবিক আবেগের এই অবারিত প্রকাশ ও নিবিড়তম সম্পর্কের উত্তাপ নিঃসন্দেহে আমাদের আশ্চর্য করে। চিহ্নায়ক-খচিত ভাববিশ্বের কথা যিনি আগাগোড়া ভেবে এসেছেন, সেই বার্ত কেন প্রতিচ্ছবির তাত্ত্বিক বয়ানের সঙ্গে মাতৃশোক অন্বিত করে নিয়েছেন—এই প্রশ্ন বড়ো হয়ে ওঠে না। কারণ তাঁর মায়ের মৃত্যুতে এই বই লেখার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। তাঁর মায়ের মৃত্যুর কয়েকমাস আগেই এমন একটি বই লেখার কথা তিনি ভাবছিলেন। নিবিড়তম শোক তাঁর পাঠকৃতিকে সংহতি দিয়েছে, এই শুধু। জীবনের শেষ বইটি যে এভাবে শুদ্ধতম অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে গেল, চিহ্নতত্ত্ব-সন্ধানী ও সন্দর্ভ-দর্শনের স্থপতির পক্ষে এও এক আশ্চর্য সংকেত। ভালোভাবে লক্ষ করলে বুঝব, বার্ত কিছুদিন আগে চিত্রকলা সম্পর্কে যে-মনোভঙ্গি নিয়েছিলেন, প্রতিচ্ছবির ক্ষেত্রেও তার বদল হয়নি। প্রথাসিদ্ধ বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি প্রতিচ্ছবির স্বরূপ উন্মোচন করতে চাননি। মায়ের অস্তিত্ব ও তাঁর মৃত্যুতে শোকের অন্তহীন দহন তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ভাষাগত দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর পুরোনো বিশ্বাসই তাতে আরো একবার সমর্থিত হল প্রতিটি চিহ্নায়কের পেছনে সর্বদাই রয়েছে কোনো ভাষার বিন্যাস।

এসময় বার্ত ঘনিষ্ঠজনদের কাছে প্রায়ই নতুনভাবে জীবন শুরু করার কথা বলতেন। প্রায়ই তিনি জানাতেন নতুন নতুন বই লেখার পরিকল্পনা। মায়ের মৃত্যুর বছর তিনি যে দিনলিপি লিখতে শুরু করেন, তাতে এক নতুন ধরনের খোলামেলা বার্তকে পাওয়া যায়। প্রতিটি দিনের শেষে নিজের পরিশীলিত পরিচয় থেকে বেরিয়ে এসে সমান্তরাল অপরসত্তার জগতে যেন প্রবেশ করতেন তিনি। এ যেন তাঁর জীবনের স্বেচ্ছাবৃত প্রতিসন্দর্ভ। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার অবসাদে ও আত্মিক সংশয়ে তিনি দীর্ণ হয়ে পড়েন। কেননা ধীরে ধীরে তিনি অনুভব করছিলেন আকাঙ্ক্ষার অবসান। অবিরল জনপ্রবাহ থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন তিনি কেননা সংঘবদ্ধ যে-কোনো প্রতিক্রিয়াই তাঁর বিতৃষ্ণা জাগাত।

ফলে মায়ের মৃত্যু-পরবর্তী দিনগুলোতে বিচ্ছিন্নতার কৃষ্ণবিবর আরো অবারিত হয়ে উঠল তাঁর পক্ষে। ঐ সময় তিনি কখনো কখনো উপন্যাস লেখার কথা ভেবেছেন, নানা ধরনের প্রকল্প নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা করেছেন। আধুনিকতার বিবর্তনশীল বিশ্ববীক্ষাকে অনুভব করতে চেয়েছেন। কিন্তু কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

কিছুই তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠেনি। ইতিমধ্যে তাঁর দিনলিপির ভিত্তিতে 'Incidents' নামে পাঠকৃতি প্রকাশিত হয়। এতে তাঁর সমকামী প্রবণতার স্পষ্ট বিবৃতি রয়েছে। এছাড়া রয়েছে আধুনিক বীক্ষণ সম্পর্কে তাঁর সংশয়জড়িত আত্মজিজ্ঞাসা। কিন্তু এতে আমরা দেখতে পাই, প্রতিভা অবসন্ন না-হলেও তিনি নিশ্চিতভাবে লক্ষ্যহীন পরিক্রমায় রুদ্ধ হয়ে গেছেন। সম্ভবত মায়ের মৃত্যুজনিত শোক তাঁর ভাবুক সত্তার মর্মমূলে আঘাত করেছিল। এসময় তিনি বারবার আলাপচারিতায় জীবনের সমাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন।

পাঁচ

তা সত্ত্বেও ১৯৭৯ সালে তাঁর ব্যস্ততায় কোনো ছেদ পড়েনি। অজস্র অনুরোধ রক্ষা করতে হত তাঁকে। ছোটখাটো লেখা ও বক্তৃতার চক্রব্যূহ থেকে নির্গমনের পথ তাঁর জানা ছিল না। সব কিছুই তাঁকে বিরক্ত, ত্রস্ত ও অবসন্ন করত তখন। যথারীতি স্বভাববশত কাউকে ফেরাতে পারতেন না তিনি; না-বলার রীতিটা তাঁর জানা ছিল না। অতএব খ্যাতির বিড়ম্বনাও তখন চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছেছে। অথচ ভেতরে ভেতরে তিনি শুনতে পাচ্ছেন নিজেরই ভেঙে পড়ার আওয়াজ। ফলে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে নানা বিষয়ে অভিযোগ জানানোর মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে বন্ধু রেবেইরোলের কাছে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেও বারবার স্থগিত রেখেছেন কেননা অংশত আত্মসৃষ্ট চক্রব্যূহ থেকে তিনি নিষ্ক্রান্ত হতে পারেননি। একদিকে আকাঙ্ক্ষার অবসান আর অন্যদিকে বহতা সময়ের অনুভব তাঁর ভিত্তিমূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দিচ্ছিল। ইতিমধ্যে এল ১৯৮০; জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি জুড়ে মূলত এই আত্মিক অবসাদজনিত অস্থিরতা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। এসময় জুলিয়া ক্রিস্তেভা ও ফিলিপ সোলেরের কাছে নিজের মানসিক পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন বার্ত।

২২ ফেব্রুয়ারি টিউনিশিয়া থেকে এলেন বন্ধু ফিলিপ রেবেইরোল। এর ঠিক তিনদিন পরে, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ফ্রাসোঁয়া মিতেরোঁ আরো কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁকেও মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রণ জানালেন। মিতেরোঁ তখনো ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নন, সমাজতন্ত্রী দলের মুখ্য সম্পাদক। এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্পর্কে তাঁর মনে যত দ্বিধাই থাক, শেষ পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন। ঐদিন সকালে মিলানে অনুষ্ঠিতব্য স্তাঁদাল সম্পর্কিত একটি আলোচনা-চক্রের জন্যে পরিকল্পিত নিবন্ধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

খসড়া তিনি শেষ করেন। এর প্রথম পৃষ্ঠা তিনি টাইপ করে গিয়েছিলেন, বাকিটা আঁর শেষ করতে পারেননি। কারণ মিতেরোঁর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন শেষে বার্ত যখন পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন, বিকেল পৌনে চারটার কাছাকাছি সময়ে, রাস্তা পেরোতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন। রক্তাপ্লুত ও অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আশ্চর্যজনক ভাবে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ ও পাঠকৃতির বরিষ্ঠ তাত্ত্বিক রোলাঁ বার্তের জীবনকথা যেন একটি অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত হয়ে গেল। এই দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে পরে অনেকেই নানা কথা বলেছেন। আমরা শুধু লক্ষ করব কীভাবে 'Mythologies'-এর প্রণেতা স্বয়ং, তাঁরই সৃষ্ট আকল্প অনুযায়ী, ফ্রান্সের বৌদ্ধিক জীবনে প্রত্নকথায় রূপান্তরিত হলেন। হাসপাতালে প্রথম কিছুদিন তিনি বাহ্যত স্বাভাবিক ছিলেন কিন্তু ধীরে ধীরে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আসে। তিনিই শিখিয়েছেন আমাদের, জীবন ও মননের পাঠকৃতিতে চিহ্নায়ক-পরম্পরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই চিহ্নায়ক যখন মুছে যায়, ধ্বস্ত হয়ে যায় পাঠকৃতিও। বার্তের অন্তিম দিনগুলোতে আমরা যেন চিহ্নায়কদের ঝরে যেতে দেখি। ফিলিপ সোলের, জুলিয়া ক্রিস্তেভা, ফিলিপ রেবেইরোল, ফ্রান্সিস হ্বাল প্রমুখ বন্ধুজন আর মিশেল সালজেদো চেতনা আর অচেতনার মধ্যে দোদুল্যমান রোলাঁকে নিবিড় সাহচর্য দিয়েছেন।

কিন্তু ততদিনে যক্ষার বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ায় তাঁর জীবনীশক্তি দ্রুত কমে এসেছে। শল্য-চিকিৎসা করেও কোনো ফল হয়নি। বাক্‌কুশলী বার্ত যেন বা নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে জীবনের শেষ কয়দিন বাক্‌রহিত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, এসময় তাঁর বাঁচার ইচ্ছাও অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর মৃত্যু অবধারিত বুঝে মিশেল তাঁকে ব্রাণ্ডেরবুর্গ কনসার্ট-এর টেপ শুনিয়েছিলেন। ২৬ মার্চ বিকেল ১ টা ৪০ মিনিটে রোলাঁ বার্ত নামক প্রবাদের শারীরিক অবসান হল। যিনি জীবনের পাঠতত্ত্ব নতুনভাবে নির্ধারণ করে প্রথম ফ্রান্স, পরে ইউরোপ, এবং সবশেষে গোটা বিশ্বের চিত্তকে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন, সেই রূপকপ্রিয় মানুষটি সম্পর্কে দীপ-নির্বাণের প্রচলিত রূপক ব্যবহার করব না।

রোলাঁ বার্ত এখন স্বয়ং চিহ্নায়কে রূপান্তরিত, কিংবদন্তির অপরিহার্য অংশ। বারবার প্রশ্ন থেকে প্রশ্নান্তরে আর পাঠ থেকে পাঠান্তরে যিনি আমাদের নিয়ে গেছেন, কায়িক অবসানের পরেও তাঁর সেই প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত। এর সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন তো এই যে, ফ্রান্স থেকে বহুদূরবর্তী ভারতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

উপমহাদেশের কোনো এক লিখন-প্রয়াসী বাংলা ভাষায় তাঁর উচ্চারণ-সমবায়কে পুনরুত্থাপন করছে। রোলাঁ বার্তের মৌলিক কণ্ঠস্বর আজ হয়তো নিঃশব্দ; কিন্তু এতে সংশয় নেই যে এই নৈঃশব্দ্য আসলে তাঁরই ব্যাখ্যাত সেই সম্ভাবনাগর্ভ শূন্যায়তন। আর, এই বিন্দু থেকেই শুরু হতে পারে পরবর্তী সব লিখন-পরম্পরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

মোহনা থেকে উৎস পাঠের পুনর্নবায়ন

আর তিন বছর পরে রোলাঁ বার্তের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে। আগামী বছর হয়তো বা তাঁর প্রথম বই প্রকাশের ছয় দশক পূর্তি উদ্‌যাপন করবেন কেউ কেউ। না, তাঁর দীপ নির্বাপিত হয়নি। পাঠ-পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, অটুট রয়েছে আকরণোত্তর চিন্তা-প্রস্থানের প্রতি আগ্রহ। তাই দীপ-নির্বাণের প্রথাগত বাচনের বদলে বরং ব্যবহার করতে পারি মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের নবায়মান উদ্‌ভাসনের কথা। শেষের পরেও শুরু আছে, থাকে, থাকবে এই প্রত্যয়ের কথা।

একটি সাক্ষাৎকারে বার্ত জানিয়েছিলেন, 'সারা জীবন ধরে আমাকে যা মুগ্ধ করেছে তা হল কত আশ্চর্য আর বিচিত্র ধরনে জনসাধারণ তাদের একান্ত নিজস্ব জগৎকে বোধগম্য করে তোলে।' এই সূত্রে মনে আসে সম্বোধকের সঙ্গে সম্বোধিতের নিয়ত নতুনভাবে সেতু গড়ে ওঠা আর অনবরত পুরোনো সেতু থেকে সরে আসার কথা। এইজন্যে সম্বোধ্যমানতার প্রক্রিয়া চিরবিস্ময়ের, চিরসঞ্চরমানতার। আমাদের তাৎপর্য নির্মাণে তাই নতুন নতুন আরম্ভ আছে শুধু। মানবিক স্বভাবই তো অনবরত তাৎপর্য খুঁজে যাওয়া; তবু এই প্রক্রিয়াও সংস্কৃতির ইতিহাসের ফসল। বিশেষ সময় ও পরিসরের বিশেষ বাধ্যবাধকতায় বিশিষ্ট তাৎপর্য গড়ে ওঠে। কোনো পাঠকৃতিই প্রেক্ষিত-নিরপেক্ষ নয় যদিও বহুক্ষেত্রে ঐ প্রেক্ষিতের প্রতীয়মান ও প্রকৃত স্বরূপের আততি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আবার আপন জগৎকে বোধগম্য করে তুলতে গিয়ে দুর্মর অভ্যাসের অদৃশ্য শেকলে বন্দি হয়ে পড়ি কেউ কেউ। বার্তের মতো ভাবুক ঐ বন্দিত্ব সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে শেকল-ভাঙার আয়োজন করেন এবং বোধগম্যতা অর্জনের সম্ভাব্য নতুন পথ কিংবা পথের সংকেত নির্দেশ করেন।

বার্তের চিন্তাসূত্রগুলি যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে ক্রমাগত প্রসারিত করে যাওয়াই আমাদের কাজ। ধরা যাক 'Critical Essays' বইতে তাঁর দেওয়া লেখকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

সংজ্ঞা। তিনি লিখেছেন, লেখক মূলত 'public experimenter' অর্থাৎ লেখকসত্তা জনসাধারণের জন্যে, জনতার মুখরিত সখ্যে, ভিড়ের নির্জনতায় নিরন্তর নিরীক্ষাধর্মী প্রয়োগ করে যান। তার মানে, এই প্রক্রিয়ায় কেবলই সদ্য বিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির চিহ্নায়ন প্রকরণ বিনির্মিত হতে থাকে। আর, অব্যবহিত পূর্ববর্তী আকরণ থেকে ক্লান্তিহীন নিষ্ক্রমণের আয়োজন করেন সূত্রধার-লেখক। তাঁর নির্মাণ প্রতিনিয়ত বিনির্মাণ; আকরণোত্তর প্রবণতার উদ্‌ভাসনই সঞ্চালক শক্তি। অন্যদিকে, পাঠক-সমালোচকও কোনো বয়ানের গোপন অর্থ অপাবৃত করেন না; বিগত মুহূর্তপুঞ্জের তাৎপর্য আবিষ্কারে নিজেকে রুদ্ধ রাখেন না। বরং, আমাদের সময়ের উপযোগী তাৎপর্য নির্মাণ করে যান অনবরত। প্রাগুক্ত বইতে বার্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, সমালোচনার দায় হল 'to construct intelligibility for our own time'।

এই বোধগম্যতায় পৌঁছানোও তো নিরীক্ষাধর্মী জনসংলগ্ন প্রক্রিয়া। তাহলে, এই সূত্রে লেখকসত্তা ও পাঠকসত্তা কি অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে? যদি এমন হয়, লেখকের মৃত্যু ও পাঠকের জন্ম সংক্রান্ত বিখ্যাত চিন্তাসূত্র কি পুনঃপরীক্ষিত হবে? এরকম আরও কিছু প্রশ্ন বার্ত উসকে দিয়েছেন বারবার। সাহিত্য-সমালোচনাকে প্রচলিত ধরন ও লক্ষ্যের ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি স্ববিরোধিতার এক বিপুল সমারোহ। কিন্তু আসলে তিনি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক চিহ্নতত্ত্বের বিচ্ছুরণ লক্ষ করেছেন নানা ধরনের আপাত-স্বতন্ত্র প্রকল্পের মধ্যে। তিনি যে অনবরত সাহিত্যিকতার প্রতিষ্ঠিত সীমারেখাকে পেরিয়ে গিয়ে সাজসজ্জা, বিজ্ঞাপন, ইতিহাস, সত্তা-ভাবনা, কুস্তিখেলা সহ বিভিন্ন প্রদর্শনাত্মক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে নব্যপ্রত্নকথা নির্মাণ করে গেছেন, তাতে জীবন ও জগতের অজস্র সংরূপে নিহিত প্রকল্প এবং সেইসব প্রকল্পের অন্তর্বর্তী চিহ্নায়ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বার্ত ও তাঁর সহযাত্রীদের বিশ্লেষণ থেকে এই সত্য ব্যক্ত হয়েছে যে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াও অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। তা বস্তুগত হয়েও শেষ পর্যন্ত বস্তু-নিরপেক্ষ, মুক্ত, স্বাধীন ও সঞ্চরণ-প্রবণ। প্রতিটি চিহ্নায়ক আরোপিত আকরণ থেকে সরে গিয়ে অন্য উৎসজাত চিহ্নায়কের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে নেয় এবং অবধারিতভাবে পরবর্তী কোনও প্রেক্ষিতে সেই বিন্দু থেকেও নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। চিহ্নায়ক-পরম্পরার এই নিরবচ্ছিন্ন গ্রন্থনায় জন্ম নেয় লিখনবিশ্ব, বয়ান বা পাঠকৃতি। এ কোনো স্থির অনড় কেন্দ্রানুগামী উদ্যমের অভিব্যক্তি নয়। সাহিত্যিকতার নামে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশ্নশূন্য অভ্যাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

অনুবৃত্তিকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন বয়ান। তাতে কর্তৃত্ববাদী লেখক-সত্তার উপস্থিতি গ্রাহ্য নয়; কোনো আরোপিত কেন্দ্রাতিগ অর্থের ধারণা আর আকরণের প্রতি আনুগত্যও মান্য নয়। এখন পাঠকৃতি বলে বোঝানো হচ্ছে সেই বহুমাত্রিক পরিসরকে যেখানে 'a variety of writings, none of them original, blend and clash' (Image, music, text 146)।

দুই

বার্ত এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন, তাতে আকরণোত্তর পাঠকৃতির বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখক-কেন্দ্রিক রচনায় আমরা রচয়িতার ঈশ্বর-প্রতিম সর্বজ্ঞ ও সর্ব-নিয়ামক উপস্থিতি অনুভব করি। তাঁর উপলব্ধি বহুমুখী হলেও মূলত একটি একক কেন্দ্রীয় বার্তা পৌঁছে দিতে চান। শব্দ-সজ্জা, ভাব-বিন্যাস, আখ্যান-প্রস্তুনায় সেই বার্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যম ব্যক্ত হয়। কিন্তু বার্ত বলেছেন এক নতুন রচনা-প্রণালীর কথা যাতে বিবিধ উৎস-জাত উপকরণ পুনর্নির্মিত ও পুনর্বিন্যস্ত হয়ে থাকে। স্বভাবত মৌলিকতা সম্পর্কিত ধ্রুপদী ধারণা এতে সমর্থিত হয় না এবং অজস্র সমান্তরালতার সমাহারে গড়ে ওঠে মুক্ত ও সঞ্চরমান পাঠকৃতি। বস্তুত আকরণোত্তর বয়ানে মুক্তির বোধ সর্বপ্লাবী বলে তাতে সমান্তরাল ভাবে প্রকাশমান উপকরণগুলি পরস্পরের সঙ্গে অনায়াসে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বা সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মিশে যেতে পারে। আমরা, বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা, বিশ শতকের শেষ দু'টি দশকে এই প্রবণতার ক্রমিক উদ্ভাসন লক্ষ করেছি কোনও কোনও কবি ও কথাকারের উদ্যমে। কবি উৎপলকুমার বসু, রণজিৎ দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত, রাহুল পুরকায়স্থ, গৌতম বসু, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়দের কবিতায় কিংবা সুবিমল মিশ্র, উদয়ন ঘোষ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, নবারুণ ভট্টাচার্য, রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের আখ্যান-বিশ্বে এই প্রবণতার নানারকম অভিব্যক্তি দেখেছি। এঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব ধরনে তাৎপর্য নির্ণয়ের অনেকান্তিক সম্ভাবনাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর, প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখি কবি-লিখিয়েরা নিজেদের রেখেছেন আড়ালে যার ফলে পাঠকৃতিগুলিতে কর্তৃত্বের ছায়া অনুপস্থিত। মনে হয় যেন তাঁদের ব্যবহৃত বাচন স্বয়ংক্রিয় হয়ে অনবরত তাৎপর্যের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে স্বাধীনভাবে সঞ্চরমান।

সুতরাং পাঠকের সতর্কতার প্রয়োজনও বেড়ে গেছে অনেকখানি। তাঁরা এখন আর কবি-লিখিয়েদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন না; তাঁদের অভিনিবেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বিষয় হল বয়ান। এতদিন রচয়িতার লিখন-শৈলী ও প্রেক্ষণ-বিন্দুকে আমরা ব্যক্তিগত বলে মনে করতাম। কিন্তু এখন ব্যক্তি-সত্তা সম্পর্কিত পুরোনো ধারণাগুলিকেও পুনর্বিবেচনা করতে হচ্ছে। বুঝে নিতে হচ্ছে এই সত্য যে সৃজনশীল সত্তা ও সেই সত্তার সৃষ্টি পূর্ব-নির্ধারিত আকরণের পিঞ্জরে বন্দি নয়। বরং সত্তা ও সৃষ্টি যেন যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ছাড়া কোনও তাৎপর্যের সম্ভাবনায় পৌঁছানো অসম্ভব। তাই শৈলী ও বীক্ষার স্বাতন্ত্র্য নিছক ব্যক্তিগত নয়; সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে একক ও সামূহিক বাচনের দৃশ্য ও অদৃশ্য আততির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে প্রতিটি প্রসঙ্গ, প্রতিটি প্রেক্ষিত। এইজন্যে কোনও-একটি নির্দিষ্ট প্রকাশ-মাধ্যমও অচল, অনড় ও অপরিবর্তনীয় অবস্থানে রুদ্ধ থাকতে পারে না। আজকের কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনায় সত্তা-সৃষ্টি-শৈলী-মাধ্যমের বহুরৈখিকতা, সঞ্চরমানতা ও মুক্তির আভিমুখ্য সবচেয়ে বেশি বিচার্য। প্রশ্ন হচ্ছে, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অনুষঙ্গের স্বাধীন সমাহার কি তবে পাঠকৃতি বলে গ্রাহ্য হবে? কেন্দ্রগত লেখকের কর্তৃত্ব ও প্রতাপের কৃৎকৌশলকে প্রত্যাহ্বান জানাতে গিয়ে আমরা কি সত্যি কোনও বিকল্প লিখন-প্রকল্পে উত্তীর্ণ হতে পারব? অথবা অনিবার্য নৈরাজ্যের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাব? এখানেই অভিযাত্রী, আবিষ্কারক ও চিহ্নসন্ধানী পাঠকের বিশেষ গুরুত্ব স্পষ্ট।

তিন

আকরণোত্তর পাঠকৃতিতে রচয়িতা মূলত সূত্রধার; তিনি সম্ভাব্য তাৎপর্যের আদি-প্রস্তাবক। মুক্ত পাঠকৃতির গ্রহীতা পাঠকও স্বাধীন; তিনি তাৎপর্যের আদি-প্রস্তাবনাকে বহুদূর অবধি প্রসারিত করতে পারেন কিংবা প্রত্যাখ্যান করে নতুন ও বিকল্প বীক্ষার উপস্থাপনা করতে পারেন। আকরণোত্তর চেতনা পাঠককে কতখানি উদ্দীপিত করছে, এটাই প্রধান বিবেচ্য। যেহেতু যত পাঠক তত নতুন পাঠ, আকরণোত্তর চেতনায় নিষ্ণাত পাঠক্রিয়ায় কেবলই নতুন নতুন প্রেক্ষিত গৃহীত ও পরীক্ষিত হতে পারে অর্থাৎ অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণাই বড় কথা। ফলে পাঠকৃতির পরিগ্রহণ ভিন্ন-ভিন্ন প্রজন্মের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে আলাদা হয়ে যেতে বাধ্য। পাঠ-প্রকল্পে তাই আরম্ভ থাকতে পারে, শেষ থাকে না। স্বভাবত আকরণোত্তর পাঠকৃতি এবং তাদের পাঠ-পরম্পরা বিনির্মাণপন্থার ওপর অনিবার্যভাবে নির্ভরশীল। এবার এই জিজ্ঞাসা জাগে, আকরণোত্তর চেতনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ও বিনির্মাণপন্থা যদি পরস্পর-সংলগ্ন হয়েও অস্থির আর চলিষ্ণু বলে প্রতিপন্ন হয়, পাঠক তবে কোন্ অবস্থান গ্রহণ করবেন? আদৌ কোনো নিশ্চিত অবস্থান নিতে পারবেন কি? অথচ পাঠকৃতির জন্ম ও বিকাশ তো মূলত সূত্রধার ও গ্রহীতার অবস্থান অনুযায়ী নির্ণীত হতে পারে। বিলীয়মান ও জায়মান জগতের আলো-ছায়ার যুগপৎ শরিক আর পর্যবেক্ষক হয়েই কেবল চিহ্নায়ন প্রকরণের তাৎপর্য বুঝে নিতে পারি। বুঝে নিই, আকরণের রুদ্ধতা থেকে আকরণোত্তর প্রবণতার মুক্তি কেন এবং কীভাবে, কতখানি অর্জিত হচ্ছে।

এই 'মুক্তি' যে কত ব্যাপক, বহুসঞ্চারী এবং সেইসঙ্গে অনিশ্চিত ও অনির্ণেয়, তা লক্ষ করে ভাবতে ইচ্ছে করে আকরণোত্তরবাদ সম্পর্কিত কোনো তত্ত্ব তবে তো প্রস্তাব করা সহজ নয়। 'সহজ নয়' না-লিখে অসম্ভব শব্দটি ব্যবহার করা যেত। কেননা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নবায়মান আত্মসমীক্ষা, আত্ম-সমালোচনা ও আত্ম-নিরাকরণ করাই হল আকরণোত্তর চেতনা। এই চেতনার বিশ্বস্ত অনুসৃতির নাম যেহেতু আকরণোত্তরবাদ, কোনো-একটি একক তাৎপর্য ও সঞ্চালক তত্ত্ব থেকে অপরিমেয় চিন্তাপ্রবাহের দিকে অনবরত সরে যাওয়াই এর গোত্রলক্ষণ। এই সরে যাওয়া ঘটতে থাকে সময় ও পরিসরের বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে। ফলে এই প্রক্রিয়ায় কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বা সমাপ্তি থাকে না, থাকতে পারে না। তাই এতে সত্যের খোঁজ থাকে, সত্যের চূড়ান্ত কথন বা প্রতিষ্ঠা থাকে না।

রোলাঁ বার্ত কীভাবে আকরণবাদী প্রবণতা থেকে আকরণোত্তরবাদী প্রতিবেদনে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং এই উত্তরণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব কত অনেকান্তিক, এ সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে। এর অনুপুঙ্খ আলোচনা না-করেও বার্তের এই ইশারায় অভিনিবেশ দিতে পারি, এটা হল 'something which turns back on itself'। বলা যায়, নিজের সদ্য পেরিয়ে-আসা পথের উপরে খচিত পদচ্ছাপ মুছতে-মুছতে এগোনোর প্রক্রিয়ায় আকরণোত্তর চেতনার উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। প্রতিবেদনের ভেতর থেকেই উঠে আসে বিকল্প বয়ানের সংরূপ ও কৃৎকৌশল; নিজেকেই নিজে বিদ্ধ ও বিদীর্ণ করে যাপিত সময় ও উপলব্ধ পরিসরের অজানা অচেনা আদলের দিকে তার যাত্রা শুরু হয় পরবর্তী কোনো স্তরে একই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্ত হবে বলে। এইজন্যে অন্য তত্ত্ব-প্রস্থানের মতো এর ক্রমবিকাশের ধারণা তৈরি করা খুব সহজ নয়। কোনও পর্যায়ক্রমিক সুশৃঙ্খল সংস্থানমূলক তত্ত্বপ্রস্থান হিসেবে আকরণোত্তর চেতনা গড়ে ওঠেনি। একটু আগে যেমন লিখেছি, এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে ক্রমাগত সরে-যাওয়া বাচন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ও লিখনের উদ্যমে যে নিয়ত-পুনরাবৃত্ত অপ্রতিষ্ঠা ও সঞ্চরমানতা ব্যক্ত হয়, তা-ই এই চেতনার মর্মসত্য। স্বভাবত তথাকথিত পদ্ধতি ও পূর্বানুমান গুলিকে অক্লান্তভাবে জিজ্ঞাসায় দীর্ণ করে আকরণোত্তর চেতনা আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। যেহেতু পদ্ধতি ও পূর্বানুমানের প্রণালীবদ্ধতা এই চেতনায় অস্বীকৃত হয়, আকরণবাদী ধারণাগুলির আমূল রূপান্তর ও প্রত্যাখ্যান অবধারিত। কেউ কেউ অবশ্য 'আকরণোত্তর' অভিধাকেই সংশয়ের চোখে দেখেছেন। তবু বলব, সত্তাতাত্ত্বিক বা জ্ঞানতাত্ত্বিক পূর্ণতা কিংবা রুদ্ধতার প্রত্যয়কে প্রত্যাহ্বান জানানোয় এই কেন্দ্রাতিগ চেতনা নতুন মাত্রা অর্জন করে নেয়।

পার্থক্য-প্রতীতি আকরণোত্তরবাদী ভাবনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যথাপ্রাপ্ত বাস্তবে, আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাসে, বাচনিক আকল্পে, মনন-প্রকল্পে যে মাত্রান্তরের সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে, সর্বদা সেদিকে তর্জনি-সংকেত করার ফলেই পার্থক্য-প্রতীতি হয়ে ওঠে সঞ্চরমান ও অপ্রতিষ্ঠ মুহূর্ত-পরম্পরার সঞ্চালক। অজস্র নিয়মাবলী, চিরাগত পরম্পরা ও সম্পর্ক-গ্রন্থনার সংযোগে তাৎপর্যে পৌঁছানোর অভ্যাস গড়ে উঠেছে। সেই অভ্যাসে ছেদ এনে দেওয়া সহজ নয়। আখ্যান-তাত্ত্বিকেরাও কতভাবে কথকতার ব্যাকরণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এখন ভাবা হচ্ছে ব্যাকরণ-অতিযায়িতার অন্তহীন সম্ভাবনা নিয়ে কেননা যথাপ্রাপ্ত নিয়ম ও ব্যাকরণের আঁটোসাটো উপস্থিতির প্রত্যাখ্যান ছাড়া মুক্তির কিংবা সমাপ্তিবিহীন উদ্যমের প্রস্তাবনা করা যায় না। যখনই 'অতিযায়িতা' শব্দটি ব্যবহার করছি, অনিবার্য ভাবে আকরণবাদী বিশ্লেষণ প্রতিপন্ন হচ্ছে নিশ্ছিদ্র বন্দীশালা হিসেবে। কেউ কেউ এমনও বলেছেন, আকরণের নিয়মতন্ত্র মানে বায়ুহীন আলোহীন সমাধি-স্থাপত্য। কেউ এর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন ইতিহাস-প্রত্যাখ্যান জনিত একদেশদর্শিতা ও সংরূপ-সর্বস্বতা। যখন মানবিকী বিদ্যার সাধারণ প্রবণতাই হলো জ্ঞান ও অভিব্যক্তির সব সীমান্ত মুছে যাওয়া অর্থাৎ বিভিন্ন চিন্তাপ্রস্থানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিনিময়, সাহিত্যিক পাঠকৃতি বা বিশ্লেষণী বয়ান থেকে ঝরে যাচ্ছে নিয়মতান্ত্রিকতা। কথার ভেতরের কথা আর কথার বাইরের কথা কীভাবে ফুটে ওঠে কোরকের মতো, ভাষার বন্ধন টুটে যায় স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তির পুলকে ও উদ্ভাসনে, এই উপলব্ধিতে বিকশিত হয় আকরণোত্তর চেতনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

চার

পাঠকৃতির সমগ্রতা গড়ে ওঠে অন্যোন্যনির্ভর উপাদান সংগঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আর নির্মিতি-বিজ্ঞানে লেখকের দক্ষতাই এর সার্থকতার পরিমাপক—এই মৌল আকরণবাদী প্রতীতিকে যাচাই করে নিতে চায় আকরণোত্তর চেতনা। বয়ানে নিহিত অর্থপরম্পরার আবিষ্কার ও ভাষ্য করতে গিয়ে আমরা কি পূর্বনির্ধারিত ধারণার সমর্থনে যুক্তি তুলে ধরব? অথবা আমাদের উপরে আরোপিত আনুগত্যের অদৃশ্য শেকল ভেঙে ফেলে তাকাব বাইরে, সীমাতিযায়ী সম্ভাবনার শূন্যায়তনে, সমস্ত রুদ্ধ আকল্প পেরিয়ে! প্রতিবেদন মূলত উপস্থাপনা, বাচনিক অনুষ্ঠান, 'performance'; তাই এতে নির্মাতার দক্ষতার সঙ্গে উৎসুক ও প্রস্তুত গ্রহীতার সক্রিয় যোগদান সমান জরুরি। অনুষ্ঠান বা 'performance' হিসেবে পাঠকৃতি আগাগোড়া ক্রিয়াত্মক; পাঠের প্রস্তাবনা ও পরিগ্রহণ এমনভাবে গ্রথিত যে পর্বে-পর্বান্তরে অনবরত প্রসারিত হতে পারার মধ্যেই পাঠকৃতির আয়ুষ্কাল প্রমাণিত হয়ে থাকে। বস্তু-জগতের প্রতিরূপ লক্ষ করি বয়নে-অন্তর্বয়নে। আর, বিশ্লেষণের সাহায্যে যখন ঐ প্রতিরূপের নিষ্কর্ষ খুঁজি, কার্যত তা হয়ে ওঠে প্রতিরূপের প্রতিরূপ সন্ধান। আকরণের প্রতীয়মান স্তর থেকে গভীরতর স্তরে পৌঁছানোর পরেই মর্মগত সত্য বা নিষ্কর্ষের হদিশ পাওয়া সম্ভব। এই প্রক্রিয়ার সূত্রেই পাঠক শেষ পর্যন্ত অবধারিত ভাবে আকরণের সীমানা পেরিয়ে যান। এবং সূচিত হয় বাচন থেকে নৈঃশব্দ্যে প্রয়াণও।

আকরণোত্তর চেতনার বিভিন্ন অনুষঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় মিশেল ফুকো, জাক দেরিদা, জাক লাকাঁ, পিয়ের মিশেরে, জুলিয়া ক্রিস্তেভা ও উমবের্তো একোর বিচিত্র দ্যুতি সম্পন্ন চিন্তাবিশ্বও। পাঠকৃতিতে নিহিত তাৎপর্যের বলয় অস্থির ও সঞ্চরমান কেননা সেইসব সর্বদা বাচন-নির্ভর হয়েও বাচনাতিযায়ী। পাঠক-সমালোচকের খোঁজ শুরু হয় বাচনের সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত পরিসরে অর্থাৎ আকরণের সীমানা পেরিয়ে-যাওয়া চিন্তা ও অনুভূতির বিচ্ছুরণে। পাঠকৃতিতে ব্যবহৃত ভাষাকে শুধুমাত্র বিবরণের সংজ্ঞায় রুদ্ধ করা যায় না; তাতে থাকে চিহ্নায়নের ছায়াতপময় অঞ্চলও। সেইসব প্রচ্ছন্ন ও অসংজ্ঞায়িত ধূসর অঞ্চলেই পাঠক-সমালোচকের অভিনিবেশ কেন্দ্রীভূত হয়। আর, পাঠকৃতির গভীরে নিহিত অজস্র বিচিত্র দ্যোতনা নতুন নতুন পাঠের আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই জীবন্ত হয়ে ওঠে।

আকরণোত্তর চেতনায় পরিশীলিত পাঠকই কেবল বাচনের ছায়াঞ্চল ও তাৎপর্যের বহুস্বর সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। মিশেল ফুকো যেমন বলেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

এ ধরনের নিবিড় পাঠের নিয়ামক দর্শন হল 'In stating what has been said, one has to restate what has never been said.'। অর্থাৎ বাচনের জগৎ পরিক্রমা করতে গিয়ে সংবেদনশীল পাঠক লক্ষ করবেন কীভাবে অকথিত ও অকর্ষিত নৈঃশব্দ্যের পরিসর শব্দের বিন্যাসকে ঘিরে রাখে। কীভাবেই বা বিবরণের প্রতীয়মান স্তর থেকে উদ্ভাসন ও উন্মোচনের গভীর গভীরতর স্তরে পৌঁছে যেতে হয় এবং কীভাবেই বা সেই প্রক্রিয়ায় অনিবার্য হয়ে ওঠে নিরবচ্ছিন্ন রূপান্তরের সত্য ও পাঠ থেকে পাঠান্তরের স্বাতন্ত্র্য। এমন হতে পারে কারণ বাচনের কোনও সত্য বা আকরণ বা অনুষঙ্গ বা ব্যাকরণ চূড়ান্ত নয়। সঞ্চরমানতাকে ক্রমাগত প্রসারিত করে যাওয়াতেই পাঠক ও তাঁর প্রতিবেদনের সার্থকতা প্রমাণিত হয়।

আকরণোত্তর চেতনার অভিজ্ঞান হল নিয়ত আত্ম-প্রত্যাখ্যান, আত্মঘাত ও আত্ম-নিরাকরণ। এই চেতনায় প্রভাবিত পাঠ ক্রমাগত নিজেকেই নিজের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়; নিজের দ্বারা প্রস্তাবিত পদ্ধতি, প্রকরণ ও বিধিবিন্যাসকে নিজেই অস্বীকার করে। তাই আকরণোত্তর সমালোচনায় কোনো কিছু স্থির, নির্দিষ্ট, প্রতিষ্ঠিত নয়; এই ধারায় বিসর্জন অনবরত প্রতিষ্ঠাকে সরিয়ে দেয়। স্বভাবত এতে সুনির্দিষ্ট বিচার-পদ্ধতিও থাকে না। এই যে আত্ম-সমালোচনা ও আত্ম-রূপান্তরের প্রবণতা—তা কি চিন্তার নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় দেয় অথবা আপন অগভীরতাকে আড়াল করতে চায়? পাঠক কি তবে ব্যতিক্রমহীন ভাবে বিমূঢ় ও বিহ্বল হবেন শুধু! কেননা অস্থির প্রবাহ থেকে একটি গণ্ডুষও তিনি নিশ্চিতভাবে ধরে রাখতে পারছেন না। এক্ষেত্রে আবার লিখতে পারি শুধু নতুন-নতুন প্রশ্ন উসকে দেওয়ার কথা, মীমাংসার প্রতিশ্রুতি নেই তাতে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, সর্বব্যাপ্ত অনিশ্চয়তায় গ্রথিত জাক লাকাঁর 'এক্রিটস' (লিখনসমূহ) নামক বিখ্যাত পাঠকৃতিকে যার মুখোমুখি হয়ে পাঠক বিমূঢ় ও বিহ্বল হতে থাকেন। এর মানে এই নয় যে পাঠকের অস্বস্তি, সংশয় ও হতচকিত অবস্থার জন্যে দায়ী তাঁর বোঝার অক্ষমতা বা মেধার অভাব বা উপলব্ধির ব্যর্থতা। বরং ক্রমশ পাঠক সচেতন হয়ে ওঠেন দৃশ্যমান পরিস্থিতির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অন্য কোনো আয়তন সম্পর্কে; বুঝে নেন, যা দেখছেন তিনি, তা আসলে মুখর প্রচ্ছদ। তাঁকে তৈরি হতে হয় অন্য আরো অচেনা অজানা আদলের জন্যে। তাঁর প্রতীতি তখন অভ্যাসের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়ে জেগে ওঠে। বলা যাক, প্রতীতির সংজ্ঞাও আমূল বদলে যায়, তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন 'anticipated critique of the terms

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

of his own will to knowledge' সম্পর্কে। জ্ঞান-আকাঙ্ক্ষা-অনুভূতির যেসব ভিত্তি-উপাদান-নিয়ম-প্রেক্ষিত একদা নিজেরাই নির্মাণ করেছি বা যথাপ্রাপ্ত হিসেবে মান্যতা দিয়েছি, তাদেরও নতুন ভাষ্য-আলোচনা-বিকল্পায়ন অভিজ্ঞতা হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়। আকরণোত্তর চেতনা এই নিয়ত সঞ্চরমানতার সত্যকে শিরোপা দেয়।

এই সূত্রে আসে বয়ানের, তাৎপর্যের, অন্বিষ্টের পুনর্নির্মাণ। সমস্তই কিন্তু সম্ভাবনা হিসেবে প্রচ্ছন্ন থাকে চলমান প্রক্রিয়ায়। মৌলিক এই উপলব্ধি থেকে বার্ত লিখেছিলেন 'Each text is in some sort its own model, that each text in other words must be treated in its difference.' (১৯৭১ ৮৮)। কীভাবে প্রতিটি পাঠকৃতি নিজেই নিজের আদর্শ, তা আমরা প্রত্যেকেই পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি। এবং এও অনস্বীকার্য যে প্রতিটি পাঠকৃতিকে তার স্বাতন্ত্র্যের মৌল অভিজ্ঞানের নিরিখে বুঝে নিতে হয়। যে-বয়ান যত বেশি অনন্য, তাতে লক্ষ করি আকরণোত্তর চেতনার তত উদ্দীপক অভিব্যক্তি। মার্কেজ-বোর্হেস-কার্পেন্তিয়ের কিংবা একো-ক্যালভিনো কেন চিরঞ্জীব স্রষ্টা, এর মীমাংসা রয়েছে তাঁদের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধিতে। আবার, এই স্বাতন্ত্র্যের বোধও কীভাবে তাঁদের পাঠকৃতির অবাধ অগাধ সঞ্চরমানতার ওপর নির্ভরশীল, তা ভেবে বিস্মিত ও বিহ্বল হই। অথচ এঁদের সমবায়ী উপস্থিতির প্রতিতুলনায় হোসে সারামাগোর আখ্যান-বিশ্ব আমাদের চকিত ও বিমুগ্ধ করে ঐ পার্থক্য-প্রতীতির অফুরান শক্তি ও লাবণ্যে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যেও লক্ষ করি স্বাতন্ত্র্যের বিস্ফোরক উপস্থিতি। নবারুণ ভট্টাচার্যের 'কাঙাল মালসাট' যেন আনখশির নিমজ্জিত ঐ আকরণোত্তর চেতনায় কেননা এই পাঠকৃতির বয়নে-অন্তর্বয়নে বাস্তব-অধিবাস্তব, বিবরণ-শ্লেষ, বস্তুসম্বন্ধ-প্রকল্পনার মায়া-পরিসর একাকার হয়ে গেছে; আঙ্গিত্বিক-ঔপন্যাসিক স্তর-বিন্যাসের মধ্যে সব সীমারেখা মুছে গেছে, ঘটে গেছে তুমুল বিপর্যয়।

পাঁচ

আকরণোত্তর পাঠকৃতিতে শেষ পর্যন্ত ভিতর ও বাহির, নির্মোক ও নির্যাস, সম্মুখ ও পশ্চাৎ, চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত শুধুমাত্র অন্যোন্য-নিবিষ্ট নয়, এরা একে অপরকে প্রতিনিয়ত বিদীর্ণ করে। ইতিমধ্যে লিখেছি, এই মূল প্রবণতার বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও অনুষঙ্গে ফুকো, লাকাঁ, দেরিদা ও ক্রিস্তেভা আমাদের অভিনিবেশ দাবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

করেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব ধরনে আকরণোত্তর ধারণাকে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে, বলা ভালো, এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে সঞ্চালিত করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, প্রতিটি ধারণা বা ভাববীজ আত্ম-বিনির্মাণের উৎস বলে বিবেচিত হতে পারে। তার মানে, বার্তের মননবিশ্ব স্পষ্টতর ও পূর্ণতর হতে পারে এইসব তত্ত্ব-ভাবুকদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন দ্বিরালাপে। তাহলে আকরণোত্তর চেতনার আদর্শ অনুযায়ী বার্ত সম্প্রসারিত হতে পারেন তাঁরই সহযোগী সহযাত্রীদের সঞ্চরমান উপস্থিতির সূত্রে। এও একধরনের আত্মনিরাকরণ অথবা আত্মঘাত অথবা আত্ম-সম্প্রসারণ যার আপাত-বিপ্রতীপে থাকে বহুবাচনিক সংশ্লেষণের প্রেরণা। এও আরেক বিস্ময় কিংবা প্রহেলিকা।

কোনও সন্দেহ নেই যে আকরণোত্তরবাদী পাঠ নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন মননপ্রক্রিয়া নয়। আগেই লিখেছি, পাঠকৃতি মানে উদ্দীপক কৃত্য বা 'Performance'। দেরিদার মন্তব্য অনুযায়ী, পাঠকৃতি তখনই হয়—'whereever discourse and its order (essence, meaning, truth, intent, consciousness, ideality etc.), are exceeded and transgressed.'। এইজন্যে বার্তের কাছেই জীবন ও জগতের বয়ান থেকে নিয়ত উৎসারিত এই বার্তা সম্পর্কে পাঠ নিই : বাচনের অভিযাত্রা সমস্ত ধরনের প্রতীয়মানতা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্যে। লেখার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিকে যা-কিছু নিয়ম ও সীমার ছদ্মবেশে পীড়ন করতে চায়, তাদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আকরণোত্তর চেতনা। বিনির্মাণ তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত আয়ুধ। যথাপ্রাপ্ত জগৎ ও ইতিহাসের প্রসঙ্গকে তা উপেক্ষা করে না, নস্যাৎও করে না। তবে এই নিরুচ্চার দাবি পেশ করে যে আমাদের নির্বাধ ও অখণ্ড মানব-বিশ্বের স্বার্থে যাবতীয় নিয়ামক বিধি-বিন্যাসকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। যেতে হবে পথ থেকে পথান্তরে, পাঠ থেকে পাঠান্তরে যাতে জীবন ও মননের নিরবচ্ছিন্ন পুনর্নির্মাণ-ই অন্বিষ্ট। মানবিকী বিদ্যার যদি কোথাও কোনও ধর্ম থেকে থাকে, তা হল এখানে সম্ভাবনার আনন্দময় বিস্তারে, প্রতীতির পুনর্নবায়নে, শেকল-ভাঙা মুক্তির অমেয় উল্লাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

রোলাঁ বার্ত, সূর্যাস্তের উত্তর-প্রহরে

'কিসের সংকেত এইসব? পড়ছি, পড়ে যাচ্ছি
কিছুটা আমোদে, কিছুটা বিহ্বলতায়
এই তীরে কোলাহল, ঐ তীরে নীরব দহনভূমি
উদয়াস্ত জ্বলছে চিতা, ধোঁয়া উঠছে
তাপিত অঙ্গার থেকে, এই দৃশ্য অপার্থিব নয়
টিলার ওপাশে এখন সূর্যাস্ত হচ্ছে
এই বিবরণে চিহ্ন আছে কিনা খুঁজে দেখি
যদি ধোঁকাবাজি হয়, হোক, পড়ি, যা পড়ার নয়...

আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে, ২৬ মার্চ ১৯৮০, অস্তমিত হয়েছেন বিশ শতকের অন্যতম পুরোধা চিন্তাগুরু রোলাঁ বার্ত। তাঁর কায়িক অবসানের মাত্র কুড়িদিন পরে প্রয়াত হয়েছেন ফ্রান্সের বৌদ্ধিক জগতের কিংবদন্তি দিকপাল জাঁ পল সার্ত্র। তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তার বিপুল অভিব্যক্তিতে আশি-র দশক এতটাই প্লাবিত ছিল যে আকরণোত্তরবাদ ও জীবনব্যাপ্ত চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার বহুমাত্রিক দর্শনের প্রবক্তা বার্ত কিছু সময়ের জন্যে আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। তারপর ক্রমশ শতাব্দির অন্তিম দশকে মানুষের চেনা পৃথিবী অচেনা ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। প্রগতি-ইতিহাস-ভাবাদর্শের অবসান ঘোষিত হয়েছে; নির্মানবায়নের প্রক্রিয়া যত দুর্নিবার হচ্ছে, বিশ্বপুঁজিবাদের এককেন্দ্রিক প্রবণতার কাছে নতজানু হতে দেখছি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে। আকারগ্রাসী বৈচিত্র্যগ্রাসী পরিণামগ্রাসী সন্ত্রাসে হারিয়ে গেছে শুভচেতনা-আস্তিক্যবোধ-নান্দনিক প্রত্যয়। একদিকে উগ্রতম ধর্মীয় মৌলবাদ দেশে দেশে ফনা তুলছে, অন্যদিকে বেপরোয়া সামরিক সাম্রাজ্যবাদ সর্বত্র দখলদারি কায়েম করছে সদরদরজা দিয়ে। ভাবাদর্শরিক্ত এই না-পৃথিবী সম্পর্কে কবির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি প্রতিবেদনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

সূচনায় উদ্ধৃত কবিতায়। এই বাস্তব তো রোলাঁ বার্তের অভিজ্ঞতায় ছিল না।

তাহলে তাঁর বয়ানগুলি থেকে যেসব চিন্তাবিত্ত আমাদের উত্তরাধিকার বলে ভেবেছি, সূর্যাস্তের উত্তর-প্রহরে তাদের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি? বিশেষত বত্রিশ বছর পরেও বার্ত কি হেঁটে যেতে পারছেন আমাদের সঙ্গে! তাঁর চিন্তাসূত্র এবং বিশ্লেষণী সংকেত কালজীর্ণ নয়, কালাতীত। জীবনকে তিনি বৃত্তবন্দী উপস্থিতি ভাবেননি কখনও। তাঁর আকরণোত্তরবাদী ভাবনা সীমাতিযায়ী ছিল বলেই পাঠকৃতির তাৎপর্য সন্ধানের প্রক্রিয়াকে তিনি সমস্ত ধরনের রুদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই মুক্তি সাম্প্রতিক জটিলতর জীবনে ও পাঠকৃতিতে বরং আরও বেশি ঈপ্সিত ও আরও কার্যকরী রণকৌশল। লেখা প্রায়োগিক ক্রিয়া হিসেবে কীভাবে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলে, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই বার্তের শেষ প্রতিবেদন 'Camera Lucida'-য়। এই লেখা তাত্ত্বিক হয়েও ব্যক্তিগত, সাধারণীকৃত হয়েও পুরোপুরি লেখকের নিজস্ব ও বিশিষ্ট অনুভবে রঞ্জিত। তবু মনে রাখব যে বার্তের জীবনের মোহনায় তাঁর জগৎ-অনুধ্যান ও নিরবচ্ছিন্ন মননই কেবল সম্ভাব্য চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছায়নি, ঐ সীমাকে পেরিয়ে যাওয়ার সংকেত অনুশীলনের বীজাধানও হয়েছিল। নইলে চিন্তা ও উপলব্ধির আকরণোত্তর দার্শনিক বিন্যাসই তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। এইজন্যে বার্তের মৃত্যু-পরবর্তী বছরগুলিতে যখন বহুদ্বন্দ্বলাঞ্ছিত দ্বিতীয় সহস্রাব্দের অবসান এবং অতলান্ত কৃষ্ণবিবরের বার্তাবহ তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা হলো, তত্ত্বগুরুর পর্যায়ক্রমিক সংকেত-পাঠ এবং সোচ্চার আকরণ থেকে নিরুচ্চার আকরণোত্তর বিন্যাসে উত্তরণের তাৎপর্য সন্ধান কীভাবে পুনর্বিবেচনা করতে পারি—তা অবশ্যই জরুরি প্রশ্ন। তিনি যখন সাম্প্রতিক বহিরঙ্গসর্বস্ব আমজনতাভোগ্য নব্যচিহ্নায়ক নব্যপ্রত্নকথা নব্যপরাভাষা সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করছিলেন, সেইসব তাঁর জীবন-পরবর্তী ফেটিশ-নির্ভর দুনিয়ারও পূর্বাভাস দিচ্ছিল।

ফলে রোলাঁ বার্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া সহ পূর্ব ইউরোপে ব্যাপক ওলটপালট, মার্কিন সামরিক সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান হিংস্রতা, নিউইয়র্কের যুগলগম্বুজে ইসলামি মৌলবাদের হানাদারি, পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিভাবাদর্শের চোরাবালির ব্যাপক প্রসার দেখে না-থাকলেও তাঁর তত্ত্বানুশীলনে নিহিত সংকেত সৃষ্টিশীল ভাবে অনুসরণ করে তীব্রজটিল কুহক ও চতুর সত্যভ্রমে আচ্ছন্ন সাম্প্রতিক দুনিয়াকে নিশ্চয় বুঝতে পারব। মানবিকী বিদ্যার কত ক্ষেত্রে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ভিন্নভাবে ও ভিন্নমাত্রায় তাঁর গভীর উপস্থিতি অনুভব করি, তার ইয়ত্তা নেই। এতে অবশ্য সংশয় নেই, যে-জগতে আমরা এখন বাধ্যতামূলক ভাবে বাস করছি, তার সঙ্গে বার্তের পৃথিবীর তফাত অনেকখানি। আগ্রাসী লোভের উন্মত্ত তাণ্ডবে যখন মিশে যাচ্ছে নির্লজ্জ হিংস্রতা, প্রাগুক্ত মানবিকী বিদ্যাই বা কোন কাজে লাগে? ভাবাদর্শোত্তর প্রতিজগতে বিরাষ্ট্রীভূত আতঙ্কবাদ ও পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের অভিনব যুগলবন্দি থেকে কোন অন্তর্বয়নের সামর্থ্যে প্রতিবেদনের হয়ে ওঠায় পৌঁছাব! লেখার প্রক্রিয়ার বাইরে যিনি লেখার অর্থ খোঁজেননি কখনও, সেই বার্ত এর বিখ্যাত মন্তব্য মনে পড়ে লেখা হলো অকর্মক ক্রিয়া কেননা তার কৃত্য সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে কোনো ব্যাকরণ-বিধিসম্মত 'কর্ম' এর প্রয়োজন নেই। ভাষ্যকার গ্রাহাম অ্যালেন তাই লিখেছেন 'Writing, for Barthes, is a meaning or, perhaps, a disturbance of meaning rather than a production of a meaning.' (Roland Barthes Routledge 2003 138)! 'লেখকের মৃত্যু' সম্পর্কিত বহু-আলোচিত ধারণার প্রবক্তা বার্ত কত সূক্ষ্ম ভাবে লিখিত বয়ান ও বাচনিক সংযোগের মধ্যে নিয়ামক অস্তিত্বের নিরাকরণ লক্ষ করেছেন তা নিবিড় অনুশীলনের বিষয়। তাঁর ঐ প্রখ্যাত ভাববীজ তো স্ফুলিঙ্গধর্মী নয় যে উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যাওয়াতেই তার স্বল্পায়ু হওয়ার সার্থকতা প্রমাণিত হবে। বরং কোনো প্রতিবেদনে লেখকসত্তার উপস্থিতিকে যদি বহমান তাৎপর্য-প্রক্রিয়ার আদি-প্রস্তাবক বলে বুঝে নিই, পরবর্তী পর্যায়ে অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঙ্গে নিরন্তর দ্বিবাচনিকতায় তার রূপান্তর ঘটতে দেখি। আর, সত্তার সেই রূপান্তরিত অনুভবে যখন কখনও ফিরে দেখার পালা আসে, কোনও বিশেষ তাৎপর্যের আদি-প্রস্তাবক লেখক-অস্তিত্ব সেই সময়কার উপলব্ধি-বিন্দুতে ফিরে যেতে পারে না। পুনঃস্বীকৃতির বদলে যে নিরাকরণের প্রবণতা দেখা দেয়, তা প্রকৃতপক্ষে তাৎপর্য-সন্ধানী সত্তাকেই ঋদ্ধতর করে তোলে, আবার এই একই প্রক্রিয়ার নিরিখে জীবনব্যাপ্ত সন্ধানে ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে যায় আত্মনির্মাণের পরিধি। বার্তের যে-বৌদ্ধিক জীবন আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁর ক্রমায়াত পাঠকৃতিগুলির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত হয়েও স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়েই পরস্পরের পরিপূরক হয়েছে, তাতে প্রকৃতপক্ষে বিলীয়মান লেখক-সত্তার উপলব্ধিই বারবার নতুন ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

তাই কায়িক অবসানের বত্রিশ বছর পরেও আমরা রোলাঁ বার্তের মধ্যে দেখতে পাই তত্ত্ববীজের সঙ্গে জীবন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার নিরবচ্ছিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দ্বিবাচনিকতা আর সেই সূত্রে যাপিত জীবনের মধ্যে সময়-স্বভাবের জঙ্গমতা ও স্ববিরোধিতার নিবিড় প্রতিফলন। একদিকে পুঁজিবাদী সমাজের অন্তঃক্ষরণ ও আত্মবিনাশ এবং অন্যদিকে সত্যভ্রম দিয়ে সত্যকে আড়াল করার চেষ্টায় অহরহ নতুন কিংবদন্তি ও নব্যপ্রত্নকথার নির্মাণ এইসব কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বার্ত তাঁর নিজস্ব জীব-বিশ্ব নির্মাণ করে নিয়েছিলেন। আর, সেইসঙ্গে বহমান লিখন-প্রক্রিয়ার সূত্রধার হিসেবে বিলীয়মান লেখকসত্তারও অনুপস্থিত উপস্থিতির তাৎপর্য অনুভব করছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বহু উৎসজাত জটিলতার মন্থনবেলায়, অসামান্য এই তত্ত্বগুরু বৌদ্ধিক জীবনের পক্ষে শ্লাঘ্য আদর্শের প্রস্তাবনা করে গেছেন যেন। তাঁর একটি বিখ্যাত বক্তব্য আরও একবার স্মরণ করতে পারি 'আমার সমকালের সমস্ত স্ববিরোধিতাকে আমি সম্পূর্ণভাবে যাপনের মধ্যে আত্মস্থ করেছি—এই আমার দাবি। জীবনের মধ্যে নিহিত সব শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গকে তা সত্যের প্রাক্‌শর্ত করে তুলেছে।' আবার কখনও তিনি এমনও বলেছেন যে জগতের অর্থ ঠিকমতো বোঝার জন্যেই তা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারবিধি থেকে সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে যে-স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, মূলত তা-ই আমাদের কর্ম-উদ্যোগ ও তাৎপর্য-প্রতীতির নিয়ামক বার্তের এই ভাবনা তাঁর প্রতিবেদনগুলিতে আগাগোড়া সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

দুই

বৌদ্ধিক জীবনই যাঁর সর্বস্ব, তিনি কি তবে জীবনের প্রথম প্রতিবেদন থেকে শেষ পাঠকৃতি পর্যন্ত শূন্যবিন্দু লিখনের মধ্য দিয়ে অন্তর্জীবন-নির্ভর আত্মকথাই লিখে গেলেন? আর, ইতিমধ্যে যেমন লক্ষ করেছি, লেখকসত্তাকে বারবার মুছে নিতে-নিতেই গড়ে উঠল তাঁর অনুপম আত্মজীবনী! নানা পর্যায়ে নানা প্রসঙ্গে বার্ত আপন চিন্তাভুবন সম্পর্কে এমন কিছু ইশারা করে গেছেন যাদের নিরিখে তাঁর উত্তর-জীবনকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সমানই তাৎপর্যবহ বলে বুঝতে পারি। বৌদ্ধিকতা যাঁর পক্ষে সৃষ্টিশীলতার অভিজ্ঞান, তিনিই বলতে পারেন 'I have been carried, enthused, by my life-time and I have been able to insert myself in such a way that one cannot say whether I have been constructed by it, or if I have in small way been involved in shaping it'। এই যে জীবন-ব্যাপ্ত সময় নিরন্তর বয়ে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

সত্তাকে, নানা উপকরণ দিয়ে ঋদ্ধ ও প্রাণিত করে—এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে ক'জনই বা নিজেদের অস্তিত্বকে তাৎপর্যমণ্ডিত করতে পারে! বার্ত পেরেছিলেন এবং তাঁর এই সামর্থ্য ও সাফল্য নিছক ব্যক্তিগত গণ্ডিতে ফুরিয়ে যায়নি। তাই বহির্জগতে যত জটিলতা ও বিপন্নতা দেখা দিক গত তিন দশকে, আজকের পুনঃপাঠে নতুন প্রজন্মের পড়ুয়ারাও ভাবতে পারছে তাঁকে উদ্‌ভাসনের উৎসভূমি। আর, ভেবে নিচ্ছে ঐ আলোর বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়া অনুশীলন করে নতুন দীপ-পরম্পরা জ্বেলে নেওয়ার কথা। জীবন যেমন বার্তকে প্রোৎসাহিত করেছিল, তেমনই নিশ্চয় করতে পারে আমাদেরও। নিজেকে জীবনের চলমান পথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রাখতে পারা-ই আসল কথা। এই পদ্ধতিতে সত্তা কি নির্মিত হয় নাকি নিজেকে নিজেই গড়ে তোলে—বার্ত ভেবেছেন তার মীমাংসা নিয়ে। স্বভাবত প্রশ্ন জাগে সম্ভাব্য বিকল্প নিয়ে কেননা পর্বে-পর্বান্তরে বড়ো হয়ে ওঠে জীবনের আভিমুখ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তহীনতা। নইলে আকরণোত্তরবাদের প্রবক্তা স্বয়ং রুদ্ধ হয়ে যাবেন অবিচল আকরণের অচলায়তনে। সামাজিক ইতিহাস যেহেতু নিয়তচলিষ্ণু, কোনো সংবেদনশীল মানুষের অভিজ্ঞতা-অনুভব-উপলব্ধি খচিত অন্তর্ভুবন কখনও নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির থাকতে পারে না। বার্তের জন্যে জীবনের পাঠকৃতি মুক্ত উপসংহারের দৃষ্টান্ত বলেই দুরূহ আত্মপরীক্ষার মধ্য দিয়েও সচল থেকেছে তাঁর অগ্রগতি। আর, বহুবিধ চিহ্নায়ন প্রকরণের সন্ধানের ফসল হিসেবে একের পরে এক প্রতিবেদনগুলি জন্ম নিয়েছে।

ইতিমধ্যে রোলাঁ বার্ত নামক আশ্চর্য মনীষীর জীবন ও পাঠকৃতির যে নিবিড় যুগলবন্দির অভিব্যক্তি লক্ষ করেছি, তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের বহুমাত্রিকতাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। একাধারে সাহিত্য অনুশীলনের পথপ্রদর্শক ও সাহিত্যের ইতিহাস-তাত্ত্বিক এই মানুষটি ছিলেন দুর্ধর্ষ বিশ্লেষণী ভাষ্য রচনার সামর্থ্য সম্পন্ন সমালোচক ও তার্কিক বয়ানের উদ্গাতা। আবার তিনিই সাম্প্রতিক জীবনের প্রতিটি সম্ভাব্য অনুপুঙ্খে চিহ্নায়ন প্রকরণের ব্যাখ্যাতা এবং সমসাময়িক জগতের নানা অনুষঙ্গে প্রত্নপ্রতিমার সন্ধানী এবং আকরণোত্তরবাদী ভাবনার প্রবক্তা। সম্ভবত বিশ শতকের আরেক বিস্ময়কর প্রতিভা পাবলো পিকাসোর মতো তিনিও ঘোষণা করতে পারতেন জীবন-জগৎ-প্রকৃতির প্রতিটি দিক সম্পর্কে আমি কৌতূহলী; আমার কৌতূহল যেন অভিধানের ঐ 'কৌতূহল' শব্দটির পরিধি অনবরত পেরিয়ে যেতে চায়! সমস্ত কিছুর উপরে তিনি সেই লেখক যে প্রতিপদে লেখকসত্তার প্রথাগত কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। তাঁর কাছে মানববিশ্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

সব কিছুই সংযোগ-উন্মুখ ভাষা যাদের মধ্য থেকে নিরন্তর বিচ্ছুরিত হচ্ছে নানা ধরনের বার্তা। তবে স্পষ্টতই মুক্ত লেখার মতো বার্তা বহনের সামর্থ্য আর কোথাও দেখা যায় না। অবশ্য এই উপলব্ধিতেও জীবনের পথ পরিক্রমা করতে করতেই ক্রমশ উত্তীর্ণ হয়েছেন বার্ত। তাঁর যুক্তিশৃঙ্খলা অনুসরণ করে আমরাও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই : মানুষের তাৎপর্যের পরিসরকে ক্রমাগত পুনর্বিচার করে যেতে হয়। বহির্জগতের অনিবার্য টানাপোড়েনে সর্বত্রই নতুন চিহ্নায়কের তোড়ে চিহ্নায়নের পুরোনো প্রকরণ বদলে যাচ্ছে। এই আততিতে বাস্তবের ক্রমবর্ধমান জটিলতায় সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন উৎকণ্ঠা- অস্থিরতা-অনিশ্চয়তা -নিষ্কর্ষশূন্যতা। কেন্দ্রশূন্য চলমান জগতের বহিরঙ্গ আড়ম্বরের অন্তরালে নিহিত থাকছে বিপুল শূন্যতা। কক্ষপথ ভাঙছে এবং গড়ে উঠছে মুহুর্মুহু।

বার্তের ভাবনা-প্রকরণ আমাদের এই পাঠই দেয়, যে-লেখা এই প্রপঞ্চকে সার্থকভাবে প্রতিবেদনে রূপান্তরিত করে, তাতে কর্তৃত্ব সম্পন্ন লেখকসত্তার ভূমিকা নেই কোনও। সাম্প্রতিক পৃথিবীতে কোনও স্থির নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট সীমা সম্পন্ন তাৎপর্য বাস্তবোচিত নয় আর। এমন কোনও সুদৃঢ় চিহ্নায়িত নেই যা কেন্দ্রীয় নোঙরের মতো কিংবা ভিত্তি-প্রস্তরের মতো চিহ্নায়কের শৃঙ্খলাকে ধারণ করতে পারে। এই রুদ্ধতা নেই বলেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিহ্নায়কেরা বিপুল সূক্ষ্মতা ও স্বাধীনতা নিয়ে নতুন নতুন তাৎপর্যের দিকে সঞ্চারিত হতে পারছে। চিহ্নায়কের এই সামর্থ্য সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে পাঠকের মধ্যে। কার্যত সংবেদনশীল পাঠকই হয়ে উঠছেন লেখক যিনি পাঠকৃতির আদি-প্রস্তাবক হিসেবে উপস্থিত যথাপ্রাপ্ত লেখকসত্তার নিয়ন্ত্রণ থেকে বয়ানকে মুক্ত ও পুনর্নির্মাণ করছেন। যথাপ্রাপ্ত বয়ানে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে নতুন চেতনা ও তাৎপর্য সংযোজক নতুন আকল্প। বস্তুত এই হল রোলাঁ বার্তের বিখ্যাত আকরণোত্তরবাদী তত্ত্ব যা পাঠকৃতি-লেখকসত্তা-পাঠকসত্তার ভূমিকাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। চিরাগত লেখকসত্তা আর পাঠকৃতির একতম কেন্দ্রবিন্দু বা তাৎপর্যের নিয়ামক উৎস নয়। বরং পাঠক তাঁর সৃজনশীল চেতনা নিয়ে যখন **পাঠকৃতির অন্তর্নিহিত** সম্ভাবনাকে সম্প্রসারিত করছেন, প্রকৃতপক্ষে **জগৎ ও জীবন সেই প্রক্রিয়ায়** পুনর্নির্মিত হচ্ছে।

পুঁজিবাদী সমাজের প্রতাপ-কেন্দ্রের ছায়ায় লালিত লেখকসত্তার মধ্যে কোনও রকম রোমান্টিক অতিরেক স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে না নিয়ে বস্তু ও চিহ্নের মধ্যে সম্পর্ক-বিন্যাসকে যখন পুরোপুরি নতুন চোখে দেখা হয়, লেখক-বিষয়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

চিরাগত প্রত্নকথারও অবসান ঘটে। বার্তের বিখ্যাত নিবন্ধে লেখক তাই পিতৃপ্রতিম বা ঈশ্বরপ্রতিম অস্তিত্ব নন। ফলে পাঠকৃতির জীবন সূচনা হওয়ার আগে লেখকসত্তার যে-প্রাজ্ঞ উপস্থিতি ভাবনা-স্থাপত্য ও আনন্দ-বেদনা অনুভব করার সামর্থ্যে পূর্বানুমিত থাকে, তা আর বজায় রইল না। তাছাড়া ঐ লেখক-সত্তা যদি তাৎপর্য-নির্ণয়ের মান্য সূত্রধার বিবেচিত হন, এই প্রক্রিয়ার যৌক্তিক সমাপ্তিও তিনিই নির্ণয় করবেন। বার্ত তাঁর নিবন্ধে এই ধারণাকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। বার্তের 'লেখকের মৃত্যু' বিষয়ক ধারণার সঙ্গে অবধারিত ভাবে মনে আসে মিশেল ফুকোর 'What is an Author?' শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধটির কথা যেখানে ফুকো বলেছেন 'The Author is ...the ideological figure by which one marks the manner in which we fear the proliferation of meaning.' (1979 159)। সুতরাং লেখক আর সেই রহস্যময় সত্তা নন যাঁর ইচ্ছায় সমস্ত গভীর গোপন আলোড়িত হয়ে থাকে। সৃজনশীল বা মননশীল সাহিত্যিক প্রতিবেদন, সামাজিক সংস্থার যুক্তিনিষ্ঠ বা বিজ্ঞানসম্মত অভিব্যক্তি সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে সেই নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্বয়ন যেখানে গ্রহীতা পাঠকের সংবেদনশীল ভূমিকার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। আখ্যান বা দার্শনিক সন্দর্ভ যখন আলোচনা করি কিংবা প্রায়োগিক শিল্পকলা সহ পোষাকরীতি-ব্যবহারবিধির চিহ্নতত্ত্ব, সমস্তই হয়ে ওঠে গ্রহীতা-নির্ভর বিশিষ্ট বয়ান।

তিন

বার্তের বহুরৈখিক জীবনের পাঠকৃতি অনুসরণ করে বুঝতে পেরেছি কত সত্য ও অমোঘ সেই তাত্ত্বিক উচ্চারণ জীবনে এবং প্রতিবেদনে সমস্ত তাৎপর্যই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে বুদ্ধিজীবীদের যে উজ্জ্বল প্রজন্মে সম্মানিত স্থান অর্জন করেছিলেন জাঁ পল সার্ত্র, সিমোন দ্য বোভোয়া, আলবেয়ার কাম্যু ও মরিস নাদো—তাঁদের পংক্তিভুক্ত হতে পারতেন বার্তও। কিন্তু এক দশকেরও বেশি যক্ষার সংক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সময়ের সেই সন্ধিক্ষণের উত্তাপ-বলয় থেকে তাঁকে সরে থাকতে হয়েছিল। ফলে নাৎসি বাহিনী দ্বারা অধিকৃত ফ্রান্সে প্রতিরোধ আন্দোলনের শরিক হয়ে অন্তর্জীবনে বৌদ্ধিকতা ও অনুভবের রূপান্তর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পাঠ নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন বার্ত। দেশ ও সমাজের পরবর্তী পুনর্গঠনেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ঈপ্সিত ভূমিকা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। কল্লোলিত জনসমাজ ও সমকালীন ইতিহাস থেকে এই বাধ্যতামূলক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও রোলাঁ বার্ত নামক আশ্চর্য মনীষার যে স্ফুরন হয়েছিল, এটাই প্রধান বার্তা। তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে এই উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হই যে আমাদের হয়ে ওঠায় কোনও প্রতিবন্ধকই অলঙ্ঘ্য নয়। আর, ইচ্ছা যদি প্রকৃতই তীব্র হয়, তাহলে দুর্বলতাকেও শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে মানুষ।

পঞ্চাশের দশকের সূচনায় মানব-সম্পদে ঋদ্ধ প্যারিস নগরে নিজের জন্যে স্বতন্ত্র স্থান খুঁজে নেওয়া বার্তের পক্ষে খুব সহজসাধ্য ছিল না। এটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ যে পরবর্তী কালে যিনি লেখার প্রগাঢ় দর্শন উপস্থাপিত করবেন, তিনি জীবনের সংঘর্ষময় প্রাথমিক পর্যায়ে লেখাকে প্রধান জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল তাঁর পায়ের নিচে শক্ত জমি খুঁজে পাওয়ার লড়াই। ঐ সময় নিয়মিতভাবে তিনি বিভিন্ন পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধ, গ্রন্থসমালোচনা, সম্পাদকীয় ইত্যাদি লিখে গেছেন। পেশাদার সাংবাদিকের মতো তিনি তখনকার রচনা সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। যেহেতু জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, এই পর্যায়টি যেন ছিল তাঁর আত্ম-প্রশিক্ষণ বা শিক্ষানবিশির পালা। আকরণবাদী চিন্তাপ্রণালীর প্রভাব আত্মসাৎ করে পরবর্তী পরিণততর পর্যায়ে বার্ত যে বিচিত্র বিষয়ে তত্ত্বায়নের উদ্ভাসন নিয়ে এলেন, নিশ্চিতভাবে তার সূতিকাগার ছিল ঐ আঠারোটি বছরের অভিজ্ঞতা। এইসঙ্গে একথাও মনে হয় যে উপযুক্ত সময়ের আগে এমন কী মনীষা-সম্পন্ন লেখক বা চিন্তাবিদেরাও প্রকাশের পরিণত পর্যায়ের সূচনা করতে পারেন না। জীবনই যেন স্বতশ্চলভাবে উদ্ভাসনের ক্ষেত্র তৈরি করে নেয়। উল্টোদিক দিয়ে এও বলা যায় যে যথার্থ সময় অর্থাৎ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগে যদি কেউ কোনো কাজে এগিয়ে যায়, তা বড়ো বিপর্যয় নিয়ে আসে। ভারতীয় প্রত্নকথায় যে সূর্যের সারথি অরুণের গল্প রয়েছে, তাতে দেখি, নির্ধারিত সময়ের আগেই ধৈর্যহীন হয়ে তার মা জন্ম-মুহূর্তকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল। ফলে যার হওয়ার কথা ছিল সূর্যের মতো দীপ্যমান, অপূর্ণ শরীর নিয়ে তাকে হতে হল সূর্যের সারথি মাত্র।

এই প্রত্নকথায় নিহিত বার্তা যেন সমর্থিত হচ্ছে রোলাঁ বার্তের ইতিবাচক দৃষ্টান্তে যিনি বৌদ্ধিক জীবনের প্রথমপর্বে মূলত নিজেরই হয়ে ওঠার ক্ষেত্র ও প্রক্রিয়া প্রস্তুত করছিলেন। যেহেতু তাঁর কাছে অনিশ্চয়তা এবং অন্ধকারও আলোকিত পরিসরে পৌঁছানোর পক্ষে অপরিহার্য উপকরণ, তাঁর দীর্ঘকালীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

কঠিন ব্যাধি ও পীড়া উপশমের সর্বাত্মক প্রক্রিয়া খুবই সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে অন্তর্দীপ্তিকেই শানিততর করেছে। আজ তিন দশকেরও বেশি দূরত্বে দাঁড়িয়ে বার্তের জীবন-বৃত্তান্তকে হয়ে ওঠার পক্ষে আবশ্যিক সংকেতমালার গ্রন্থনা বলে বুঝে নিই। ১৯৫৫ সালেই বের্টল্ট ব্রেখ্‌ট-এর নাট্যকলা ও নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে পুনর্বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে গিয়ে বার্ত প্রায় শতাব্দী পূর্ববর্তী ভিক্টর উগোর এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছিলেন 'To have been challenged is to have been noticed' (১৮৬৯)। বিপুলভাবে পরিবর্তিত সাম্প্রতিক বিশ্বপরিসরেও এর প্রাসঙ্গিকতা অম্লান রয়ে গেছে। এতে সন্দেহ নেই যে কেউ যদি প্রত্যাহ্বানের মুখোমুখি হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে সেই ব্যক্তি ইতিমধ্যে অভিনিবেশ আকর্ষণ করে নিয়েছে এবং তাকে কোনও ভাবেই আর উপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

যেমন পঞ্চাশের দশকের অন্তিম বছরগুলিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর বিচিত্র বিষয়ে লেখাগুলি ফ্রান্সের বৌদ্ধিক মহলের অভিনিবেশে এসে গিয়েছিল। আর, এর ফলে প্রকাশকেরা বার্তের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ১৯৫৩ তে 'Writing degree zero' বইটির প্রকাশনা নিশ্চিতভাবেই বার্তের মধ্যে আরও প্রত্যয় জাগিয়ে দিয়েছিল। সংস্কৃতি-চর্চা বিষয়ক পত্রিকা সহ বিশেষ বিষয়ভিত্তিক পত্রিকাগুলিতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হওয়াতে যেমন বিদগ্ধ পাঠকদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কৌতূহল দ্রুত বেড়ে গেল তেমনি তিনি নিজেও যেন তাঁর ভাবাদর্শগত অবস্থানকে নিজের তৈরি আয়নায় আরও যাচাই করে নিলেন। এইপর্বে জাঁ পল সার্ত্রের ভাবনাপ্রতিভা তাঁকে যেমন যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করেছে তেমনি সমসাময়িক বামপন্থী চিন্তাধারার প্রভাবও তাঁর উপর পড়েছে। তবে এই পর্যায়টি ছিল বার্তের নানা উৎসজাত অন্তর্বয়ন এবং বিশ্বাসভূমি আত্তীকরণের পর্বও। তাঁর জীবনের পাঠকৃতি থেকে যে-সত্যটি বিশেষভাবে বুঝে নিতে চাইছি, তা হল পথ ও পাথেয়তে যত বৈচিত্র্য থাকবে, জীবনের হয়ে ওঠা তত বেশি বহুমাত্রিক ও অনেকার্থদ্যোতক বলে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রমাণিত হবে। সচেতন সন্ধান যদি আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ থাকে, সত্যভ্রমের বিপুল আয়োজন থেকে প্রকৃত সত্যের আবিষ্কার দুঃসাধ্য হয় না। উত্তরসূরিদের কাছে এই হল রোলাঁ বার্তের অন্যতম প্রধান বার্তা।

ইদানীং যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রথম দশকের নিয়ামক বাস্তবতা অনুযায়ী ভাবাদর্শ-দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ-শ্রেণী-আধিপত্যবাদের বিকল্প সন্ধান এবং সব মিলিয়ে সাহিত্য ও দর্শনের মূল কৃত্য সম্পর্কিত বিতর্ক ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে পড়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বার্তের শূন্যবিন্দু-লিখন সম্পর্কিত বিখ্যাত ভাববীজও কি ইতিহাসের পিঞ্জরে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে? অথবা দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে তৃতীয় সহস্রাব্দে পাড়ি দেওয়ার এই সন্ধিক্ষণে ঐ ভাববীজেরও আকরণোত্তর উপস্থিতি খুঁজব আমরা। চলমান ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেও লেখার মুক্ত প্রক্রিয়া কীভাবে সব ধরনের যান্ত্রিকতা থেকে স্বাধীন অবস্থানে উত্তীর্ণ করছে নিজেকে, তা বুঝে নেওয়ার জন্যেও বার্তেরই চিন্তাপ্রণালী অনুসরণ করতে পারে তাঁর উত্তর-প্রজন্মগুলি। দেশে-দেশান্তরে এই সন্ধানের আন্তর্জাতিকতাই প্রমাণ করে যে বিজ্ঞান ও দর্শনের অন্য প্রশাখার মতো সাহিত্যতত্ত্ব এবং সংস্কৃতিতত্ত্বেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার বিশ্বজনীনতা। তাই ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গীয় চিন্তাভুবনেও বার্তের পুনরধ্যয়ন নতুন উদ্ভাসনের পক্ষে খুব উপযোগী কৃৎকৌশল। ১৯৫৬ সালেই বার্ত ইতিহাসকে যুগপৎ মানবতার সৃষ্টি ও বিজ্ঞান বলে এই দিক্‌দর্শক মন্তব্যটি করেছিলেন 'It fits with the situation of those people who want to explain or demystify the totality of social relations in which they find themselves!'

চার

এই যে সামাজিক সম্পর্কের সমগ্রতার ধারণা, তাকে যুগে যুগে ভাববাদীরা মিস্টিক প্রতীতির আশ্রয়ভূমি হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন এবং তার ফলে বিভিন্ন নান্দনিক ও দার্শনিক প্রতিবেদনে নতুন নতুন প্রশাখার জন্ম হয়েছে। অন্যদিকে বস্তুবাদীরা সামাজিক সম্পর্কের বাস্তবাতিযায়ী ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের বিষয় করে তুলেছেন। প্রতীচ্যের সমালোচকেরা যা-ই বলুন, বার্তের গড়ে ওঠার দিনগুলিতে তিনি প্রবলভাবেই সার্ত্র ও ট্রটস্কির মাধ্যমে মার্ক্সীয় বস্তুবাদী বীক্ষার মূল নির্যাস আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। আর, পরবর্তী পরিণততর পর্যায়ে তিনি যখন দৈনন্দিন জীবনে প্রত্নকথার নির্মাণ, সমাজের নানাস্তরে চিহ্নের বিস্তার, প্রায়োগিক অনুষঙ্গের নিয়ামক আকল্প ইত্যাদি অনুশীলন করছিলেন—তখন সূক্ষ্মভাবে বস্তুবাদী বীক্ষা তাঁর মধ্যে উপস্থিত ছিল।

তাঁর প্রতিটি প্রতিবেদনই বৌদ্ধিক জীবনের প্রত্যুষে উচ্চারিত প্রতীতিরই যৌক্তিক সম্প্রসারণ নির্দিষ্ট কোনও সময়-পরিসর-সামাজিক পরিস্থিতিতে গ্রথিত মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে যে-ইতিহাস তৈরি হয়ে চলেছে, তাকে অস্বীকার করার অধিকার কারো নেই। কেননা 'Every fact and every man

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

in history is inalienable.' বার্তের বৌদ্ধিক জীবনের সূচনা-পর্যায়ে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধে লক্ষ করি ইতিহাসের উপর তিনি দ্বিধাহীন ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বস্তুত তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশিত আঁদ্রে জোসাঁর গ্রন্থ-সমালোচনায় বার্ত এই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন ঐতিহাসিক যৌক্তিকতার বাইরে কোনও কিছুই অতীতে ঘটেনি কখনও। এবং, সময়ের নানাপর্বে তা অব্যাহত রয়েছে। যেসব মানুষ ইতিহাস গড়ছেন, ভবিষ্যৎ তাদেরই সম্পূর্ণ অধিকারে থাকবে। বিভিন্ন তথ্যের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাকে যে সাধারণত স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়, সেইসব মূলত মানবিকতাবাদের নির্মাণ। ব্যাখ্যাতা দেবদূতের মতো ভবিষ্যৎবাণী করেন না, সত্য নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে থাকে। ভবিষ্যতের আশা নিছক অলীক কল্পনা নয়; আকাঙ্ক্ষা মানুষের সেই অস্ত্র যা দিয়ে তা ধ্বংসের আশঙ্কাকে প্রতিহত করে। তরুণ বার্তের এই ইতিহাস-ভাষ্য পরবর্তী পর্যায়ে কোনও সরলীকৃত পথ ধরে এগোয়নি বলেই ইতিহাস নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা সূক্ষ্ম ও গভীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নানা বিষয়ের প্রতিবেদনে লেখার মধ্যে অনেকান্তিকতা ও বিচিত্রপথগামী বহুস্বরিকতা এনে দিয়েছে। জীবনের সঙ্গে নিরন্তর ও বহুমাত্রিক মিথষ্ক্রিয়ায় কীভাবে তা ঘটল, পূর্বগামী প্রতিবেদনগুলিতে তার হদিশ খুঁজেছি। তিন দশক পরের সাম্প্রতিক পুনঃপাঠে চারপাশের জগৎ যখন অনেক বেশি ভঙ্গুর ও কেন্দ্রহীন হয়ে পড়েছে, বার্তের হয়ে ওঠায় লক্ষ করি যেন চলমান ইতিহাসেরই সচেতন ও অবচেতন অভিপ্রায়ের বিচ্ছুরণ। একটু আগে ইতিহাসের প্রতিটি তথ্য ও মানুষকে যে অবিচ্ছেদ্য হিসেবে বার্তের ঘোষণা লক্ষ করেছি, পরে আবার তিনিই ঐ অবিচ্ছেদ্য ইতিহাসকে ব্যাখ্যাযোগ্য বলেছেন। তাঁর মতে, সত্য-সন্ধানীদের পক্ষে এটাই সবচেয়ে বড় সংকট (dilemma)।

এই সংকট এখন অনেক বেশি জটিল ও দুর্জ্ঞেয় হয়ে পড়েছে। একদিকে সব কিছুই পণ্যায়নের পক্ষে অপরিহার্য সম্ভাব্য চিহ্ন আবার অন্যদিকে নিশ্চিহ্নায়নের প্রবল তোড়ে পূর্ববর্তী মুহূর্তকে পরবর্তী মুহূর্ত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনির্দেশ্য ও সংজ্ঞাতীত মহাশূন্যতার দিকে। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে গ্রহণ করব ১৯৫৩ সালে ব্যক্ত তাঁর এই ধারণাটি 'Bringing explanation into myth is the only efficient way for an intellectual to be politically active' কোনও প্রকৃত বুদ্ধিজীবীকে রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় থাকার জন্যে প্রতিদিনকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

জীবনযাত্রায় প্রত্নপ্রতিমা নির্মাণের প্রক্রিয়াটি কেবল অনুধাবন করা নয়, যুক্তি-সম্মত ভাষ্য তৈরি করার সামর্থ্য অর্জনের কথা বলেছেন বার্ত। পরবর্তী কালে যখন Elements of Semiology ও Mythologies-এর প্রতিবেদন দুটি রচিত হল, বার্তের ঐ প্রাগুক্ত আপাত-সরল মন্তব্যটি আরও অনেক বেশি গভীরতা ও তাৎপর্যের মাত্রা অর্জন করেছে। তাঁর ইতিহাসবোধে ক্রমশ সম্পৃক্ত হয়েছে দ্রুতবিকাশমান ভোগ্যপণ্যকেন্দ্রিক সমাজ ও জন- পরিতোষিণী সংস্কৃতির মধ্যে ব্যক্ত নতুন বাস্তবতার উপস্থিতি। বিশেষত ষাটের দশক থেকে বার্ত ক্রমশ বিচ্ছিন্নতা-ক্লিষ্ট পুঁজিবাদী সমাজের নানাবিধ অতিরেক খচিত নতুন বাস্তবতার সমাজতত্ত্ব-সংস্কৃতিতত্ত্ব-সাহিত্যতত্ত্বের গোড়াপত্তন করছিলেন। তাঁর উপলব্ধির এই পর্যায়ের সূত্রপাত হচ্ছে এই প্রতীতিতে 'In sofar as every mythology is the palpable surface of human alienation, it is humanity which I see in all myths I hate this alienation, but I realise that for the time being this is the only way I can locate my contemporaries.'

স্পষ্টতই আলোচিত বিষয়ের পরিধিকে বার্ত বহুদূর অবধি প্রসারিত করেছেন। আগাগোড়া তাঁর এই বৈশিষ্ট্য অটুটু থেকেছে। যেমন প্রত্নকথা নির্মাণের সাম্প্রতিক প্রবণতার মধ্যে তিনি লক্ষ করেছেন মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের বহির্বৃত আকরণ। প্রবহমান মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি তিনি সমস্ত প্রত্নকথায় দেখতে পান গভীর এই উচ্চারণের তুলনা নেই কোনো। তিনি এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে ঘৃণা করেন—পরবর্তী কালে এই আত্মগত অনুভব আর এমনভাবে উপস্থিত হয়নি। কিন্তু লক্ষণীয় হলো একথাটি যে তিনি সমসাময়িক জনদের খুঁজে পান এই বীক্ষণের মধ্য দিয়ে। এতে চিন্তাজীবনের সূচনাপর্বেই তাঁর সুনির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে পড়ে যেমন, বর্তমান জীবন-প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাৎপর্য আবিষ্কারের ইচ্ছাও তেমনই ব্যক্ত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় এই সত্য যে সমকালই বুদ্ধিজীবীর প্রকৃত শিক্ষক ও নির্মাতা। ১৯৫৫-৫৬ সালে বার্ত যখন প্রতিমাসে জীবনের খাঁজে খাঁজে প্রচ্ছন্ন প্রত্নকথার উদ্ভব ও বিকাশ লক্ষ করছিলেন, তখন আলজেরিয়া ও উত্তর ভিয়েতনামে ফরাসি উপনিবেশবাদ অবাঞ্ছিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। সরকারি প্রতিবেদনের ঔপনিবেশিক চরিত্রের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা যখন সুনির্দিষ্ট অবস্থান নিচ্ছিলেন, বার্তও সেই প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়লেন। সেসময় মরক্কোর গৃহযুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ফরাসি সরকারের ভূমিকাও তীব্র প্রতিবাদের কারণ হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ঔপনিবেশিক প্রতাপের বিরোধিতা হয়ে উঠল রাজনৈতিক চেতনারই অভিজ্ঞান। ফ্রাঙ্কোর জমানা থেকে পলাতক স্পেনীয়দের প্রতি ফরাসি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রবলভাবে সমালোচিত হচ্ছিল তখন। সময়ের এই ঘূর্ণাবর্তে বার্ত যে নিরপেক্ষ থাকেননি, এই তথ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী কালে বিক্ষুব্ধ সময়ের এই আঁচ তত বেশি প্রত্যক্ষ-গোচর না থাকলেও তাঁর চিন্তাজগতের সংগঠনে ঐ রাজনৈতিক চেতনা লালিত প্রতিবাদী মানসিকতা অবশ্যই অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বয়ে গেছে। আকরণোত্তরবাদী ভাবুক হিসেবে তাঁর অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা হয়তো বা বৌদ্ধিক প্রবণতার অবসংগঠন গড়ে ওঠার দিনগুলিকে অনেকখানি ঝাপসা করে দিয়েছে। তবু একথা উপেক্ষা করা চলে না যে বার্তের তথাকথিত সাংবাদিকতার পর্যায়েই পরবর্তী পরিণততর ভাব-পর্যায়ের সব আধারশিলা স্থাপিত হয়েছিল। ঐসময় তাঁকে কেউ কেউ মার্ক্সবাদী বলে ধরে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ শানিয়েছিলেন। আসলে বুর্জোয়া শিবিরের কাছে 'মার্ক্সবাদী' তকমার চেয়ে বেশি নিন্দনীয় তো কিছুই নেই। এতে বার্ত তখন অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন যদিও এই সবই প্রত্নকথার উদ্ভব ও বিকাশের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করেছে।

পাঁচ

ঐসময় জুলে মিশেলে-র প্রভাব বার্তের চিন্তাভুবনকে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, যাঁর বক্তব্য এরকম 'All science is one language, literature and history, physics, mathematics and philosophy; subjects which seem the most remote from one another are in reality connected, or rather all form a single system.'। এই যে সমস্ত বিজ্ঞানকে এক এবং অভিন্ন বলে গ্রহণ করা—এতে আর তথাকথিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে চিরাগত সীমান্ত বজায় রইল না। আপাতদৃষ্টিতে যাদের পরস্পর থেকে বহুদূরবর্তী বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের গ্রন্থনা আবিষ্কার করার ফলে অনন্য সংশ্লেষণধর্মী মানবিকী বিদ্যার প্রতীতি হয়ে ওঠে স্বতঃসিদ্ধ। পরবর্তী কালে তাত্ত্বিকেরা যে অন্তর্বয়নের বিপুল পরিসর সম্পর্কিত তত্ত্ববীজ উপস্থাপিত করেছেন, তার সম্ভাবনা-ঋদ্ধ ক্ষেত্রও এতে প্রস্তুত হলো। যে-পথই বেছে নিই না কেন, সব পথই পৌঁছে দেয় মানবসত্যে এই উপলব্ধির প্রতিক্রিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

হলো সুদূরপ্রসারী। বার্ত ক্রমশ এই বিশ্বাসে স্থিত হলেন যে মানবতার জন্যে সামগ্রিক বিজ্ঞান সৃষ্টির প্রয়োজন এবং সম্ভাবনা রয়েছে। যেভাবে উনিশ শতকের বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে জীববিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল, বিশ শতকও তেমনই মানববিজ্ঞানের শতাব্দী হিসেবে নিঃসন্দেহে গণ্য হতে পারে। বস্তুত সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞানের নিরন্তর সীমাতিযায়ী সংশ্লেষণে চিন্তাধারায় যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশাখার উদ্ভব হলো, তাতে ক্রমশ এতদিনকার পরিচিত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সহ বিষয় ও বিষয়ীর বোধ আমূল পাল্‌টে যেতে শুরু করল। আর, বার্ত ক্রমশ হয়ে উঠলেন সেইসব পরিবর্তনের স্থপতি ও সূত্রধার। তবে পরবর্তী পর্যায়ে রচিত প্রতিবেদনগুলি যখন অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সেইসব হয়ে ওঠে আলোক-বলয়ের কেন্দ্র, তাদের ঝলসানিতে হয়ে ওঠার দিনগুলি ঝাপসা হয়ে যায়। অথচ সেইসব অনুপুঙ্খে রয়েছে বার্তের নানা বিষয়ে কৌতূহলের হদিশ, পরিণত পর্যায়ের সংশ্লেষণী প্রবণতার প্রাথমিক পূর্বাভাস এবং মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে জাগ্রত মনের পরিচয়।

যিনি 'The Pleasure of the Text' নামক প্রগাঢ় কবিত্বময় প্রতিবেদনের রচয়িতা হবেন ভবিষ্যতে, তিনিই সৃষ্টির অন্তর্বর্তী আনন্দে পাঠকের শরিক হওয়ার প্রসঙ্গ সেই সূচনাপর্বে এভাবে তুলে ধরেছিলেন 'It is never in the first reading that we gain pleasure; the pleasure we come from what is not said, which will only be discovered, because the signposting is there!' তখন যুগপৎ ধ্রুপদী ও আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ ছিল। বিশেষভাবে কাম্যুর বিশ্ববিখ্যাত দুটি উপন্যাস 'The Outsider' ও 'The Plague' সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণে এবং বাস্তবতার ঐতিহাসিক বস্তুবাদী উপস্থাপনার ওপর গুরুত্ব আরোপে কতখানি দ্বন্দ্বমূলক সংবেদনা প্রকাশ পেয়েছে—এই নিয়ে সমকালে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল। হয়তো বা 'শূন্যবিন্দু লিখন' সম্পর্কিত বীজ-ধারণায় পৌঁছানোর পক্ষে এই পর্যায় ছিল মূলত বিপ্রতীপ পথে চলার দৃষ্টান্ত। ভারতীয় দর্শনে যেমন 'নেতি নেতি' করে অন্বিষ্ট সত্যে পৌঁছানোর রীতি রয়েছে, বার্তও তেমনই ব্যাপকতর ও গভীরতর দ্বান্দ্বিক ভাবনার পরিমণ্ডলে নানা বিষয়ে বিতর্ক থেকে অর্জিত উপলব্ধি আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। পশ্চিমী সমালোচকেরা যে ইতিহাস-নির্ধারিত অবস্থান অনুযায়ী সব কিছুকে নিজেদের অভিপ্রেত তাৎপর্যের আকরণে রুদ্ধ করে থাকেন, সেই নিরিখে তাঁরা বার্তের সাহিত্যিক নন্দনচিন্তায় দেখেছেন আত্মবিরোধের সমাবেশ এবং তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ভেবে নিয়েছেন ফরাসি নুভো রোমাঁ-র অতিপ্রকট অরাজনৈতিকতার প্রবক্তা। কেননা তাঁদের মতে 'Writing Degree Zero' তো আসলে চিন্তাজগতে অভিকর্ষহীন মহাশূন্যের চূড়ান্ত নিরলম্বতার প্রতীকী প্রতিনিধি।

কিন্তু এ কেবল একদেশদর্শিতার উদাহরণ। কেননা শূন্য শুধু শূন্য নয়। বরং এই শূন্যবিন্দু হলো উদ্‌ভাসনের সূচনা-মুহূর্ত। যাঁরা বার্তের হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় মার্ক্সীয় প্রত্যয়ের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি নিক্তির ওজনে ও মাপে যাচাই করে নিতে বেশি আগ্রহী, তাঁরা আসলে অরাজনৈতিক মুখোশ-পরা রাজনীতির আঙ্‌রাখায় তাঁকে মুড়ে নিতে চান। যখন 'Mythologies' বই হিসেবে বেরোল, কেউ কেউ ভাবলেন যে মাসে-মাসে প্রকাশিত হওয়ার সময় রচনাগুলির মধ্যে রাজনৈতিক বিতর্কের ঝাঁঝ বেশি প্রকট ছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে সম্পাদনার প্রক্রিয়ায় বার্ত নিশ্চয় অংশ গ্রহণ করে থাকবেন। আর, সাম্প্রতিক কালের যেসব অনুষঙ্গ প্রত্নপ্রতিমার চরিত্র অর্জন করেছে, তাদের প্রতীতি থেকে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের অন্তঃসারকে যথাসাধ্য বহিষ্কার করা হয়েছে। না লিখলেও চলে, এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব আরও প্রসারিত হতে পারত। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের ভোগবাদ-নির্ভর পুঁজিবাদী সমাজে বৌদ্ধিকতা কদাচিৎ সৌখিন লড়াইয়ের বাইরে যায়। তাই জনপরিসরের অভিজ্ঞতায় ও চিন্তাপ্রণালীতে প্রতিফলিত মতাদর্শ কতখানি প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধিক সমাজের ঐ প্রত্নপ্রতিমা নির্মাণে প্রভাব বিস্তার করতে পারত—এই সংশয় থেকেই যায়। হয়তো তরুণ বার্ত যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রতীতিতে আস্থা রেখেছিলেন, তা তাঁর অন্তর্বৃত দোদুল্যমানতার যথেষ্ট উপশম করতে পারেনি। তবু আজ মনে হয় এসব চাপান-উতোরও অপ্রয়োজনীয়। যদি বার্তের মনন-প্রক্রিয়ার নির্যাসটুকু নিই, বুঝব যে চিহ্নখচিত পৃথিবীতে চিহ্নের সমাজতত্ত্ব রচনার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর, এই তত্ত্বায়নের ভিত্তিতে কীভাবে গড়ে উঠতে পারে সেই নতুন বিজ্ঞান যা নতুন কালের সৃজ্যমান প্রত্নকথাগুলির সংজ্ঞাপন ও পরিগ্রহণের ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলির অন্তঃসার— সে-বিষয়ে সংকেত দেওয়া হয়েছে।

কোন্ ঐতিহাসিক বাস্তবতায় প্রত্নকথাগুলি এবং চিহ্নায়নের বিশেষ প্রবণতা উদ্ভূত হচ্ছে, সেদিকে জিজ্ঞাসুদের মনোযোগী হতে হবে। এদের বিচার-বিশ্লেষণে আলোচকেরা ইতিহাসের নিরিখ ব্যবহার করবেন—এটাই কাম্য। আবার বার্তের বই সম্পর্কিত আলোচনায় এই অভিমত উঠে এসেছে যে তিনি স্বয়ং বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছানোর জন্যে বিদ্যায়তনিক লিখন-শৈলীর ওপর নির্ভর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

করেছেন যাতে সমকালীন ইতিহাসে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক অন্তঃস্বর প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এই আলোচকেরা কি তবে শ্রেণী-অবস্থান জনিত বাধ্যবাধকতায় যা খুঁজতে চান তা-ই খুঁজে পেয়েছেন? আসলে প্রতিবেদনের নির্মাণে এবং ভাষ্যে সঞ্চালক প্রেরণা হিসেবে সক্রিয় যে ভাবাদর্শের প্রচ্ছন্ন সংঘাত, তা পর্বে-পর্বান্তরে সাংস্কৃতিক রাজনীতির পুনর্নবায়ন প্রক্রিয়ার সূত্রে বুঝে নিতে হয়। বস্তুত বার্ত এইজন্যে তাঁর দেহাবসানের তিন দশক পরে, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিশ্বপরিস্থিতিতেও, অনুশীলনের বিষয়। সমাজ ও সংস্কৃতির নিরন্তর রূপান্তরে যেমন প্রতাপের রাজনীতি দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে নিয়ন্তা ভূমিকা নেয়, তেমনই তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে অস্থির সামাজিক সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন। আর, সেইসঙ্গে প্রান্তিকের কখনও প্রকাশ্য কখনও অপ্রকাশ্য প্রত্যাঘাত। প্রশ্ন এই বৃহত্তর জনপরিসর যদি স্পষ্টতই বিশ শতকের অন্তিম দুই দশকে এবং একুশ শতকের প্রারম্ভিক দশকে পণ্যসর্বস্ব বুর্জোয়া সমাজের দ্বারা উৎপাদিত নব্যপ্রত্নকথাগুলি গিলে খেয়ে থাকে, তাহলে বার্তের প্রতিবেদনে নিহিত ঐতিহাসিকতা ও সমালোচনাত্মক পরাপাঠের কী হলো? সেইসব কি নিরাশ্রয় হয়ে গেল তবে!

এর সম্ভাব্য মীমাংসা রয়েছে আবার ষাটের দশকের ফ্রান্সের বিদ্যায়তনিক পরিসরের ক্রমজায়মান প্রবণতাগুলির সার্বিক অভিঘাতের মধ্যে। সময়ের স্বর ও অন্তঃস্বরগুলি শুষে নিতে নিতে 'মিথোলজিস' এর বার্ত পৌঁছালেন 'দ্য ফ্যাশন সিস্টেম' এর প্রতিবেদনে যেখানে বহির্জগৎ প্রত্যক্ষভাবে তত শ্লেষবিদ্ধ হলো না। ক্রমশ প্রকাশিত হলো 'ক্রিটিক্যাল এসেজ' এবং 'ক্রিটিসিজম অ্যান্ড ট্রুথ'। কিন্তু আপাতত এই প্রতিবেদনের অন্বিষ্ট নয় এদের নিবিড় পাঠ। সাধারণভাবে রাজনৈতিক দায়িত্ব, বামপন্থী সমালোচনা-পদ্ধতি, বুদ্ধিজীবীবর্গের সংকট, শিল্পীর স্বাধীনতা ইত্যাদি ধারণার আবহে বিবিধ উৎস-জাত চিন্তার মিথস্ক্রিয়ায় লিখন-পদ্ধতির মধ্যে যে ওলট-পালট শুরু হয়েছিল, বার্তকে তা যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। প্রকরণ ও অন্তর্বস্তুর আন্তঃসম্পর্কের বিশ্লেষণে সমালোচকও যে সৃষ্টিশীল ভূমিকা নিতে পারেন, এবিষয়ে তাঁর অবস্থান আরও স্পষ্ট হয়েছে যেমন, তেমনই বিভিন্ন সমসাময়িক ভাবনা-পদ্ধতির সংশ্লেষণ ঘটেছে তাঁর মধ্যে। ঐসময় রচিত হয়েছে 'On Racine' বইটিও যাতে গোল্ডম্যান-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিচার-পদ্ধতির সঙ্গে বার্তের অন্য উৎস-জাত বিশ্লেষণী চিন্তার মিথস্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এই পর্যায়ে বালজাক তাঁর অভিনিবেশ আকর্ষণ করতে শুরু করেছেন যার পরিণত রূপ দেখতে পাই বিখ্যাত 'S/Z' বইতে। আর, এই হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

আকরণোত্তরবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও বিচারপদ্ধতির প্রবক্তা রোলাঁ বার্তের মহিমা-বিচ্ছুরণের সূচনাবিন্দু যা পরবর্তী দশ বছরে ক্রমাগত উত্তুঙ্গ শিখরে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে। সামাজিক পরিসরে ইতিহাস ও সংস্কৃতি যে কত বিভিন্ন ধরনের অনুষঙ্গে ও অনুপুঙ্খে, ব্যবহারবিধিতে ব্যক্ত হয়ে চিহ্নায়ন প্রকরণকে ঋদ্ধ করতে পারে তা বার্ত আশ্চর্য অভিনবত্বের সঙ্গে দেখালেন। বোঝা গেল, এমন কিছুই এজগতে থাকতে পারে না যা মানবিকী বিদ্যার বাইরে। আর, সাংস্কৃতিক অনুপুঙ্খ যতখানি ইতিহাসের ফসল ততখানি ইতিহাস-প্রতিরোধীও। সংস্কৃতি যুগপৎ অভিব্যক্তির সঞ্চিত ধন ও চিহ্নায়ন পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব ও ব্যক্তিগত ক্রিয়া, সংহিতা ও প্রক্রিয়া। সমাজের সৃজনী সামর্থ্য কীভাবে মূল্যবোধের প্রকাশে নিরন্তর রূপান্তর আনে এবং সেই রূপান্তরকে আবার পরিপ্রশ্নে বিদ্ধ করে, বার্ত যেন তাঁর সংযোগের নিজস্ব প্রকরণগুলির সাহায্যে তা-ই দেখিয়ে গেছেন।

ছয়

সেইসঙ্গে এও ভাবতে হয়, বার্তের মতো বৈদগ্ধ্য ও সংবেদনশীল মানুষকে কেন ভাবতে হয় বেঁচে থাকার পক্ষে অযোগ্য পরিসরে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের। (We have to live in the unliveable)এ তো নিছক কথার কথামাত্র নয়। আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বেরও প্রান্তিক জনপদগুলিতে আধা-ঔপনিবেশিক আধাসামন্ততান্ত্রিক প্রেক্ষিতে নানাবিধ আধিপত্যবাদের দ্বারা পিষ্ট হয়েও বেঁচে থাকছি, আমাদের চেয়ে বেশি কে জানে এর সত্যতা! তাই তো আমাদের জীবনব্যাপ্ত চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় বার্তের নিবিড়তর পুনঃপাঠ এত জরুরি। ১৯৭৮ সালের ১৫ এপ্রিল নিজের সমগ্র রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে-করতে তিনি যখন জানান যে দান্তে ও মিশেলের মতো তিনি নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চাইছেন, এর দ্যোতনাগর্ভ বার্তা নিশ্চয় আমাদেরও উদ্বুদ্ধ করে। নিশ্চয় যে-কোনো বিন্দু থেকে ঘুরে দাঁড়ানো যায়; জীবনের পাঠকৃতিও অনবরত নতুন হয়ে উঠতে পারে। শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের গ্রন্থনায় কীভাবে গড়ে ওঠে চিহ্নায়কের অন্তহীন পরিসর, বার্তের দেখানো পথ অনুসরণ নয় কেবল, যুগোপযোগী সম্প্রসারণ করে আমরা নিজেদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নান্দনিক-ঐতিহাসিক অস্তিত্বের তাৎপর্য বুঝে নিতে পারি। 'Empire of signs' যখন ১৯৭০ এ প্রকাশিত হলো, বার্তের চিন্তাজীবনে আকরণোত্তর পর্যায়ের সূচনা হয়ে গেছে। তার মানে সর্বব্যাপ্ত চিহ্নায়কের গ্রন্থনার ভাষ্য করার বদলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দেখা যায় তাৎপর্য-নির্মাণে পূর্বনির্ধারিত কর্তৃত্বে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে বিকেন্দ্রায়িত করার আকাঙ্ক্ষা। আকরণবাদী ব্যবহারবিধি ও প্রাতিষ্ঠানিক চিহ্নতত্ত্ব থেকে সরে এসে বাস্তব জগতের নানবিধ সাংস্কৃতিক অনুপুঙ্খকে নিবিড় অধ্যয়নযোগ্য চিত্রকল্প ও পাঠকৃতি হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা। যেহেতু এইসব নিয়ত সঞ্চরমান, আকরণোত্তর চেতনা ও মুক্তির ভাবনা নিবিড় পাঠে সবচেয়ে গুরুত্ব অর্জন করল। আর, সূচিত হলো সমসাময়িক তত্ত্বভাবনারও নতুন পর্যায়। তাই 'S/Z' ও 'Empire of signs' এই বিপুল প্রভাব সম্পন্ন বিশ্লেষণ-পদ্ধতি হিসেবে আমাদের আলাদা মনোযোগ দাবি করে।

তিন দশক পরে এইসব অনুপুঙ্খকে প্রাপ্য গুরুত্ব দিয়েও অনুভব করি এহ বাহ্য আগে কহ আর। অসামান্য এক চিন্তাগুরুর জীবনব্যাপ্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠার বিবরণে বিভিন্ন প্রতিবেদন যেন মাইল-ফলক। কতটা পথ পেরোতে পারলে পথিক হওয়া যায় এর কি সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পরিমাপক আছে? বার্ত এবং তাঁর অন্য সমসাময়িক চিন্তাগুরুদের যদি দেখি মৃত্যুর পরেও দীর্ঘ পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছেন—মনে হয়, তাঁরা তো আমাদেরও ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী। তাঁদের সব অভিমত মেনে নিই বা না নিই, রূপান্তরশীল জীবনের অজস্র বয়ানের মধ্যে ভাঙা-গড়ার তত্ত্বায়ন প্রক্রিয়া তো নিবিষ্টভাবে লক্ষ করতে পারি। আর, এই নিরিখে আমাদের সমকালে তাদের ব্যবহার-উপযোগিতা কতখানি—তাও যাচাই করা যেতে পারে। বিশেষত বার্তের চিন্তাভুবন এখন অপরূপ মুক্তাঞ্চল যেখানে বিনির্মাণ, আখ্যানতত্ত্ব, আদিকল্পাশ্রিত সমালোচনা ও মার্ক্সবাদী সংস্কৃতিতত্ত্ব সংশ্লেষণের আবহে পরাভাষা-খচিত প্রতিবেদনে পৌঁছে দেয়। উপস্থাপনার আকরণোত্তর বিন্যাসে চিহ্নায়ন ও তাৎপর্য-প্রতীতির যে অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখতে পাই, তার আলোকে নিজেদের জীবন ও চারপাশের জগতে প্রচ্ছন্ন সংকেত গুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। বিনোদন-পণ্যের আমোদে ও নেশায় আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের কোনায়-কোনায় বুলডজারের মতো আঞ্চলিক ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে শাহরুখ খান-রণবীর কাপুর-বিপাশা বসু-প্রিয়াঙ্কা চোপরাদের বিজ্ঞাপনী লাস্য ও মাদক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতাপের ভাষা হিন্দি এখন ইংরেজি হরফের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-সত্যজিৎ রায়-ঋত্বিক ঘটক-যামিনী রায়ের বাংলাকে উৎখাত করে ফেলেছে। চিহ্নের সাম্রাজ্যই বটে; কিন্তু এ কোন চিহ্ন? কাদের ঔদ্ধত্য এখন প্রতিভাবাদর্শ প্রসূত প্রতিচিহ্নের মধ্যে সর্বত্র ব্যক্ত হচ্ছে? এমন পণ্যসর্বস্ব দুনিয়ার বাসিন্দা আমরা যে শিশুভোগ্য চিপস্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পর্যন্ত সৈফ আলি খান এর ভাঁড়ামি ছাড়া উপস্থাপিত হয় না। আইডিয়া মোবহিল মানে অভিষেক বচ্চন, শরীরের আনাচে-কানাচে ঘুরে-বেড়ানো সাবানের জন্যে চাই করিনা কাপুর বা ক্যাটরিনা কাইফ এর মতো যৌবনমদমত্তা কোনো সুন্দরী চিত্রতারকার সম্মোহন। তালিকা অন্তহীন যেহেতু, আর বাক্‌বিস্তার না-করে বরং সম্ভোগসর্বস্ব সাম্প্রতিকের প্রতিভাবাদর্শ-প্রতিসত্য-প্রতিচিহ্নায়নের আন্তঃসম্পর্কের সঞ্চালক তাৎপর্যরিক্ত প্রেক্ষিতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। হয়তো বা সরাসরি এও ভাবা যেতে পারে যে এতদিনে বুঝি বা সুকুমার রায়ের বকচ্ছপ ও হাঁসজারুদের ধারণা বাস্তব রূপ পেয়ে গেছে। বাচনিক চিহ্ন থেকে চাক্ষুষ সংকেতায়নে পৌঁছাই যখন, শব্দ ও চিত্রকল্পের অন্বয় ও মিথষ্ক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিজ্ঞাপন লক্ষ্যভেদী হয় এভাবেই বার্ত যাতে দেখতে পান অর্থের নোঙর ফেলা এবং সঞ্চরণ। আসলে বিজ্ঞাপনের ব্যবহার-যোগ্যতা যদি বিশ্লেষণ করি, দেখব, এইসব প্রক্রিয়ার নিয়ামক হলো ঈপ্সিত অন্তঃশায়ী পরাসংকেত বা কোড্। অর্থ যখন নোঙর, 'The text directs the reader through the signifieds of the image, causing him to avoid some and receive others....It remote-controls him (or her) toward meaning chosen in advance' [Image-Music-Text 1977 40] আর, অর্থ যখন সঞ্চরণশীল, 'The text and image stand in a complementary relationship; the words in the same way as the images, are fragments of a more general syntagm and the unity of the message is realised at a higher level.' [তদেব ৪১] বার্তা কীভাবে পৌঁছানো হচ্ছে গ্রহীতার কাছে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞাপনী কুহকে বাস্তব ঢেকে যায় কখনও নোঙর হিসেবে কখনও সঞ্চরণশীল প্রক্রিয়া হিসেবে অর্থ যখন বাচনিক পর্যায় থেকে চাক্ষুষ পর্যায়ে পৌঁছায়। যে-বার্তা তৈরি হচ্ছে জনপ্রিয় সংস্কৃতির বিনোদন-পণ্যে চটকদারিতা যোগান দিয়ে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখি যে অত্যন্ত সচেতনভাবে অতিকথা উৎপাদন করা হচ্ছে। এর সবচেয়ে বড়ো সহায়ক বলিউডের প্রেম-সঙ্গীত-শৌর্য-ভাঁড়ামি ভরা অবাস্তব কিংবা বিকল্প বাস্তবের বিভ্রমভরা নয়াদুনিয়া যার সাংঘাতিক প্রভাব আসমুদ্রহিমাচলে ব্যাপ্ত। ঐ নয়াদুনিয়ার ফাঁসকে আরও অপ্রতিরোধ্য করে তোলে অতিরঞ্জনের মাদক। সাম্প্রতিক ভারতে প্রত্নকথা রচনার প্রক্রিয়া কত নির্বাধ, তা প্রতিনিয়ত নতুন-নতুন ক্রিকেট-দেবতাদের উত্থানে স্পষ্ট। যেহেতু জনচিত্তে, জনবিশ্বাসে, জন-আকাঙ্ক্ষায়, জন-মূল্যবোধে এদের কর্তৃত্ব অবিসম্বাদী, পেপসি- কোকাকোলা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

প্রসাধনসামগ্রী-ফাস্টফুড-বিলোল পানীয়-গৃহসজ্জা-পুরুষালি যৌনতার বেসাতি এদের দিয়েই করানো হয়।

পেটি-বুর্জোয়া 'সংস্কৃতি'র মহাআখ্যানগুলি অহরহ পুনর্জীবন পাচ্ছে যে অতিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে, তা-ই নব্যপ্রত্নকথার নিয়ামক প্রতিভাবাদর্শের আশ্রয়স্থল। চিহ্ন উৎপাদনের নামে জোয়ার তৈরি হচ্ছে প্রতিচিহ্নের যার তোড়ে ভেসে যাচ্ছে সমাজ-সংসারের দৈনন্দিন বাস্তব। বার্তের চিন্তাসূত্র অনুসরণ করে আজও সমান যাথার্থ্যে বুঝে নিতে পারছি কীভাবে সাংস্কৃতিক মহাসন্দর্ভে প্রচ্ছন্ন অন্ধবিন্দুগুলি সমস্ত অসামঞ্জস্যকে বৈধতা দিয়ে চলেছে। যা কোথাও নেই, তাকেই মহাসমারোহে 'স্বাভাবিক' প্রতিপন্ন করে শেষপর্যন্ত দানবায়িত করে তুলছে। ফলে অপরতার যে-পরিসরকে আমরা পুনরাবিষ্কার করতে চাইছি বিভিন্ন উদ্যমের মধ্য দিয়ে, তা অপ্রতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। 'Mythologies' বইতে বার্ত যে 'Ideological abuse' (১৯৭৩:১১) সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করতে চেয়েছিলেন, তা এখনও কত অম্লানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং আগামী দিনগুলিতেও থাকবে। এই ভাবাদর্শগত বিকার সংক্রমণ প্রতাপের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। প্রত্নকথা নির্মাণের মধ্যে আড়ালে চলে যায় নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের স্তরগুলি এবং তাদের ভেতরের অসঙ্গতি। অর্থাৎ এতে স্পষ্টত একীকরণ প্রক্রিয়ার অগণতান্ত্রিকতায় পুষ্ট হয় শুধু স্থিতাবস্থাপন্থা। এ যেন বিচিত্র কূটাভাস কেননা জনমনোরঞ্জক প্রত্নকথা ও চিহ্নায়কের সম্মোহনে চাপা পড়ে যায় বাস্তব জনগোষ্ঠীর প্রকৃত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি। ডিজিট্যাল ফ্যান্টাসি এই সম্মোহনকে ইদানীং কত নির্বাধ ও ব্যাপক করে তুলেছে, এ সম্পর্কে বাক্‌বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। মুছে গেছে তাই পরিসর ও সময়ের সমস্ত সীমানা। আধিপত্যবাদ অত্যন্ত চতুরভাবে এমন প্রকল্পনাময় চিহ্নের অতিরেক তৈরি করে চলেছে যে তার দুর্বার তোড়ে ভেসে যাচ্ছে বাস্তব। প্রতিসন্দর্ভ অলীক করে দিয়েছে প্রকৃত সন্দর্ভকে; আলোর অতিশয় ঝলসানি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বলে অন্ধকারের উৎপাদন ও সম্ভোগ যে প্রেক্ষিতহীন প্রসঙ্গ হিসেবে জনচিত্তে বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে, তা কি আদৌ লক্ষ করছি আমরা!

এভাবে বার্ত, কায়িক অবসানের তিন দশক পরেও, আধিপত্যবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত উত্তর-প্রজন্মকে তথ্য ও জল্পনার সংযোগ-অসংযোগ সম্পর্কে সচেতন করে তুলছেন। তাঁর ইশারাগুলিকে সম্প্রসারিত করে আমরা নিজেদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার যথার্থ ভাষ্য করে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝে নিতে পারছি। সৃষ্টি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

সংস্কৃতি সহ দৈনন্দিন জীবনের প্রেক্ষাপটে ভাবাদর্শ ও প্রতিভাবাদর্শের সংঘাত, প্রতাপের ক্রমাগত দীর্ঘতর হয়ে-ওঠা ছায়া, নানাভাবে আক্রান্ত সত্তার অভিজ্ঞান পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ বার্তেরই ভাবনাসূত্রে পুনঃপাঠ করতে পারছি। এইজন্যে অনুভব করছি যে আজও রোলাঁ বার্ত আমাদের সহযোগী ও পথপ্রদর্শক এবং আগামী দিনগুলিতেও থাকবেন। তাঁর চোখ দিয়ে দেখেই তো আশ্চর্য এই সত্য অনুধাবন করছি সাম্প্রতিক জটিল বর্তমানেও 'Wherein significance is accumulated through the emptiness of the representation – What is and is not there in the here and now.' [Peter Pericles Trifonas Barthes and the Empire of signs 2001 29] সত্যিই তো চারদিকে পুঞ্জীভূত ফাঁপা উপস্থাপনাগুলির মধ্যে চেনা জগতে যা আছে এবং যা নেই তার বিচিত্র সমাবেশের প্রকৃত তাৎপর্যই খুঁজতে হবে আজ। আর, তাঁর 'Empire of Signs' বইটি আজকের অভিজ্ঞতার নিরিখে পুনঃপাঠ করার সময় মনে রাখব যে এই প্রতিবেদন 'forefronts the plenitude of meaning and the loss of meaning that is the problem of history, whether it is represented through words or visual images' (তদেব)।

এই মন্তব্যে নিহিত সংকেত সাম্প্রতিক প্রচ্ছদ-সর্বস্ব জীবনকে বোঝার জন্যে কত কার্যকরী, তা প্রতিমুহূর্তেই বুঝতে পারছি। পাশাপাশি যখন সমসাময়িক সমাজের নায়ক-পূজা (hero-worship)-এর নামে গণ-হিস্টিরিয়ার উন্মাদ অভিব্যক্তির কথা মনে রাখি, এতে আজকের উপগ্রহ-প্রযুক্তি লালিত মিডিয়াদানবের পণ্যায়ন কেন্দ্রিক কুযুক্তিশৃঙ্খলা ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির দানবিক চরিত্র সম্পর্কে কোনো সংশয়ই থাকে না। রাখী সাওন্ত নামে কোনোএক চিত্রতারকার স্বয়ংবর নিয়ে বানিয়ে-তোলা নাটকের আদিখ্যেতা ভরা কার্নিভালই হোক কিংবা সারেগামা প্রতিযোগিতায় ভারতকণ্ঠ শিরোপা নির্ণয়ের জন্যে বানিয়ে-তোলা হুজুগের উন্মাদনাই হোক আসমুদ্র হিমাচলকে রুচিহীনতা ও স্থূলতার সূত্রে মিডিয়া-দানব একসঙ্গে গেঁথে নিতে পেরেছে। আর, শিলচরের মতো প্রত্যন্ত শহরও পেয়েছে মিথ-নির্মাণে শরিক হওয়ার দুর্লভ অধিকার ভারতকণ্ঠ দেবজিৎ সাহার প্রথম ঘরে ফেরার দিনে অভূতপূর্ব উচ্ছ্বাসের সুনামিতে কয়েক ঘণ্টার জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল জনজীবন। ভাষাশহিদদের মরদেহ নিয়ে অভূতপূর্ব মিছিলের স্মৃতি তা ফিরিয়ে দিয়েছিল প্রবীণদের মনে। ভাবা যায় কার্নিভালের আমোদ এখন কত দুর্বার নব্যপ্রত্নকথার নির্মিতিতে! নানা উপলক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ভারতের কত জনপদেই তো ঘটছে এমন। অতএব, বার্তের চিন্তাসূত্র ব্যবহার করে, চূড়ান্ত নেতি ও নৈরাজ্যের আলোড়নের মধ্যেও বুঝতে চেষ্টা করি কীভাবে 'The ethical, social and political boundaries of society and culture are framed by mythology... Mythology animates reality, translates and naturalises it for us, by infusing it with levels of ideological significance.' (তদেব ১১)। আর, বুঝতে বুঝতে বাস্তবের পুনঃসংজ্ঞায়নকে অন্বিষ্ট জেনে খুঁজতে চাই প্রকৃত প্রতিষেধক, শুশ্রূষার বিশল্যকরণী।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

উত্তরলেখ সঞ্চারী

'মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে বসে—অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতটা দূরে চলে যাই—চেয়ে দেখি আরো-কিছু আছে তারপরে।

একটি আলোক নিয়ে বসে থাকা চিরদিন,
নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে;

তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ?'

তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রভাতবেলা যখন সন্ধিক্ষণের আঁধিতে আবিল, পৃথিবী জুড়ে দেখছি অনিশ্চয়তার নিঃসীম প্রসার। জীবনের স্বভাব, আকরণ ও সম্ভাবনা নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক এবং প্রকরণ ও অন্তর্বস্তুর আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে পুনরুচ্চারিত জিজ্ঞাসা ঐ অনিশ্চয়তার বোধ বাড়িয়ে চলেছে ক্রমাগত। এই উপলব্ধির তাৎপর্য নিয়ে যাঁরা ইদানীং ভাবছেন, তাঁরাও সময় ও পরিসরের অভিব্যক্তিতে কোনো নির্ভরযোগ্য ভরকেন্দ্র খুঁজে পাচ্ছেন না। সবচেয়ে বড়ো সংকট হয়ে উঠেছে মানববিশ্বে মানুষের ক্রমাগত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া। যদিও আমরা জেনেছি পাঠকৃতির বাইরে কিছুই নেই, জেনেছি মানুষের পৃথিবী মূলত চিহ্নের পৃথিবী—তবু সব কিছু যেন আজ ঐসব চিহ্ন মুছে নেওয়ার জন্যেই পরিকল্পিত। যন্ত্রপ্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষে ভূগোল-ইতিহাস-সংস্কৃতি-রাজনীতি দ্বারা নির্ধারিত এতদিনকার যাবতীয় পার্থক্য-প্রতীতি অবান্তর হয়ে পড়েছে। ফলে ঐ প্রতীতি-সম্পৃক্ত সত্যবোধেরও অবসান হচ্ছে নাকি!

তাহলে আজকের এই কম্পিউটার-ইন্টারনেট-ডিশ অ্যান্টেনার মাদকে আচ্ছন্ন পৃথিবীতে কোন চিহ্নায়ক আর পাঠকৃতি খুঁজব? একক জীবন আর অনন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

তত্ত্ব—সবই যখন নিরর্থক, জীবনের সঙ্গে তত্ত্বের সম্পর্ক বা সম্পর্কহীনতা নিয়ে ভাবব কেন? পাঠকৃতি ও জীবন কীভাবে রোলাঁ বার্ত নামক অস্তিত্বের পরিসরে যুগলবন্দি হয়ে উঠেছিল, তার চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আজকের সংশয়ক্লান্ত ক্ষয়ধূসরিত পরিধি কী অর্জন করতে পারে? ভাষার মৌল আধেয় তার সমস্ত সম্ভাব্য চিহ্নায়ক সহ যখন অবান্তর বলে প্রতিভাত হচ্ছে যন্ত্রগণকের স্থূল আগ্রাসনে, ভাষার আধার ও লক্ষ্য হিসেবে গণ্য মানবিক পৃথিবীও তো ধ্বস্ত ও নির্বাসিত পোড়ো জমি আজ। তাহলে চেতনার কোন নতুন চিহ্নতত্ত্ব গড়ে তুলব আমরা? নাকি চিহ্নায়নের প্রক্রিয়াকেই বাতিল বলে ঘোষণা করব! আসলে এটাই উপযুক্ত সময়। রোলাঁ বার্তের ভাববিশ্ব ও চিন্তাবীজের অন্যোন্য-সম্পর্ক পুনঃপাঠ করে যদি এর নিষ্কর্ষ সম্পর্কে অবহিত হই, বুঝব, জীবনের আপাত-অসংলগ্নতাও সময়-শাসিত এই পাঠকৃতিরই আধেয়। তার বাচন, আকরণ ও পরিসর আলাদা। বিষয়ীসত্তার প্রতীয়মান নিশ্চিহ্নতাও বিশিষ্ট চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞান। তত্ত্বও জীবনের বাইরে নয় আর জীবনও তত্ত্বের বাইরে নয়। বার্ত পথের শুরুটা দেখিয়েছেন, পথ তৈরির কৃৎকৌশলও শিখিয়েছেন। সময়োপযোগী প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাকে ক্রমাগত প্রসারিত করে যাওয়ার দায় বইতে হবে উত্তরসূরিদের। প্রতিটি প্রাক্তন বর্তমান প্রতিটি জায়মান বর্তমানের শিক্ষক। আবার, বিচিত্র কূটাভাসের ফলে পরবর্তী বর্তমান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কেবল প্রাক্তনকে আত্মসাৎ করার মধ্য দিয়ে। রেডা বেন্সমাই লক্ষ করেছেন বার্তের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল—'to that which from the texts questions at every moment the cohesion of his present self with what he calls the Body.' (১৯৮৬ : ৮৩)। প্রতিটি মুহূর্তে বিষয়ী ও বিষয়, আধার ও আধেয় কীভাবে পরস্পরকে কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ কিংবা কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট ভাবে কখনো স্বীকৃতি জানিয়ে কখনো প্রত্যাখ্যান করে সংযোগ গড়ে তুলেছে—এবিষয়ে নতুনভাবে অবহিত হওয়াই আজকের পড়ুয়াদের দায়। কী জীবনে, কী পাঠকৃতিতে জটিল বর্তমানের সত্তাতত্ত্ব সম্পর্কে অনবরত জিজ্ঞাসাকে শানিত করেই তাৎপর্যের গ্রন্থিমোচন করতে পারি।

তাই রোলাঁ বার্তের কাছে পাওয়া চিন্তাসূত্রগুলির সৃষ্টিশীল প্রয়োগ করে আজকের বিমানবায়িত জটিল পৃথিবীর সংকট কার্যকরী ভাবে মোকাবিলা করতে পারি আমরা। ভাষা ও পাঠকৃতির নিরন্তর উন্মোচনে কেবল বাচন নয়, কেবল শাব্দিক পরিসর নয়, প্রতিবাচন এবং নৈঃশব্দ্যের পরিসরও অধ্যয়ন করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

এই অধ্যয়নের ইশারা তো বার্তের কাছেই পেয়েছি, তাকে কৃৎকৌশলে রূপান্তরিত করার দায় বর্তেছে আমাদের ওপর। ব্যক্তি ও সমাজের অন্তর্বয়ন যেভাবে পড়ি, সেভাবে পড়তে হবে ভাষা ও ভাষাতীতের অন্তর্বয়নকেও। আমাদের শিক্ষানবিশি তাই শেষ হয় না কখনো। আসলে নতুন-নতুন উদ্‌ভাসনের আকাঙ্ক্ষাই মূল চালিকাশক্তি। আর, এইজন্যে, আবশ্যিক হল, অনবরত আত্ম-প্রত্যাখ্যান। নিজেরই তৈরি বিশ্বাস ও অভ্যাসকে বারবার পেরিয়ে যাওয়ার গতি ও প্রেরণা নিজের ভেতরে জাগ্রত রাখা। পাঠকৃতি মানে জীবন ও জগৎ থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিনিয়োগ আহরণ এবং তারপর একসময় ঐসব বিনিয়োগ নিরাকৃত করার প্রক্রিয়া।

তৃতীয় সহস্রাব্দের উদীয়মান প্রহরগুলিতে চিন্তাশৈত্যের আশঙ্কা যখন ত্রস্ত করছে আমাদের, মানব-বিশ্বে নামছে গোধূলির ম্লান ছায়া—সেসময় বার্তের বিশ্ববীক্ষা থেকে প্রেরণাসূত্র নিয়ে আমরা বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় সময়-পর্বের উপযোগী নতুন চিহ্নায়নের নতুন পাঠ তৈরি করে নিতে পারি। তাই বলছিলাম, আরো একবার শিক্ষানবিশি শুরু করার কথা। 'তেলকোয়েল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'Responses' শীর্ষক আলোচনায় বার্ত যা বলেছিলেন, তা সম্ভবত আজকের বিক্ষুব্ধ পরিধিতেই বেশি প্রাসঙ্গিক 'It is not apprenticeship which never ends, but rather desire. My work seems to be made up of a succession of disinvestments; there is only one object from which I have never disinvested my desire language...From Degree Zero on I have chosen language to love—and, of course, to detest at the same time altogether trusting and altogether mistrusting it. But my methods of approach...to try one's hand at something, to please, that is to transform oneself to abandon oneself it is as if one always loved the same person, but kept trying out new erotics with that person.' (১৯৭৪ ১০০)। এই যে একইসঙ্গে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস করার ক্ষমতা, গভীরে গিয়ে যদি এর তাৎপর্য বিচার করি, বুঝব, এছাড়া নিজেকে ও পাঠকৃতিকে সজীব রাখার অন্য উপায় আর নেই। চিহ্নায়িত রুদ্ধ হয়ে যায়, যেতে পারে; কিন্তু চিহ্নায়ক ঐ রুদ্ধতার সঙ্গে অনিবার্য সংঘর্ষে নিজেকে আমূল পাল্টে নিতে পারে, নিচ্ছেও। তাই নতুন হয়ে ওঠার অন্যতম জরুরি প্রাক্‌শর্ত : আত্মবিনিয়োগের অভ্যাস থেকে নিষ্ক্রমণ। একে যদি আত্ম-প্রত্যাখ্যান বলে মনে হয়, সময় ও পরিসরের নিরবচ্ছিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বিবর্তনের সঙ্গে মোকাবিলা করার প্রয়োজনে সেজন্যেও তৈরি হয়ে উঠতে হবে। রোলাঁ বার্তের চিন্তাবিশ্ব আমাদের যদি এই উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়, কেবলমাত্র তবেই কাঙ্ক্ষিত সেই স্বপ্নসম্ভব তৃতীয় সহস্রাব্দের উপযোগী পরাতত্ত্ব ও পরানন্দনের আবহে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারব।

বিমানবায়নের এই চরম পর্যায়ে পৌঁছে নীৎশে-কথিত সত্তার জন্যে ব্যাকুলতার সমস্যা (selbstsucht) পুনর্নবায়িত কূটাভাস নিয়ে ফিরে এসেছে যেন। মনে হয় আমাদের চিন্তা ও চেতনা আরো বেশি মাত্রায় মুক্ত লিখনরীতি দাবি করছে। চাইছে তাৎপর্যতত্ত্বের পুরোপুরি নতুন ব্যাখ্যান। পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখ যখন সত্তার কোষে-কোষে ব্যাপ্ত, অজস্র চিত্রকল্প ও প্রতীক নির্মাণের নামে প্রতিভাবাদর্শের সন্ত্রাস যখন প্রকল্পনা ও বিকারকে কার্যত নিরঙ্কুশ করে তুলেছে—সে-সময় সত্যভ্রম ও মিথ্যার পেষণে অবান্তর হয়ে পড়েছে সত্যের প্রতীতি। নিশ্চয় পাঠকৃতির বাইরে কিছু নেই, কিন্তু এ কোন পাঠকৃতি? কোন পদ্ধতি দিয়ে এর মোকাবিলা করে আমরা এগিয়ে যাই পাঠ-পরম্পরার দিকে? আজ যেন নতুনভাবে অর্থবহ হয়ে উঠেছে নীৎশের সেই কূটাভাসময় উক্তি 'It is not the lie that kills, but truth'!

হ্যাঁ, সময়-নিরূপিত সত্য ঘাতক এখন। ছোট-বড়ো, দৃশ্য-অদৃশ্য অজস্র প্রতিষ্ঠানের সত্য আজ হননমেরু। প্রাতিষ্ঠানিক কথনবিশ্বের নিপীড়ক সত্যের সন্ত্রাস যাবতীয় চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকে শুষে নিচ্ছে। এসময় রঙের পরে রঙ লাগছে চিত্রিত অবগুণ্ঠনে। তাহলে নেতিবাচক চিহ্নতত্ত্বের অনুশীলনও কি করতে হবে এখন? সমাজ নামক নাট্যশালায় অ্যাবসার্ড মঞ্চস্থ হচ্ছে নানা ভঙ্গিতে। বহুবাচনিক জগতের সাড়ম্বর ঘোষণা সত্ত্বেও পাঠকৃতিতে প্রকৃত অনেকার্থদ্যোতনা পাচ্ছি কিনা, এই জিজ্ঞাসা আজ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কথায় অনেক মায়া, অনেক বিভ্রম। কোলাহলমুখর সাম্প্রতিকে বড়ো বেশি স্থূলতা ও ভাঁড়ামি; এতে তন্তু আছে কিন্তু বয়ন নেই। তাই এ মুহূর্তে আমাদের আকাঙ্ক্ষা খাঁটি পাঠকৃতির জন্যে। একটাই আর্তি কী জীবনে কী মননে জল দাও শিকড়ে আমার! আর, কৃৎকৌশল কেবল নিরবচ্ছিন্ন সন্ধানের। একাধিক প্রবেশপথের সন্ধান করব এই জেনে, কোনো একটি পথের আবিষ্কার চূড়ান্ত বিবেচিত হবে না কখনো। কারণ, কোনো পথ-ই প্রধান পথ নয় : একথা জানিয়েছেন স্বয়ং বার্ত। সংশয় অস্বীকার করা যাবে না এখন; সংশয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েই সংশয় পেরিয়ে যাব।

নীৎশের প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণ 'Wir haben die kunst' আমাদের আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

শিল্প তো ভরসাস্থল আমাদের। আমাদের শিল্প আছে যাতে সত্য থেকে স্খলিত ও ধ্বস্ত না হই—(The will to power ৪৩৫)। এ কেবল আপ্তবাক্য নয় নিশ্চয়। একে মেলাতে হবে বহতা সময়ের উপার্জনের সঙ্গে, রোলাঁ বার্তের জীবন আর লিখনের সঙ্গেও। জীবন ও মনন, সৃষ্টি ও নির্মাণ, তত্ত্ব ও প্রয়োগ কখনো শুধুমাত্র যথাপ্রাপ্ত বলেই গ্রাহ্য হয় না। তাদের বারবার পুনর্গঠিত করে নিতে হয়। এই পুনর্গঠনে শুধুমাত্র দর্শন, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ইতিহাস নতুন চিহ্নায়নের পরিসর পেয়ে যায়, এমন নয়; মানবসত্তার জন্যেও নতুন প্রকল্প তৈরি হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় 'চূড়ান্ত' নেই কিছু; আছে শুধু নতুন-নতুন আরম্ভ। রোলাঁ বার্তের কাছে এই আমাদের প্রশস্যতম উপার্জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

উত্তরলেখ আভোগ

নির্মাণবায়নের কুহক যখন মানুষকে তারই একান্ত নিজস্ব নির্মাণের জগতে অবান্তর করে দিচ্ছে, আধুনিকোত্তর বৌদ্ধিক সন্ত্রাসের স্মারক হিসেবে মহাসন্দর্ভের বহুবিজ্ঞাপিত ধারণা এ জগৎকে পারাপারহীন মরুভূমির চেয়েও ভয়ঙ্কর আর মরীচিকার চেয়েও অলীক বলে প্রমাণ করছে—আমাদের আছেন বার্ত। আছে জীবন ও মননের পাঠ পুনর্গঠন করার শিল্পিত প্রত্যয়। দুরূহ এসময়ে নিজেদের মুদ্রাদোষে নিজেরা যত একা আলাদা হয়ে যাই, বিচ্ছিন্নতার ইনফের্নো অবারিত হয়ে ওঠে। তবু ভাবি সত্তার পুর্গেটোরিয়োতে উত্তরণের আকরণোত্তর চেতনার কথা, ভাবি চিহ্নায়নের অফুরান পরিসর নিয়ে। বার্তের মননবিশ্ব পরিক্রমা তো নিছক বৌদ্ধিক অধ্যবসায় নয়। আছে আছে আছে : এই প্রতীতিতে উদ্দীপিত হওয়ার জন্যেও।

আঁদ্রে জিদের স্মরণীয় উচ্চারণ অনুরণন তোলে মনে 'I worry about not knowing who I am, I don't even know who I want to be, but I do know that I have to make a choice, I feel in me thousands of possibilities, but cannot resign myself to want to be just one of them. And it frightens me, every moment, every word I write to think that this is one more indelible trait of my image which is taking hold'! সত্যিই তো, জীবন যখন বারবার নতুন হয়ে-ওঠা আকাঙ্ক্ষার নাম, প্রক্রিয়ার নাম, সমিধের নাম—তার 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?' আর, তাই তো 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরোবে না' বলে বিহ্বল হয় পথের বাউল। কোনো একটি বিশেষ মুহূর্ত ও পরিচয়ের আকরণে বন্দী মানুষ কি বলতে পারে কখনো, 'আমি কী তা আমি জেনেছি'! বরং নিজেকে ঠিকমতো জানতে না-পারার উৎকণ্ঠায় প্রহর শেষ হয়ে যায়। কী হতে চাই আমি, তাও কি চূড়ান্ত নিশ্চয়তা নিয়ে জানাতে পারে কেউ! শুধু এইমাত্র জানি, সমস্ত দ্বিধা ও সংশয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

পেরিয়ে গিয়ে সচেতন মানুষ হিসেবে আমাদের নিজস্ব অবস্থান নির্বাচন করে নিতে হবে।

হ্যাঁ, রোলাঁ বার্তও আপন জীবনে ছোট-বড়ো অবস্থান নির্বাচন করেছিলেন। নইলে আমরা তাঁকে সেই বহুমাত্রিক পাঠকৃতি হিসেবে পেতাম না, পর্যায়ে-পর্যায়ে যার তাৎপর্য পুনর্নির্ণীত হয়েছে। এইজন্যে তিনি স্বয়ং আকরণোত্তর চেতনার প্রতীকী প্রতিনিধি। সুখ কিংবা দুঃখ, প্রাপ্তি কিংবা অপ্রাপ্তি গৌন; মধ্য-মেধা ও নিম্ন-মেধা জনদের প্রতিতুলনায় আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষিত হতে পারে কেবল ঐ নির্বাচনের সাহসিকতায়। জীবনের পাঠকৃতি থেকে রৈখিকতা মুছে নিতে পারে শুধু সেইসব মানুষেরা যারা নিজেদের অস্তিত্বের গভীরে অনুভব করে সহস্র-এক সম্ভাবনার কোরক উন্মোচন। এদের মধ্যে যে-কোনো একটি বেছে নিতে গিয়ে অন্য আরো সম্ভাব্য ঐশ্বর্য ও সম্পন্নতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব কিনা—কীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাব? নির্বাচনের সাহস আর হঠকারিতা কি অভিন্ন! রোলাঁ বার্তের জীবনকথায় যে আশ্চর্য মুক্ত পরিসরের দ্যোতনা আগাগোড়া উপস্থিত, তাতে কীভাবে স্থিতাবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিকতা বিনির্মিত হয়েছে—এটা লক্ষ করলে বুঝে নেব, নির্বাচনও সাধারণ কোনো কৃত্য নয়। বন্দিত্ব-অন্ধতা-বিচ্ছিন্নতা-পক্ষাঘাত-প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোও তো ক্ষয় ও গণ্ডিবদ্ধতার বিপ্রতীপে-থাকা আলো-উত্তাপ-আরোগ্যের নির্বাচন। কোনো একটি ভাবমূর্তির পিঞ্জরে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া মানে জীবনের সৃষ্টিশীল ধর্মের প্রত্যাখ্যান। স্বভাবত তাতে আত্ম-প্রকাশের বদলে বড়ো হয়ে ওঠে আত্ম-সংকোচন।

সংকোচনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই জীবনের কৃত্য ও অকৃত্য সম্পর্কে নিজস্ব অবস্থান নির্বাচন করে নিতে হয়। খুঁজে নিতে হয় বার্ত-কথিত 'a network of themes'! সত্তার নির্মিতি-প্রকরণে বিধি ও প্রতিষেধ—দুই-ই স্বনির্বাচিত। সমকালীন পৃথিবীর বন্ধ্যাত্ব ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাই যদি, একক ও সামূহিক বাচনের সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য সম্বন্ধ-বিন্যাসের গভীরে যেতে হবে আমাদের। পথের শুরুটা দেখিয়েছেন বার্ত; এবার পথে চলতে চলতে পথ সম্প্রসারণের কৃৎকৌশল আয়ত্ত করতে হবে আমাদের। ব্যক্তি-পরিবার-রাষ্ট্র কিংবা আঞ্চলিক-জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিসরে কূটাভাস যত প্রবল হয়ে উঠছে, নির্মীয়মান প্রতিবেদনের বয়নে-অন্তর্বয়নে আমাদের নিরন্তর হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে উঠছে তত। বদ্ধতা থেকে মুক্তির দিকে নবায়মান যাত্রায় আগ্রহ যত অটুট থাকবে, ব্যক্তিগত ও যৌথ-জীবনের পাঠকৃতি থেকে অর্থবোধের নতুন নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

উপকূলে পৌঁছানো অবারিত হবে তত।

বার্ত ও তাঁর আকরণোত্তর ভাবনা তাই নিজের সঙ্গে নিজের জগতের, ইতিহাসের সংবেদনশীল নিরীক্ষার সূচক যেন। তাই তত্ত্বগত কাঠামোর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও তা এখন বহুধা বিচ্ছুরণের আকর হয়ে উঠেছে। আমাদের কাছে বার্তা এসেছে আরও আরও রূপান্তরের, সম্প্রসারণের। আমরা যেন নতুন পদ্ধতিতে প্রকরণ ও অন্তর্বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি, সব কিছু সম্পর্কেই উচ্চারণ যেন প্রস্তুত ও পরিশীলিত থাকে আমাদের। সম্বোধক হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে আরও আরও শানিত করে নিয়ে আমরা যেন সম্বোধ্যমানতার নতুন নতুন নিষ্কর্ষ আবিষ্কার করে যেতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

Roland Barthes **Writing Degree Zero** (1953), tran by Annette Lavers and Colin Smith, Cape, London, 1984.
Michelet (1954), tran by R. Howard, Blackwell, Oxford, 1987.
Mythologies (1957), tran by Annette Lavers, Cape, London, 1972.
On Racine (1963), tran by Richard Howard, Hill & Wang, New York, 1983.
Elements of Semiology (1964). tran by Annette Lavers, ed. Susan Sontag, Hill & Wang, New York, 1968.
Critical Essays (1964), tran by Richard Howard, North Western University Press, Evanston, III, 1972.
Criticism and Truth (1966), tran by Katrine Pilcher Keuneman, Cape, London, 1987.
The Fashion System (1967), tran by Richard Howard, Cape, London, 1987.
S/Z (1970), tran by Richard Miller, Blackwell, Oxford, 1990.
Empire of Signs (1970), tran by Richard Howard, Cape, London, 1983.
Sade/Fourier/Loyola (1971), tran by Richard

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

Miller, Cape, London, 1977.

The Pleasure of the Text (1973), tran by Richard Miller, Blackwell, Oxford, 1990.

Roland Barthes by Roland Barthes (1975), tran, by Richard Howard, Macmillan, London, 1977.

A Lover's Discourse Fragments (1977), tran. by Richard Howard, Cape, London, 1979.

Sollers, Writer (1979), tran, by Philip Thody, London, 1987.

New Critical Essays, New York, 1980.

Camera lucida : Reflections on Photography (1980), tran. by Richard Howard, Cape, London, 1982.

The Grain of the Voice (1981), tran. by Linda Coverdale, Cape, London, 1985.

The Responsibility of Forms (1982), tran. by Richard Howard, Hill & Wang, New York, 1986.

The Rustle of Language (1984), tran. by Richard Howard, Blackwell, Oxford, 1986.

The Semiotic challenge (1985), tran. by Richard Howard, Blackwell.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com